ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে জ্ঞানীগণ! হত্যার বদলে হত্যার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে, যাতে তোমরা সতর্ক হও' *(সূরা বাক্বারাহ ২/১৭৯)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০২৬

ইসলামী বিচারব্যবস্থা কি মধ্যযুগীয়?

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد : ٢٩ العدد : ١٠ محرم وصفر ١٤٤٨هـ/يوليو ٢٠٢٦
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

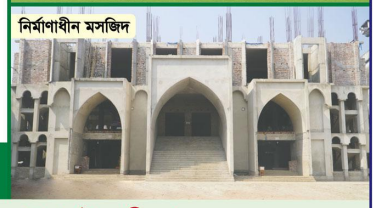

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন’ *(বুখারী হা/৪৫০)*।

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ও গাঁথুনি সম্পন্ন হয়েছে গ্রীল, থাই, টাইলস, পেইন্ট ইত্যাদি বাকী আছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ	ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
লক্ষীপুর, রাজশাহী মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬ দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার, সোমবার ও বুধবার)	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী ফোন : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬ বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)	বাড়ী # ২২৩ ও ২২৪, কাজীহাটা, রাজপাড়া, রাজশাহী ফোন : ০২-০২৫৮৮৮৫৩২২২, ০১৭১৭-৮১৮২৪৪ সিরিয়ালের জন্য হটলাইন : ০৯৬১০০০৯৬৩৬ প্রতি বৃহঃবার বিকাল ৩-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত

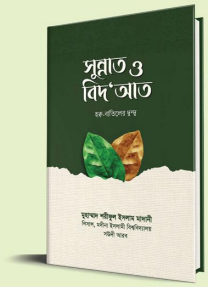

সুন্নাত ও বিদ'আত হক্ব-বাতিলের দ্বন্দ্ব

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

কুরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ আলোয় জীবনকে আলোকিত করতে এবং বিদ'আতের বিভ্রান্তি থেকে ঈমানকে সুরক্ষা দিতে বইটি এক অকাট্য দলীল। হক্ব-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্বে সঠিক পথের দিশা পেতে প্রত্যেক মুমিনের পাঠাগারে বইটি থাকা একান্ত যরূরী।

অর্ডার করুন
✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮০৫-৯৫৮৮২২

ISSN : 3105-4137

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আত-তাহরীক

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

মুহাররম-ছফর ১৪৪৮ হি.
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩৩ বাং
জুলাই ২০২৬ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
একাউন্ট নং : Masik At-Tahreek, 00712200 00115, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
  (বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা | সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - মানবতার বিপর্যয় : ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছার অপরিহার্যতা ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - রিয়া-র বিধিবিধান ০৩
    -ড. নূরুল ইসলাম
  - গোপন পাপ থেকে বাঁচার উপায় ০৯
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক দিক-নির্দেশনা ১৬
    -রাফাত আনাম
  - শী'আ মতবাদ ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা ২১
    -মুজাহিদুল ইসলাম
- **দো'আ ও যিকর :**
  - যে দো'আটিতে লুকিয়ে আছে জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া ২০
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - ইসলামী বিচারব্যবস্থা কি মধ্যযুগীয়? তথাকথিত আধুনিকতা বনাম এলাহী সমাধান *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* ২৬
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - আসুন, মানুষ গড়ি! *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩২
- **মহিলাদের পাতা :**
  - আমরা কেন তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হই? *-আয়েশা হুমায়রা* ৩৫
- **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
  - স্বামীর জীবনে নেককার স্ত্রীর প্রভাব *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
- **ছাহাবী চরিত :**
  - ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) *-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* ৩৮
- **ক্ষেত-খামার :**
  - বাংলাদেশে প্যাপেইন উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক রূপরেখা ৪১
- **কবিতা :** ৪২
  - দুনিয়ার দামে ঈমান
  - জেগে ওঠার ডাক
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৫
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মানবতার বিপর্যয় : ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছার অপরিহার্যতা

(১) গত ১৯শে মে মঙ্গলবার রাজধানীর মিরপুর-১১ পল্লবীতে ৭ বছরের শিশু রামীসা ২য় শ্রেণীর ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে পাশের ফ্লাটের প্রতিবেশী ইয়াবা সেবনে অভ্যস্ত সোহেল রানা তার স্ত্রীর সহযোগিতায় কৌশলে তাদের ফ্লাটে নিয়ে যায়। অতঃপর মেয়েটিকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। অতঃপর দেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মমভাবে টুকরা টুকরা করে লুকাতে চেষ্টা করে। ধরা পড়ার পর সে সব কিছু স্বীকার করে। এখন সে হাজতে। ২২.৫.২০২৬ তারিখের খুৎবায় আমরা বলেছিলাম, সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে বিচার শেষ করে আসামীকে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিচারবিভাগকে ধন্যবাদ যে, তাঁরা মাত্র ১৯ কার্যদিবসে বিচার শেষ করেছেন। এখন জাতি অপেক্ষায় আছে টিভিতে ওদের ঝুলন্ত লাশ দেখার জন্য। যদি এটা হয়, তাহ'লে দেশের ইতিহাসে সেটি রেকর্ড হবে। অপরাধীরাও সাবধান হবে।

(২) গত ১৮ই জুন রাজশাহী সরকারী নার্সিং কলেজের 'চারু মামা'র ক্যান্টিনে ৩জন নামধারী শিক্ষার্থী মিলে একজন ৩২ বছরের তরতাজা যুবককে চোর সন্দেহে সন্ধ্যায় সকলের সম্মুখে পিটিয়ে হত্যা, (৩) ১৯শে জুন ময়মনসিংহের মুক্তগাছায় মা কর্তৃক নিজ গর্ভজাত ৮ মাস বয়সী শিশুপুত্রকে জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে হত্যা প্রচেষ্টা সমগ্র জাতির বিবেককে হতভম্ব করে দিয়েছে। এরূপ দেশব্যাপী সর্বত্র নিয়মিতভাবে মানবতার পরাজয় ঘটছে।

এগুলি হঠাৎ কোন ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়েরই অনিবার্য পরিণতি। গণতান্ত্রিক দলীয় সরকার আসার পর নতুন উদ্যমে যেন এসব নোংরামি, চাঁদাবাজি, হত্যা, মাদক, কিশোর গ্যাং, পারিবারিক সহিংসতা, প্রতারণা ও নৈতিক অধঃপতনের ঘটনা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। আইন হয়, বিচার হয়; কিন্তু অপরাধের গ্রাফ আশঙ্কাজনক হারে বাড়তেই থাকে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীদের যেন পোয়া বারো। সরকার ও প্রশাসন এসবের সাময়িক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলছেন বটে, কিন্তু রোগের শিকড় ধরে টান দিচ্ছেন না। অথচ এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য অপরাধের মূল কারণ উদঘাটন এবং এর স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত যরূরী। এই স্থায়ী সমাধানই হল ইসলামী বিচারব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ।

১৭৫৭-১৯৪৭ পর্যন্ত ১৯০ বছর বৃটিশের ঔপনিবেশিক আইনে আজও দেশ চলছে। যার মূল আদর্শিক ভিত্তি ছিল এই যে, (১) এটি মানবরচিত, যা মানুষের ভবিষ্যত কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞ। (২) এখানে পারস্পরিক সম্মতিতে সংঘটিত ব্যভিচার, সমকামিতা বা মদ্যপানকে হয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হিসাবে দেখা হয় অথবা লঘু দৃষ্টিতে দেখা হয়। (৩) বৃটিশ বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা। (৪) এখানে ব্যক্তির অর্থ ও পদবী বিবেচনা তথা ফেসভ্যালুকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে কখনই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা আদর্শিক ভিত্তি হ'ল– (১) এটি আল্লাহ প্রেরিত। (২) এটি চিরন্তন কল্যাণের উৎস। (৩) এখানে বিচার নিরপেক্ষ হয় এবং বাদী ও বিবাদী উভয়ের যথাযথ প্রাপ্য দিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির সর্বাধিক নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(মায়েদাহ ৫/৮)*। (৪) এখানে অপরাধীর ব্যক্তিগত পরিচয় নয় বরং অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী বিচার হয়। আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখম সমূহের বদলে যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সেটি তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। বস্তুত যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারাই যালেম' *(মায়েদাহ ৫/৪৫)*। তিনি বলেন, 'চোর পুরুষ হৌক বা নারী হৌক তার হাত কেটে দাও তার কৃতকর্মের ফল স্বরূপ। আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এটাই তার দণ্ড। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়'। 'অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘনের পর তওবা করে ও সংশোধিত হয়, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(মায়েদাহ ৫/৩৮-৩৯)*। কুরায়েশ নেতা আবু জাহলের সম্ভ্রান্ত মাখযূম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরির আসামী হয়। তাকে বাঁচানোর জন্য নেতাদের পক্ষে নাতি উসামা বিন যায়েদকে দিয়ে সুফারিশ করানো হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি আমার নিকট আল্লাহর দন্ডবিধির ব্যাপারে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি খুৎবা দিয়ে বলেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মত ধ্বংস হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের মধ্যেকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল শ্রেণীর লোক চুরি করত, তখন তাকে দণ্ড দিত। আল্লাহর কসম! যদি আজ মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬১০)*।

(৫) ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত' *(নিসা ৪/১৩৫)*।

(৬) এখানে পরকালীন মুক্তির আশ্বাস দিয়ে অপরাধীকে সংশোধন ও তাকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। সেকারণ অপরাধী নিজে তার শাস্তি চেয়ে নেয়। যেমন মা'এয আসলামী ও গামেদী মহিলাকে তাদের স্বীকারোক্তিতে প্রদত্ত রজমের ঘটনা *(মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬৫)*।

বর্তমানে মানবতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে উস্কানিদাতা হিসাবে প্রধানত দায়ী হ'ল, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকা এবং ইসলামী দণ্ডবিধি সমূহের প্রয়োগ না থাকা। এর বাইরে আরো প্রভাব বিস্তার করছে মিডিয়ার অপসংস্কৃতি, জুয়া, মাদক, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অভাব, অফিস-আদালতে ব্যাপক ঘুষ ও দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়া। এগুলি দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছা অত্যন্ত যরূরী। সমাজনেতাদেরকে এবং সরকারকে অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, দল ও সরকার এক বিষয় নয়। দল কেবল দলের, কিন্তু সরকার তো সবার। তাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের আল্লাহভীরুতা নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রতি পদে পদে আল্লাহ তাকে দেখছেন ও তার কথা শুনছেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। *[বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]*

রিয়া-র বিধিবিধান

-ড. নূরুল ইসলাম

ভূমিকা :

ইসলামে কোনো আমলের বাহ্যিক সৌন্দর্য বা পরিমাণের চেয়ে তার অন্তর্নিহিত নিয়ত ও ইখলাছ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইখলাছ ইবাদতের রূহ বা প্রাণসত্তা। শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, اِعْلَمْ أَنَّ الْإِخْلَاصَ لِلَّهِ أَسَاسُ الدِّينِ وَرُوحُ التَّوْحِيدِ وَالْعِبَادَةِ. 'জেনে রাখুন! আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠতা (ইখলাছ) হল দ্বীনের ভিত্তি, তাওহীদের প্রাণ এবং ইবাদতের আত্মা'।[১]

ইখলাছ হল, বান্দার সকল ইবাদত ও সৎকর্মে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করা, আর এর বিপরীত হল রিয়া–মানুষের প্রশংসা, সম্মান বা মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে আমল করা। রিয়া এমন এক অন্তরব্যাধি, যা নিঃশব্দে মানুষের নেক আমলকে গ্রাস করে এবং আল্লাহ্র নিকট তার মর্যাদাকে নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে রিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন এবং একে 'শিরকে আছগার' বা ছোট শিরক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

মানুষের আত্মশুদ্ধি, আমলের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের জন্য রিয়ার বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ অত্যন্ত যরূরী। কারণ যে ব্যক্তি রিয়ার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে, সে নিজের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয় এবং আমলকে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ করার প্রয়াস পায়। তাই ইসলামী জীবনব্যবস্থায় রিয়ার বিধিবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রিয়া-র বিধান :

রিয়া অকাট্যরূপে হারাম। এব্যাপারে কোন মতভেদ নেই।[২] ইমাম নববী (রহঃ) 'রিয়াযুছ ছালেহীন' গ্রন্থে রিয়া হারাম হওয়ার দলীল হিসাবে তিনটি আয়াত *(বাইয়িনাহ ৫; বাক্বারাহ ২৬৪; নিসা ১৪২)* এবং ৫টি হাদীছ নিয়ে এসেছেন।[৩] এটি শিরক । ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَالرِّيَاءُ كُلُّهُ شِرْكٌ. 'রিয়া সম্পূর্ণটাই শিরক'।[৪] তবে তা শিরকে আছগার বা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[৫] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) শিরকে আছগারের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, وَأَمَّا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَكَيَسِيرِ الرِّيَاءِ. 'পক্ষান্তরে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত হল অল্প পরিমাণ রিয়া বা লৌকিকতা'।[৬] কখনো কখনো এটি শিরকে আকবার বা বড় শিরকে পরিণত হতে পারে। শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, وَالرِّيَاءُ يَسِيرُهُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ، وَكَثِيرُهُ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. 'অল্প পরিমাণ রিয়া ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত আর বেশী পরিমাণ বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত'।[৭]

রিয়ামিশ্রিত ইবাদতের বিধান :

লৌকিকতা প্রত্যেক ইবাদতের জন্য এক মহাবিপদ। এর গুনাহ ও অপরাধের মাত্রাও ভিন্ন ভিন্ন হয়, যে ইবাদতের মাধ্যমে রিয়া করা হচ্ছে তার মর্যাদার তারতম্য অনুযায়ী। সুতরাং যে ইবাদত যত বেশী মর্যাদাপূর্ণ, তা নিয়ে রিয়া করা তত বেশী গুনাহের কারণ। কারণ রিয়া হল ইবাদত বিনষ্টকারী ঘাতক ব্যাধি। আর অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়কে নষ্ট করা, সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়কে নষ্ট করার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট ও জঘন্য।[৮]

ইবাদতের সাথে রিয়া মিশ্রিত হলে তার তিনটি অবস্থা রয়েছে।

প্রথম অবস্থা : মূল ইবাদতে রিয়া চলে আসা। অর্থাৎ ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে দেখানো ও তাদের প্রশংসা লাভ। যেমন: কেউ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং মানুষকে দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করে। মুনাফিকদের ছালাতের অবস্থা এরকম। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا 'যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*।

ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) এ ধরনের রিয়াকে رِيَاءٌ مَحْضٌ বা খাঁটি/নিখাদ রিয়া হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, 'এই খাঁটি রিয়া সাধারণত কোন মুমিনের পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়ামের মতো ফরয ইবাদতে প্রকাশ পায় না। কখনো কখনো এটি ওয়াজিব ছাদাক্বা বা হজ্জ এবং এ জাতীয় প্রকাশ্য আমলের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে পারে। অথবা এমন আমলের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে পারে যার কল্যাণ অন্যদের কাছে পৌঁছে। কারণ এ ধরনের আমলে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ'।[৯]

আল-হারিছ আল-মুহাসিবী (১৭০-২৪৩হি.) একে الرِّيَاءُ الأَعْظَمُ وَالأَشَدُّ বা বড় ও গুরুতর রিয়া হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, وَإِنَّمَا الْوَجْهُ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ الرِّيَاءِ وَأَعْظَمُهُ: إِرَادَةُ الْعَبْدِ الْعِبَادَ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يُرِيدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ. 'রিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ও গুরুতর রূপ হল, বান্দা মহান

১. *শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী, আল-কাওলুস সাদীদ শারহু কিতাবিত তাওদীদ, পৃ. ২১৯।*
২. *তাকিউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-বারকূবী আল-হানাফী, রিসালাতু ইনকাযিল হালিকীন, পৃ. ৫৯।*
৩. *ইমাম নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬১৬-১৬২০।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৩৩।*
৫. *আহমাদ হা/২৩৬৮০; ছহীহুল জামে হা/১৫৫৫; ছহীহ তারগীব হা/৩২, ৩৫।*
৬. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ১/২৮১।*
৭. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ২য় সংস্করণ, ১৪২৭হি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮।*
৮. *ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম, আল-কাওয়াইদ আল-কুবরা (দামেশক : দারুল কলম), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮।*
৯. *ইবনু রজব হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, তাহকীক্ব : শু'আইব আরনাউত্ব ও ইবরাহীম বাজিস (রিয়াদ : দারাতুল মালিক আব্দুল আযীয, ৯ম মুদ্রণ, ২০০২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯, ১ম হাদীছের ব্যাখ্যা দ্র.।*

আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা কামনা করে। কিন্তু এর দ্বারা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে না'।[১০] শায়খ বিন বায (রহঃ) এ ধরনের রিয়াকে رِيَاءٌ أَكْبَرُ বা 'বড় রিয়া' হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন, وَهُوَ رِيَاءُ الْمُنَافِقِينَ، وَأَهْلُهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. 'এটি মুনাফিকদের রিয়া। এ ধরনের রিয়াকারীরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে'।[১১]

এরূপ রিয়ামিশ্রিত আমলের বিধান সম্পর্কে ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, وَهَذَا الْعَمَلُ لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ أَنَّهُ حَابِطٌ، وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ الْمَقْتَ مِنَ اللَّهِ وَالْعُقُوبَةَ. 'এ ধরনের আমল যে বিনষ্টকারী ও সম্পূর্ণরূপে বাতিল-এ বিষয়ে কোন মুসলিমেরই সন্দেহ নেই। এমন আমলকারীর উপর আল্লাহ্র ক্রোধ, অসন্তোষ ও শাস্তি উপযুক্ত হয়ে যায়'।[১২]

ইবনু কুদামা মাকদেসী বলেন, أَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الرِّيَاءَ فَهُوَ عَلَى صَاحِبِهِ لَا لَهُ، وَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ، كَمَا أَنَّ الْعَمَلَ الْخَالِصَ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى سَبَبٌ لِلثَّوَابِ. وَلَا إِشْكَالَ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ. 'আর যে আমলের উদ্দেশ্যই শুধু লোক দেখানো, তা আমলকারীর পক্ষে নয়; বরং তার বিরুদ্ধেই যায়। এটি শাস্তির কারণ। যেমন একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে সম্পাদিত আমল ছওয়াবের কারণ। এই দুই প্রকার আমলের ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই'।[১৩]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, فَهَذَا شِرْكٌ، وَالْعِبَادَةُ بَاطِلَةٌ. 'এটি শিরক আর ইবাদত বাতিল'।[১৪]

দ্বিতীয় অবস্থা : ইবাদত পালনের সময় যদি রিয়া এতে শরীক হয়ে যায় অর্থাৎ শুরুতে ইবাদত আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ ছিল, পরে ইবাদতের মাঝে রিয়া এসে পড়ল। এক্ষেত্রে যদি ইবাদতের প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহলে প্রথম অংশ ছহীহ (শুদ্ধ) হবে এবং শেষ অংশ বাতিল হবে। যেমন, একজন ব্যক্তি একশত টাকা দান করার ইচ্ছা পোষণ করল। সে পঞ্চাশ টাকা খাঁটি ইখলাছের সাথে দান করল। আর বাকী পঞ্চাশ টাকা দান করল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। এক্ষণে প্রথম পঞ্চাশ টাকা দানের ছওয়াব সে পাবে। আর দ্বিতীয় পঞ্চাশ টাকা দানের ছওয়াব বাতিল বলে গণ্য হবে।

আর যদি ইবাদতের শেষ অংশ প্রথম অংশের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে তার দু'টি অবস্থা রয়েছে-

ক. যদি ব্যক্তি রিয়াকে প্রতিহত করে এবং তার দিকে ঝুঁকে না পড়ে; বরং তাকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তা অপছন্দ করে, তাহলে এতে তার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ নবী (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের অন্তরে উদিত কুমন্ত্রণা ও চিন্তাগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে'।[১৫]

উদাহরণ : একজন ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইখলাছের সাথে দুই রাক'আত ছালাত শুরু করল। দ্বিতীয় রাক'আতে তার মনে রিয়ার অনুভূতি এলো, কিন্তু সে তা প্রতিহত করতে লাগল। এতে তার কোন ক্ষতি হবে না এবং তার ছালাতেও কোন প্রভাব ফেলবে না (ছালাত শুদ্ধ হবে)।

খ. যদি সে এই রিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তা প্রতিহত না করে, তাহলে তার পুরো ইবাদত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ইবাদতের শেষ অংশ প্রথম অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ও তার উপর ভিত্তিশীল।

উদাহরণ : একজন ইখলাছের সাথে দুই রাক'আত ছালাত শুরু করল। দ্বিতীয় রাক'আতে কারো দৃষ্টি তার উপর পড়েছে অনুভব করে তার মনে রিয়ার উদ্রেক হল, আর সে এতে সন্তুষ্ট হয়ে গেল ও তার প্রতি ঝুঁকে পড়ল। ফলে তার পুরো ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তৃতীয় অবস্থা : ইবাদত শেষ হওয়ার পর যদি রিয়ার কিছু অনুভূতি আসে, তাহলে তা ইবাদতের কোন ক্ষতি করবে না। তবে যদি এর মধ্যে অন্যের প্রতি যুলুম থাকে- যেমন দান করার পর খোঁটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া- তাহলে এই অন্যায়ের গুনাহ ছাদাক্বার ছওয়াবের মোকাবিলায় দাঁড়াবে এবং তা বাতিল করে দিবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করোনা। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করেনা। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'ল ও তাকে ধুয়ে ছাফ করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা উপার্জন করে, তা থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।[১৬]

---

১০. আল-হারিছ বিন আসাদ আলি-মুহাসিবী, আর-রিয়া (দামেশক : দারু কালিমাত, ১৪৪৬ হি./২০২৫ খ্রি.), পৃ. ২১।
১১. শায়খ বিন বায, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন (বৈরুত : দারু কুরতুবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪৪০ হি. ২০১৯ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।
১২. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৭৯।
১৩. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ৩৬৭।
১৪. শায়খ উছায়মীন, আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ, পৃ. ৪৪৯।
১৫. বুখারী হা/৬৬৬৪; মুসলিম হা/১২৭।
১৬. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৭৯-৮৩; আল-কাওলুস সাদীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ, পৃ. ২১৯-২২০; আল-কাওলুল মুফীদ, পৃ ৪৪৯-৪৫০।

মানুষ তার ইবাদতের কথা জেনে গেছে দেখে যদি সে আনন্দিত হয়, তাহলে তা রিয়া নয়। কারণ এই অনুভূতি ইবাদত শেষ হওয়ার পরে এসেছে। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) সূরা মাঊনের ৬নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لِلَّهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، أَنَّ هَذَا لَا يُعَدُّ رِيَاءً. 'কোন মানুষ যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোন আমল করে, অতঃপর মানুষ তা জেনে ফেলে এবং এতে সে আনন্দিত হয়, তবে এটিকে রিয়া হিসাবে গণ্য করা হবে না'।[১৭]

ইবনু কুদামা মাকদেসী বলেন, فَإِنْ وَرَدَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ سُرُورٌ بِالظُّهُورِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارٍ مِنْهُ، فَهَذَا لَا يُحْبِطُ الْعَمَلَ، لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ عَلَى نَعْتِ الْإِخْلَاصِ، فَلَا يَنْعَطِفُ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، لَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يَتَكَلَّفْ هُوَ إِظْهَارَهُ وَالتَّحَدُّثَ بِهِ. 'যদি ইবাদত শেষ হওয়ার পর মানুষের কাছে প্রকাশ পাওয়ার কারণে তার মনে আনন্দানুভূতি সৃষ্টি হয়- যা সে নিজে প্রকাশ বা প্রচার করেনি- তাহলে তা আমলকে বাতিল করে না। কারণ আমলটি তো ইখলাছের সাথেই সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং পরে উদ্ভূত বিষয় তার উপর প্রভাব ফেলবে না; বিশেষত যখন সে নিজে তা প্রকাশ বা প্রচারের চেষ্টা করেনি'।[১৮]

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির নিজে সৎকর্ম করতে পেরে অন্তরে আনন্দ অনুভব করাও রিয়া নয়; বরং এটি তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। নবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ 'যার নেক কাজ তাকে আনন্দিত করে এবং গুনাহ তাকে কষ্ট দেয়, সেই মুমিন'।[১৯]

এ ব্যাপারে নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. 'এটাই হলো মুমিনের জন্য দুনিয়াতেই প্রাপ্ত অগ্রিম সুসংবাদ'।[২০]

লৌকিকতার ভয়ে আমল পরিত্যাগের বিধান :

কিছু মানুষ সৎকর্মে অভ্যস্ত থাকে। কিন্তু কখনো তার মনে রিয়ার আশংকা জাগে। ফলে সে এই আশংকার ভয়ে ইবাদত বা নেক আমল ছেড়ে দেয়। অথবা কোন মানুষ দেখছে এই কারণেই সে সৎকাজ পরিত্যাগ করে। অথচ এ ধরনের চিন্তা ভুল। ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, تَرْكُ الْعَمَلِ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ، وَالْعَمَلُ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ، وَالْإِخْلَاصُ أَنْ يُعَافِيَكَ اللَّهُ مِنْهُمَا. 'মানুষের কথা ভেবে আমল ত্যাগ করা রিয়া আর মানুষের জন্য আমল করা শিরক। পক্ষান্তরে প্রকৃত ইখলাছ হল, আল্লাহ তোমাকে এ উভয় ব্যাধি থেকে হেফাযত করুন'।[২১]

এই উক্তি সম্পর্কে সঊদী স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ড বলেন, 'মানুষের জন্য আমল করা শিরক- তাঁর এই বক্তব্য সঠিক। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই খালিছভাবে সম্পাদন করতে হবে এবং রিয়া হারাম। নবী (ছাঃ) রিয়াকে শিরকে আছগার বা ছোট শিরক নামে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যেসব বিষয়কে ভয় করেন তার মধ্যে রিয়া সবচেয়ে বেশী ভীতিকর। আর 'মানুষের কথা ভেবে আমল ত্যাগ করা রিয়া'- একথাটি সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়; বরং এটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এ ব্যাপারে মূল বিবেচ্য হল নিয়ত। কেননা নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে'।[২২] একই সাথে সকল আমলের ক্ষেত্রে শরী'আতের অনুসরণের বিষয়টিও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য। কারণ নবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২৩]

সুতরাং কেউ যদি এমন কোন আমল ছেড়ে দেয় যা তার জন্য আবশ্যক নয় এ আশংকায় যে, মানুষ তাকে এমনভাবে ধারণা করবে যা তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাহলে তা রিয়া নয়; বরং এটি শরী'আতসম্মত প্রজ্ঞা ও কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে কেউ যদি কিছু নফল ইবাদত কিছু মানুষের সামনে এ কারণে ছেড়ে দেয় যে, তারা তার এমন প্রশংসা করবে যা তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, অথবা সে নিজের ব্যাপারে ফিতনার আশংকা করে- তাহলে সেটিও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ওয়াজিব আমল কোন শারঈ ওযর ছাড়া ত্যাগ করার অনুমতি নেই'।[২৪]

রিয়ায় নিপতিত হওয়ার আশংকায় আমল পরিত্যাগ শয়তানী চক্রান্ত ও ফাঁদ। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী বলেন, لِإِبْلِيسَ فِي ذَمِّ الرِّيَاءِ حِبَالَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُبَّ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ خَيْرٍ مَخَافَةَ أَنْ يُظَنَّ بِهِ الرِّيَاءُ، فَإِذَا أَطْرَقَكَ مِنْهُ هَذَا فَامْضِ عَلَى فِعْلِكَ، فَهُوَ شَدِيدُ الْأَلَمِ عَلَيْهِ. 'রিয়ার নিন্দার মধ্যেও ইবলীসের একটি ফাঁদ রয়েছে। তা হল, অনেক মানুষ রিয়াকার আখ্যায়িত হওয়ার ভয়ে ভাল কাজ ছেড়ে দেয়। সুতরাং তোমার মনেও যদি শয়তানের পক্ষ থেকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা আসে, তবে তুমি তোমার সৎকর্ম চালিয়ে যাও। কারণ এটি ইবলীসের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক'।[২৫]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَمَنْ نَهَى عَنْ أَمْرٍ مَشْرُوعٍ بِمُجَرَّدِ زَعْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ رِيَاءٌ، فَنَهْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ مِنْ

---

১৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৮/৪৬৫।*
১৮. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২১।*
১৯. *আহমাদ হা/২২২২০; তিরমিযী হা/২১৬৫।*
২০. *মুসলিম হা/২৬৪২।*
২১. *শু'আবুল ঈমান হা/৬৮৭৯; মু'জামুত তাওহীদ ২/২৭৯।*
২২. *বুখারী হা/১।*
২৩. *বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮।*
২৪. *ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৭৬৮-৬৯, ফৎওয়া নং ৩৪১৯।*
২৫. *ইবনু হাযম আন্দালুসী, আল-আখলাক ওয়াস সিয়ার, তাহকীক্ব : ইফা রিয়ায (বৈরূত : দারু ইবনি হাযম, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৮০।*

وُجُوهٍ. ‘যে ব্যক্তি কেবল এই ধারণায় কোন শরী‘আতসম্মত কাজ থেকে নিষেধ করে যে, তা রিয়া- তার এ নিষেধাজ্ঞা কয়েকটি দিক থেকে প্রত্যাখ্যাত’।

১. রিয়ার আশংকায় শরী‘আতসম্মত আমলগুলো থেকে নিষেধ করা হয় না; বরং সেগুলো সম্পাদন করতে এবং তাতে ইখলাছ বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ... কারণ শরী‘আতসম্মত কাজ প্রকাশ না করার ক্ষতি, তা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার ক্ষতির চেয়েও বড়। যেমন ঈমান ও ছালাত প্রকাশ না করার ক্ষতি, তা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার ক্ষতির চেয়ে অধিক ভয়াবহ। কারণ নিষেধাজ্ঞা তো তখনই প্রযোজ্য হয়, যখন ঐ কাজটি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার মধ্যে ক্ষতি থাকে।

২. নিষেধ ঐ বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হয়, শরী‘আত যেটিকে অপসন্দ করেছে। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ. ‘নিশ্চয়ই আমি মানুষের বুক চিরে দেখতে আদিষ্ট হইনি’।[২৬]

৩. এ ধরনের ধারণাকে বৈধ মনে করলে এর পরিণতি হবে- শিরক ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকেরা যখনই কোন দ্বীনদার ও সৎ মানুষকে কোন শরী‘আতসম্মত ও সুন্নাহসম্মত কাজ প্রকাশ্যে করতে দেখবে, তখনই বলবে, সে রিয়া করছে। ফলে সত্যবাদী ও মুখলিছ ব্যক্তিরা মানুষের নিন্দা ও কটূক্তির ভয়ে শরী‘আতসম্মত কাজ প্রকাশ করা ছেড়ে দিবে। এতে কল্যাণমূলক কাজ স্থবির হয়ে পড়বে আর শিরকপন্থীরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তারা প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করবে অথচ কেউ তাদের বাধা দেবে না। এটি বড় ধরনের অনিষ্টের শামিল।

৪. এ ধরনের আচরণ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তারা শরী‘আতসম্মত আমল প্রকাশকারীদের দোষারোপ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ‘যারা স্বেচ্ছায় ছাদাকা দানকারী মুমিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে ঠাট্টা করে, আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(তওবা ৯/৭৯)*।[২৭]

আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُوْ عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً فَنَزَلَتْ (الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) الآيَةَ. ‘(তাবুক যুদ্ধের দিন) যখন আমাদের ছাদাকা করার নির্দেশ দেওয়া হল, তখন আমরা কষ্ট করে (উপার্জন করে) ছাদাকা দিতাম। এমন সময় আবু আকীল অর্ধ ছা পরিমাণ দান নিয়ে এলেন। আরেকজন ব্যক্তি তার চেয়ে বেশী দান নিয়ে এলেন। তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ তো এ ব্যক্তির এই সামান্য ছাদাকার মুখাপেক্ষী নন। আর অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে বলল, ‘সে তো শুধু লোক দেখানোর জন্যই তা করেছে’। তখন উক্ত আয়াতটি *(তওবা ৯/৭৯)* নাযিল হল।[২৮]

ইমাম নববী (রহঃ) রিয়ার আশংকায় আমল পরিত্যাগের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন, ثُمَّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ مَعَ الْقَلْبِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِ الرِّيَاءُ، بَلْ يَذْكُرُ بِهِمَا جَمِيعًا وَيَقْصِدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى... وَلَوْ فَتَحَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مُلَاحَظَةِ النَّاسِ، وَالِاحْتِرَازِ مِنْ تَطَرُّقِ ظُنُونِهِمُ الْبَاطِلَةِ، لَانْسَدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَبْوَابِ الْخَيْرِ، وَضَيَّعَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا عَظِيمًا مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ، وَلَيْسَ هَذَا طَرِيقَ الْعَارِفِينَ. ‘রিয়াকার মনে করার আশংকায় অন্তরসহ জিহ্বার যিকির ত্যাগ করা উচিত নয়; বরং উভয়ভাবেই যিকির করবে এবং এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য রাখবে। ... মানুষ যদি সবসময় লোকদের দৃষ্টি ও তাদের ভ্রান্ত ধারণার ভয় করতে থাকে এবং তা থেকে বাঁচতে সচেষ্ট হয়, তবে তার জন্য কল্যাণের অধিকাংশ দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে। সে দ্বীনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। আর এটি আল্লাহওয়ালাদের পথ নয়’।[২৯]

ইবনু কুদামা মাকদেসী (রহঃ) বলেন, ‘যদি কোন আমলের পিছনে দ্বীনী উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে সে আমল ছেড়ে দেওয়াই উচিত। কারণ তা গুনাহের কাজ। আর গুনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই। আর যদি ঐ আমলের প্রেরণা হয় দ্বীন এবং তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করা হয়, তাহলে সেই আমল ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা এর মূল প্রেরণাই হল দ্বীন। অনুরূপভাবে কেউ যদি রিয়াকার আখ্যায়িত হওয়ার ভয়ে আমল ছেড়ে দেয়, তাহলেও তা করা উচিত নয়। কারণ এটি শয়তানের কুমন্ত্রণার অন্তর্ভুক্ত’।[৩০]

হারিছ বিন কায়েস বলেন, إِذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ فَعَجِّلْهُ وَإِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ تُرَائِي، فَزِدْهَا طُولًا ‘তুমি যখন কোন কল্যাণকর কাজের সংকল্প করো, তখন তা দ্রুত সম্পন্ন করো। আর যখন শয়তান এসে বলে, তুমি তো রিয়া (লোক দেখানো) করছ, তখন সেই ইবাদতকে আরও দীর্ঘ করো’।[৩১]

কতিপয় মূর্খ ব্যক্তি লৌকিকতার ভয়ে দাড়ি ছোট বা মুণ্ডন করে। তারা বলে, দাড়িওয়ালা তার দাড়ি দ্বারা নিজেকে

২৬. *বুখারী হা/৪৩৫১; মুসলিম হা/১০৬৪।*
২৭. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/১৭৪।*
২৮. *বুখারী হা/৪৬৬৮।*
২৯. *ইমাম নববী, আল-আযকার (জেদ্দা : দারুল মিনহাজ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪৩৩হি./২০১২খ্রি.), পৃ. ৩৭-৩৮।*
৩০. *মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২৫।*
৩১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/ ৮৪৪৩*

ঈমানদার ও ভাল মানুষ হিসাবে যাহির করে। যা তাদের ভাষায় সুস্পষ্ট রিয়া বা লৌকিকতা। এ লৌকিকতা থেকে বাঁচার জন্যই আমরা দাড়ি ছাটি বা কামাই। এটি ভ্রান্ত যুক্তি ও দাড়ি না রাখার খোঁড়া অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়। অথচ হাদীছে সুস্পষ্টভাবে দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ও মুণ্ডন না করার কথা বলা হয়েছে।[৩২]

শায়খ উছায়মীন (রহঃ) তাইতো বলেন, فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنَ الرِّيَاءِ، وَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ تَرْكِ الْعِبَادَةِ خَوْفًا مِنَ الرِّيَاءِ. 'সুতরাং রিয়া থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকো, অত্যন্ত সতর্ক থাকো আবার রিয়ার ভয়ে ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারেও অত্যন্ত সতর্ক থাকো, অত্যন্ত সতর্ক থাকো'।[৩৩]

যেসব বিষয় রিয়া-র অন্তর্ভুক্ত নয় :

কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোকে মানুষ রিয়া মনে করে অথচ সেগুলো রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল–

১. বান্দার সৎকর্মের প্রশংসা করা :

কোন মানুষ যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে অতঃপর মানুষ তা জেনে যায়। অথচ সে নিজে সেটি প্রকাশ বা প্রচার করতে চায়নি। এতে আমলকারীর মনে আনন্দানুভূতির উদ্রেক হলে এবং মানুষ তার আমলের প্রশংসা করলে সেটি রিয়া হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এক্ষেত্রে মানুষের প্রশংসা লাভ তার প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ও তার জন্য আগাম সুসংবাদ বলে বিবেচিত হবে।[৩৪] মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. 'বল, আল্লাহ্র এই দান ও তার অনুগ্রহের কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এটি সবকিছু থেকে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করে' *(ইউনুস ১০/৫৮)*।

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মতামত কী যে সৎকর্ম করে এবং এজন্য মানুষ তার প্রশংসা করে? অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এজন্য মানুষ তাকে ভালোবাসে। তিনি বললেন, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. 'এটি মুমিনের জন্য নগদ সুসংবাদ'।[৩৫]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, 'আলেমগণ বলেছেন, এর অর্থ হ'ল মানুষের পক্ষ থেকে কোন নেককার বান্দার প্রশংসা হওয়া তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক অগ্রিম সুসংবাদ। এটি এ কথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাকে ভালবাসেন। ফলে আল্লাহ তাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলেন, যেমনটি পূর্বে (২৬৩৭নং) হাদীছে এসেছে। অতঃপর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন। এসবই তখন হবে, যখন মানুষ তার প্রশংসা করবে তার পক্ষ থেকে প্রশংসা পাওয়ার কোন চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই। কিন্তু যদি সে মানুষের প্রশংসা কামনা করে, তবে তা হবে নিন্দনীয়'।[৩৬]

এভাবেই মুখলিছ ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রশংসা অপসন্দ করে এবং তা থেকে পালায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন। এটি কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহেই সম্ভব হয়। এতে বান্দা আল্লাহ্র অনুগ্রহ দেখে আনন্দিত হয়। পক্ষান্তরে রিয়াকারী গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করার জন্য ভালো-মন্দ নানা উপায়ে চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু তার মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। বরং আল্লাহ মানুষের কাছে তার স্বরূপ উন্মোচন করে দেন, তাকে অপমানিত করেন এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত করেন।[৩৭]

২. সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান :

নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পোষাক এবং জুতা-স্যাণ্ডেল পরিধান করা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এক্ষেত্রে অহংকার ও অপচয় থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ. 'তোমরা খাও, পান করো, দান-ছাদাকা করো এবং পোষাক পরিধান করো- যতক্ষণ না তাতে অপচয় ও অহংকারের ছোঁয়া থাকে'।[৩৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। তখন এক ব্যক্তি বলল, মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড় সুন্দর হোক এবং তার জুতা সুন্দর হোক। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। অহংকার হ'ল, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা'।[৩৯] অন্য হাদীছে এসেছে, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার উপর তার নে'মতের সৌন্দর্য ও প্রভাব দেখতে পছন্দ করেন'।[৪০]

উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী, অনলবর্ষী বাগ্মী ও বিশ্ববরেণ্য ধর্মতাত্ত্বিক আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর অত্যন্ত দামী জামা, জুতা ও চশমা পরিধান করতেন।

---

৩২. মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আ'মালুল কুলূব, পৃ. ৪৫১।
৩৩. শায়খ উছায়মীন, শারহু রিয়াযিহ ছালেহীন ৬/৩৪২।
৩৪. তাফসীর ইবনে কাছীর ৮/৪৬৫, মাঊন ৬ আয়াতের তাফসীর দ্র.; মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২১।
৩৫. মুসলিম হা/২৬৪২; ইবনু মাজাহ হা/৩৪২৩।
৩৬. আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম হা/২৬৪২-এর ব্যাখ্যা দ্র.।
৩৭. সালীম আল-হেলালী, আর-রিয়া, পৃ. ৫৪।
৩৮. নাসাঈ হা/২৫৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫, হাদীছ হাসান।
৩৯. মুসলিম হা/৯১।
৪০. তিরমিযী হা/২৮১৯, হাসান ছহীহ।

এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করতেন- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ‘অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর’ *(যোহা ১১)*।[৪১]

৩. ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করা :

স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হল, مَبْنَى الشَّعَائِرِ عَلَى الْإِشْهَارِ وَالْإِظْهَارِ دُونَ الْإِخْفَاءِ. ‘ইসলামের প্রতীক ও নিদর্শনসমূহের ভিত্তি হল সেগুলোকে প্রকাশ ও প্রচার করা; গোপন রাখা নয়’। এজন্য ইসলামে এমন কিছু ইবাদত রয়েছে, যেগুলো গোপন করা সম্ভব নয়। যেমন: হজ্জ, ওমরা, জুম‘আ, জামা‘আত, জিহাদ ইত্যাদি। এগুলো প্রকাশ করার মাধ্যমে বান্দা রিয়াকারী হিসাবে গণ্য হয় না। কেননা ফরয আমলগুলোর দাবী হল, সেগুলো ঘোষণা দেওয়া ও প্রচার করা। এসকল আমল দ্বীনের প্রতীক ও ইসলামের নিদর্শন। উপরন্তু এ আমলগুলো পরিত্যাগকারী নিন্দা, তিরস্কার ও ঘৃণার যোগ্য। তাই কুধারণা দূর করার জন্য এগুলো প্রকাশ করা যরূরী।[৪২]

৪. পাপ গোপন রাখা :

পাপ গোপন রাখা এবং সে সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা রিয়া নয়। বরং ইসলামে নিজেদের ও অন্যদের দোষ গোপন রাখার নির্দেশনা রয়েছে। কিছু মানুষ মনে করে, অপরাধ প্রকাশ করা যরূরী, যাতে সে মুখলিছ বান্দা বলে গণ্য হতে পারে। এটি ভুল ধারণা ও শয়তানী ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা পাপের কথা বলে বেড়ানো মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৪৩] মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ‘নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না’ *(নূর ২৪/১৯)*।

৫. সৎকর্মশীল বান্দাদের সংস্পর্শে ইবাদতের স্পৃহা বৃদ্ধি :

কেউ কেউ কখনো কোন উদ্যমী ইবাদতকারীকে দেখে এবং সৎকর্মপরায়ণ ও মুখলিছ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে সৎকর্ম ও ইবাদতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা রিয়া বা লৌকিকতা নয়। এগুলো আমলকারীর সংকল্পকে দৃঢ় করে এবং তার অন্তরে কর্মস্পৃহা ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি করে। ইবনু কুদামা মাকদেসী (রহঃ) এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘কখনো একজন ব্যক্তি তাহাজ্জুদগুযারদের সাথে রাত যাপন করে। তারা রাতের অধিকাংশ সময় জুড়ে তাহাজ্জুদ ছালাতে নিমগ্ন থাকে। অথচ তার নিজের অভ্যাস হল অল্প সময় ক্বিয়াম করা। কিন্তু তাদের সঙ্গ পেয়ে সেও অধিক সময় ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়। অথবা তারা ছিয়াম পালন করে। তাই সেও ছিয়াম রাখে। তাদের সঙ্গ না পেলে হয়তো তার মাঝে এধরনের উদ্যম সৃষ্টি হতো না। এ অবস্থাকে কেউ কেউ রিয়া মনে করতে পারে। অথচ এটা মোটেও রিয়া নয়’।[৪৪]

উপসংহার :

রিয়া এমন একটি মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি, যা মানুষের আমলের প্রাণশক্তি তথা ইখলাছকে ধ্বংস করে দেয় এবং আখিরাতের সফলতাকে বিপন্ন করে। বাহ্যিকভাবে নেক আমল যতই সুন্দর ও প্রশংসনীয় হোক না কেন, যদি তার অন্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিবর্তে মানুষের সন্তুষ্টি বা প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে সেই আমল আল্লাহ্র নিকট মূল্যহীন। এ কারণে সালাফে ছালেহীন রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতেন এবং সর্বদা নিজেদের নিয়ত পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন।

অতএব, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হল, আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পর্যবেক্ষণ করা, আমলের উদ্দেশ্যকে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ করা, রিয়ার ভয়ে আমল পরিত্যাগ না করা এবং রিয়া থেকে আশ্রয় চেয়ে সর্বদা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা। ইখলাছই আমল কবুল হওয়ার চাবিকাঠি এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে রিয়া ও সকল প্রকার অন্তরব্যাধি থেকে হেফাযত করুন, আমলসমূহকে খাঁটি ইখলাছের সঙ্গে সম্পাদনের তাওফীক দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার অধিকারী করুন! আমীন!!

৪১. নূরুল ইসলাম, ইহসান ইলাহী যহীর (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৫খ্রি.), পৃ. ৭০।

৪২. সালীম আল-হেলালী, আর-রিয়া, পৃ. ৫৮।

৪৩. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২৪; মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, আ‘মালুল কুলূব, পৃ. ৪৭।

৪৪. মুখতাছার মিনহাজুল কাছেদীন, পৃ. ২২৫।

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

দল ও জনগণ ছাড়াও সবার উর্ধে আল্লাহ্র নিকটে তাকে কৈফিয়ত দেয়ার মানসিকতা রাখতে হবে। যেমন খলীফা ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, ‘যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি বকরীর বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি বিশ্বাস করি যে, সেজন্য আল্লাহ আমাকে ক্বিয়ামতের দিন প্রশ্ন করবেন’। অর্থাৎ শাসক প্রজাসাধারণের দ্বীন ও দুনিয়ার পাহারাদার হবেন। এজন্য মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হ’তে হবে। মিডিয়াকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য করতে হবে। পরিবার ও সমাজে ইসলামী নৈতিকতা বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। পশ্চিমা দাসত্ব পরিত্যাগ করে দেশে বিচার বিভাগের মাধ্যমে ইসলামী দণ্ডবিধি সমূহ প্রয়োগ করতে হবে। সূদী অর্থনীতি বাতিল করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। যার বরকতে ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইয়ামন সহ ইসলামী খেলাফতের কোথাও যাকাত নেওয়ার মতো কোন হকদার খুঁজে পাওয়া যেত না *(দ্র. লেখক প্রণীত ‘যাকাত ও ছাদাক্বা’ বই পৃ. ১১, ৫৩ ও ১০৯)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন! *(স.স.)*।

গোপন পাপ থেকে বাঁচার উপায়

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

ভূমিকা :

পার্থিব জীবনের এই সফরে আমরা সবাই পরকালের যাত্রী। এই পথে শয়তান প্রতিনিয়ত আমাদের পদস্খলনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ফলে মানুষের সামনে আমাদের আমল-আখলাক্ব অনেকটা ভালো দেখালেও নির্জনে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ফুটে ওঠে। আর লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করার নামই হ'ল গোপন পাপ। গোপন পাপ হ'ল ঈমানের এক নীরব ঘাতক, যা উইপোকার মত আমাদের তিল তিল করে গড়ে তোলা নেক আমলগুলোকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে ধ্বংস করে দেয়। সেজন্য গোপন পাপের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের ঈমান ও আমলকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা গোপন পাপ থেকে পরিত্রাণের কার্যকরী কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

গোপন পাপ থেকে বাঁচার উপায় সমূহ

১. তাক্বওয়ার সাথে একাকীত্ব নিয়ন্ত্রণ করা :

বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে গোপন পাপের সবচেয়ে বড় ও সহজলভ্য হাতিয়ার হ'ল আমাদের হাতের স্মার্টফোন। দিনের আলোতে যে চোখ কুরআন তেলাওয়াত করে, রাতের অন্ধকারে সেই চোখই হয়তো হারাম দৃশ্যে আটকে যায়। একাকীত্বের সুযোগ পেলেই শয়তান আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। তাই একাকীত্বের মুহূর্তগুলোকে তাক্বওয়ার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। নির্জনে নিজেকে পাপমুক্ত রাখা কতটা কঠিন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেঈ (১৫০-২০৪হি./৭৬৭-৮২খ্রি.) বলেন, أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ: الْجُودُ مِنْ قِلَّةٍ، وَالْوَرَعُ فِي خَلْوَةٍ، وَكَلِمَةُ الْحَقِّ عِنْدَ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ، 'তিনটি আমল সবচেয়ে কঠিন। ১. অভাবের মধ্যেও দানশীলতা, ২. নির্জনে পরহেযগারিতা অবলম্বন করা এবং ৩. এমন ব্যক্তির সামনে সত্য কথা বলা, যার কাছ থেকে উপকারের আশা করা হয় কিংবা যার ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়'।[১]

নির্জনে আল্লাহ্র পর্যবেক্ষণের ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখাকে বলা হয় 'মুরাক্বাবা'। মুরাক্বাবা হ'ল হৃদয় জগতে সবসময় এই গভীর অনুভূতি জাগিয়ে রাখা যে, 'মহান আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং আমার যাবতীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন'। এই মুরাক্বাবা সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১ হি./১২৯২-১৩৫০ খ্রি.) বলেন, الْمُرَاقَبَةُ هِيَ التَّعَبُّدُ بِاسْمِهِ الرَّقِيبِ، الْحَفِيظِ، الْعَلِيمِ، السَّمِيعِ، الْبَصِيرِ، فَمَنْ عَقَلَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، وَتَعَبَّدَ بِمُقْتَضَاهَا: حَصَلَتْ لَهُ الْمُرَاقَبَةُ 'মুরাক্বাবা হ'ল আল্লাহ্র কয়েকটি গুণবাচক নামের দাবী অনুযায়ী ইবাদত করা। নামগুলো হ'ল– আর-রাক্বীব (সর্বদা পর্যবেক্ষণকারী), আল-হাফীয (সংরক্ষণকারী), আল-আলীম (সর্বজ্ঞ), আস-সামী' (সর্বশ্রোতা) এবং আল-বাছীর (সর্বদ্রষ্টা)। যে ব্যক্তি এসব নামের অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করবে এবং সেগুলোর দাবী অনুযায়ী নিজের ইবাদত ও জীবন পরিচালনা করবে, তার মধ্যেই প্রকৃত 'মুরাক্বাবা' অর্জিত হবে'।[২] সুতরাং যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাকে সর্বদা দেখছেন, তার ফিসফিসানি শুনছেন, তার প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন এবং তার প্রতিটি কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ করছেন, তার অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আল্লাহ্র উপস্থিতি ও সচেতনতা সৃষ্টি হবে। ফলে সে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

একটু বাস্তবতার নিরিখে চিন্তা করুন। আমরা রাস্তাঘাটে, শপিংমলে বা অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরা দেখলে নিজেদের আচরণ কতটা সংযত করি! কেউ যেন আমাদের ভুল ধরতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখি। ইন্টারনেটে বা স্মার্টফোনে কোন হারাম সাইটে প্রবেশ করার পর মানুষ প্রায়ই তার ডিভাইসের 'ব্রাউজিং হিস্ট্রি' ডিলিট করে ফেলে, যাতে পরিবারের কেউ তার এই গোপন বিচরণ সম্পর্কে জানতে না পারে। মানুষ ভাবে, সে হয়তো নিজেকে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলেছে। তার পাপের কথা কেউ জানল না। অথচ আমরা কতই না বোকা! আমরা ভুলে যাই পৃথিবীর বুক থেকে সকল হিস্ট্রি ডিলিট করা হ'লেও মহান আল্লাহ্র কাছে আমাদের আঙুলের প্রতিটি ক্লিক, চোখের প্রতিটি লোলুপ দৃষ্টি অবিকল সংরক্ষিত থাকছে। সেখান থেকে কিছুই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চোরাচাহনি এবং অন্তর সমূহ যা লুকিয়ে রাখে' *(মুমিন ৪০/১৯)*। ইমাম শাফেঈ (রহ.) কবিতায় বলেন,

إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ * خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْفُلُ سَاعَةً * وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِي عَلَيْهِ يَغِيبُ

غَفَلْنَا لَعَمْرُ اللهِ حَتَّى تَدَارَكَتْ * عَلَيْنَا ذُنُوبٌ بَعْدَهُنَّ ذُنُوبُ

'যখন তুমি নির্জনে অবস্থান করবে তখন এ কথা বল না যে, আমি একাকী আছি; বরং বল, আমার উপর একজন পর্যবেক্ষক রয়েছেন। কখনো মনে করো না আল্লাহ এক মুহূর্তের জন্যও উদাসীন হন কিংবা তোমার গোপন কোন বিষয় তাঁর অগোচরে থেকে যায়। আল্লাহ্র কসম! আমরা

১. *ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি.), ছিফাতুছ ছাফওয়া, (কায়রো: দারুল হাদীছ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), ১/৪৩৫।*

২. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, মাদারিজুস সালেকীন (রিয়াদ : দারু 'আত্বায়াতিল 'ইলম, ২য় সংস্করণ, ১৪৪১ হি./২০১৯ খ্রি.), ২/৩০৭।*

গাফেল হয়ে ছিলাম। অবশেষে আমাদের উপর একের পর এক গুনাহ জমা হ'তে লাগল'।[৩]

গোপন পাপের সবচেয়ে বড় ভয়াবহতা হ'ল– এটি আমাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ্র প্রতি লজ্জাকে দূর করে দেয়। অথচ নির্জনে আল্লাহকে লজ্জা করাই হ'ল প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, وَمَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ اسْتَحْيَا اللهُ مِنْ عُقُوبَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَحْيِ مِنْ مَعْصِيَتِهِ لَمْ يَسْتَحْيِ مِنْ عُقُوبَتِهِ، 'যে ব্যক্তি গুনাহের সময় আল্লাহ্র প্রতি লজ্জাবোধ করে, আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতের দিন আল্লাহও তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করবেন। আর যে ব্যক্তি গুনাহ করতে লজ্জাবোধ করে না, আল্লাহও তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করবেন না'।[৪]

অনেক সময় আমরা মানুষের সামনে নিজেদেরকে আল্লাহ্র ওলী বা নেককার বান্দা হিসাবে উপস্থাপন করি, অথচ নির্জনে যখন কেউ থাকে না তখন আমরা আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে তাঁর শত্রুতে পরিণত হই। তাইতো তাবেঈ বেলাল ইবনু সা'দ (মৃত্যু : ১২০ হি./৭৩৮ খ্রি.) বলেন, لَا تَكُنْ وَلِيًّا لِلَّهِ فِي الْعَلَانِيَةِ وَعَدُوَّهُ فِي السَّرِيرَةِ، 'তুমি এমন হয়ো না যে, প্রকাশ্যে আল্লাহ্র বন্ধু হওয়ার ভান করছ এবং গোপনে গোপনে তাঁর সাথে শত্রুতা করছ'।[৫]

অতএব আসুন! আমরা আমাদের একাকীত্বকে তাক্বওয়ার চাদরে আবৃত করি। আল্লাহ্র ভয়কে হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে গোপন পাপের এই বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেদের পবিত্র রাখি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

২. ফেরেশতাদের উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত করা :

মানুষ যখন ঘরের দরজা বন্ধ করে, জানালার পর্দা টেনে দিয়ে একাকী হয়, তখন প্রায়ই তাদের মন শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা ভাবতে শুরু করে, 'কেউ তো আমাকে দেখছে না, আমি সম্পূর্ণ একা!' কিন্তু সত্যিই কি মানুষ তখন একা থাকে? না, কখনোই না। আমাদের একান্ত নির্জনতায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে আমাদের পাশেই সার্বক্ষণিক অবস্থান করেন একদল সম্মানিত ফেরেশতা। যখনই আমাদের হৃদয়ে তাঁদের উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত হবে, তখনই আমাদের ভেতর থেকে গোপন পাপের স্পৃহা কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। মহা মহিম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা কোন অবস্থাতেই ফেরেশতাদের নযরদারীর বাইরে নই। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، 'তোমাদের উপরে অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানেন তোমরা যা কর *(ইনফিতার, ৮২/১০-১২)*। অত্র আয়াতের তাফসীরে তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি./৬৪২-৭২৮ খ্রি.) বলেন, يَعْلَمُونَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، 'তোমাদের কোন আমলই তাদের (লিপিকার ফেরেশতাগণের) কাছে গোপন থাকে না; তারা সবই জানেন'।[৬] অর্থাৎ আল্লাহ্র সম্মানিত ফেরেশতারা আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি স্পন্দন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। রাতের অন্ধকারে বা নিভৃত কক্ষেও আমরা তাঁদের দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে পারি না।

একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন তো! আমাদের সাথে যদি সমাজের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি বা আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা কিংবা প্রিয় শিক্ষক উপস্থিত থাকেন, তবে কি আমরা তাঁদের সামনে বসে মোবাইলে কোন অশ্লীল দৃশ্য দেখার বা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস করতে পারি? কখনোই না! লজ্জায় আমাদের মাথা নীচু হয়ে যায়। অথচ আমরা কত সহজেই ভুলে যাই মহান আল্লাহ্র পাঠানো অতি সম্মানিত ফেরেশতাগণ আমাদের কাঁধেই বসে আছেন। আমরা যখন পর্দার আড়ালে বা অন্ধকারে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকি, তখন তাঁরা আমাদের সেই নির্লজ্জতা নিজেদের চোখে দেখেন এবং অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয় নিয়ে তা আমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেন।

৩. ছোট-খাটো পাপের ব্যাপারেও সতর্ক থাকা :

শয়তান প্রথম পর্যায়ে আমাদেরকে একবারে বড় কোন গোনাহের দিকে ডাকে না। বরং সে অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের সামনে ছোট ছোট পাপগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলে। একাকীত্বের সুযোগে আমরা হয়তো নিজেদের মনকে প্রবোধ দিয়ে বলি, একটু ক্ষণই তো দেখছি, ছোট্ট একটা মেসেজই তো দিচ্ছি কিংবা সামান্য একটু হারাম তো, কেউ তো আর জানছে না! কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, একটি বিশাল ও মযবূত জাহায ডোবানোর জন্য তার তলার ছোট্ট একটি ছিদ্রই যথেষ্ট! ঠিক তেমনি, নির্জনে করা আমাদের এই ছোট ছোট অবহেলা ও ছাড় দেওয়ার মানসিকতাই একসময় আমাদেরকে বড় ধরনের গোপন পাপের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে।

আমরা যখন নির্জনে কোন ছোট পাপে লিপ্ত হই, তখন আমরা আসলে কার অবাধ্যতা করছি তা বেমা'লূম ভুলে যাই। পাপের আকার ছোট হ'তে পারে, কিন্তু যাঁর নাফরমানী করা হচ্ছে তাঁর সত্তা কতই না মহান! এ সম্পর্কে তাবেঈ বেলাল

---

৩. আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হি.), মানাকিবুশ শাফেঈ, তাহক্বীক্ব : সাইয়েদ আহমাদ ছাক্বার (কায়রো : মাকতাবাতু দারিত তুরাছ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯০ হি./১৯৭০ খ্রি.), ২/১০৮; ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ২১৪।

৪. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, আদ্দা-উ ওয়াদ-দাওয়া, তাহক্বীক্ব : মুহাম্মাদ আজমাল আল-ইছলাহী; তাখরীজ : যায়েদ ইবনে আহমাদ আন-নুশাইরী (রিয়াদ : দারু 'ইত্বাআতিল ইলম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪৪০ হি./২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৭০।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবিদ্দুনইয়া (২০৮-২৮১ হি.), আল-ইখলাছ ওয়ান-নিয়্যাহ, তাহক্বীক্ব : ইয়াদ খালিদ আত-ত্বাব্বা' (বৈরূত : দারুল বাশাইর, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৫৪।

৬. তাফসীরে কুরতুবী, ১৯/২৪৮।

www.at-tahreek.com

ইবনু সা'দ (রহঃ) বলেন, ولكن لا تنظر إلى صِغَرِ المعصية، انظر مَنْ عصيت، 'গুনাহ ছোট কি না তার দিকে দেখো না; বরং লক্ষ্য করো, তুমি কার অবাধ্যতা করছ'।[৭]

সত্যি বলতে কি, আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ধোঁকা হ'ল পাপকে ছোট মনে করা। প্রতিটি ছোট ভুলকেও আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত এবং সাথে সাথে তওবা করা উচিত। কারণ আমরা জানি না আমাদের কোন কাজটি কাল ক্বিয়ামতের ময়দানে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনু বাত্তাল (মৃ. ৪৪৯হি.) বলেন, 'মুমিনের উচিত সামান্য পরিমাণ ভালো কাজের ক্ষেত্রেও উদাসীন না হওয়া। আবার সামান্য পরিমাণ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকাকেও তুচ্ছজ্ঞান না করা। কারণ মুমিন জানে না কোন নেক কাজের জন্য আল্লাহ তার প্রতি রহম করবেন। সে এটাও জানে না কোন পাপ কাজের কারণে আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন'।[৮]

আমরা যখন একাকী থাকি তখন আমাদের অধিকাংশের অবস্থা দেখলে মনে হয়, আমরা যেন আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ভুলেই গেছি। আমাদের আমল ও আচরণ দেখলে মনে হয় না আমরা সত্যিই জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করি। নেককার সালাফগণ যদি আমাদের এই হাল দেখতেন তবে তাঁরা শিউরে উঠতেন। আবূ হামীদ আল-গাযালী (৪৫০-৫০৫ হি./১০৫৮-১১১১ খ্রি.) বলেন, 'সালাফে ছালেহীন যদি আমাদেরকে দেখতেন তাহ'লে নিশ্চিত বলতেন, এরা হিসাবের দিনেই বিশ্বাস করে না। কারণ আমাদের আমলের অবস্থা জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাসীদের আমলের মতো নয়। হায়! আমরা যদি সাধারণ মানুষের মতো হ'তাম; আমরা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুনাহগুলোও যদি মারা যেত!'[৯] ইমাম গাযালীর এই কথাটি আজকের যুগে কত নিরেট বাস্তব! ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে আমাদের গোপন পাপগুলো আমাদের মৃত্যুর পরও জীবিত থাকছে। আমরা হয়তো নির্জনে একটি হারাম ছবি বা ভিডিও শেয়ার করছি, যা আমাদের মৃত্যুর পরও ইন্টারনেটের দুনিয়ায় থেকে যাচ্ছে এবং যুগ যুগ ধরে আমাদের কবরে আযাব বৃদ্ধি করতেই থাকছে।

তাই আমাদের কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র নাফরমানীকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ্র পাকড়াও অত্যন্ত ভয়াবহ। যুন-নূন আল-মিছরী (মৃ.২৪৫ হি./৮৫৯খ্রি.) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْفَى ثَلَاثًا فِي ثَلَاثٍ: أَخْفَى غَضَبَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، وَأَخْفَى رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ، وَأَخْفَى وَلَايَتَهُ فِي عِبَادِهِ، فَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنْ مَعَاصِيهِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ غَضَبُهُ، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنْ طَاعَتِهِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رِضَاهُ، وَلَا تَحْقِرَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللهِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهِ 'আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের মধ্যে গোপন রেখেছেন। (১) তাঁর ক্রোধকে তাঁর অবাধ্যতার মধ্যে, (২) তাঁর সন্তুষ্টিকে তাঁর আনুগত্যের মধ্যে এবং (৩) তাঁর বেলায়াত (বন্ধুত্ব)-কে তাঁর বান্দাদের মধ্যে। সুতরাং আল্লাহ্র কোন অবাধ্যতাকে ছোট করে দেখো না। কেননা তাতেই হয়তো তাঁর ক্রোধ নিহিত রয়েছে। তাঁর কোন আনুগত্যকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা তাতেই হয়তো তাঁর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। আর আল্লাহ্র কোন সৃষ্টিকে হেয় করো না। কেননা সে হয়তো আল্লাহ্র ওলীদের একজন হ'তে পারে'।[১০]

৪. আত্মসমালোচনা করা :

গোপন পাপের ভয়াল থাবা থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হ'ল আত্মসমালোচনা বা মুহাসাবা। প্রতিদিন রাতের বেলা বিছানায় যাওয়ার পর চারপাশের বাতি নিভিয়ে দিয়ে অন্তত পাঁচটা মিনিট নিজেদের জন্য বরাদ্দ রাখা কর্তব্য। চারদিকের নিস্তব্ধতার মাঝে একটু চোখ বন্ধ করে নির্জনে নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, 'আজ সারাদিন একাকীত্বের সুযোগ পেয়ে আমি কি আমার রবের নযরদারীর যথাযথ মর্যাদা দিয়েছি? নাকি লোকচক্ষুর অন্তরালে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজের আমলনামায় গোপন পাপের কালিমা লেপন করেছি?'

এই গভীর আত্মসমালোচনায় যদি আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে, আজ গোপনে আমাদের দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে গেছে, তবে কালক্ষেপণ না করে তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহ্র দরবারে চোখের পানি ফেলে তওবা ও ইস্তেগফার করা যরূরী। আর যদি দেখি হাযারো প্রলোভনের মাঝেও মহান আল্লাহ আমাদেরকে আজ গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দিয়েছেন, তবে হৃদয় নিংড়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য।

প্রখ্যাত তাবেঈ সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (৪৬-৯৫ হি./৬৬৫-৭১৪ খ্রি.)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদতগুযার কে? তিনি বললেন, رجلٌ اقترف ذنبًا، فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله 'সেই ব্যক্তি, যে (অতীতে) কোন একটি পাপ করেছিল। অতঃপর যখনই তার সেই পাপের কথা স্মরণ করে তখনই তার (নেক) আমলকে তুচ্ছ মনে করে'।[১১] সুবহানাল্লাহ! বাস্তবতার আলোকে একটু চিন্তা

৭. *খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪২২হি./২০০২খ্রি.), ৪/৪৫১; আবুল হুসাইন ইবনে আবী ইয়া'লা, ত্বাবাকাতুল হানাবিলাহ (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, তা.বি), ১/৩২১।*

৮. *শারহু ছহীহিল বুখারী, ১০/১৯৮।*

৯. *আবূ হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪৩৩।*

১০. *বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ২৯০; ইমাম বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, তাহক্বীক্ব: আমির আহমাদ হায়দার (বৈরূত : মুআসসাসাতুল কুতুবিছ-ছাক্বাফিইয়াহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৯০।*

১১. *হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি./১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.), আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, তাহক্বীক্ব : শায়খ আব্দুল ক্বাদের আল-*

করে দেখুন তো! আমরা যখন ধবধবে সাদা সুন্দর একটি পোষাক পরি, আর তাতে যদি ছোট্ট একটি কালো দাগ লেগে যায়, তখন আমাদের কেমন লাগে? আমাদের হাযারো সুন্দর সাজগোজের মাঝেও সারাক্ষণ মনটা ঐ কালো দাগটির দিকেই পড়ে থাকে। কেউ যেন দাগটি দেখে না ফেলে সেই লজ্জায় আমরা গুটিয়ে থাকি। আমাদের হাযারো প্রকাশ্য নেক আমলের ভিড়ে গোপন পাপগুলোও ঠিক সেই কালো দাগের মতো। মুমিন যখন তার ঐ গোপন পাপের কথা স্মরণ করে তখন লজ্জায় আল্লাহ্র সামনে তার মাথা নত হয়ে আসে। সে মনে মনে কাঁদতে থাকে আর ভাবে, 'হায়! আমার চারপাশের মানুষ আমাকে কতই না নেককার ও পরহেযগার মনে করে! তারা তো আমার প্রকাশ্য ভালো রূপটাই শুধু দেখেছে। অথচ আমার রব তো জানেন, আমি নির্জনে কত বড় অপরাধী!' এই তীব্র অনুশোচনাই তাকে অহংকার থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এই লজ্জাবোধই তাকে রবের দরবারে সবচেয়ে প্রিয় ইবাদতগুযারে পরিণত করে।

৫. পাপের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করা :

আমাদের দুর্বল নফস যখনই কোন পাপের দিকে ধাবিত হ'তে চায় তখন যদি আমরা সেই পাপের ভয়াবহ পরিণামের কথা একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে শয়তানের প্ররোচনাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া সম্ভব। কারণ প্রথম পর্যায়ে গুনাহকে আমাদের কাছে খুব সাময়িক ও আকর্ষণীয় মনে হয়। কিন্তু এর শেষ পরিণতি কতটা ভয়াবহ তা আমরা ভুলে যাই। জনৈক সালাফকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভালো কাজ কেন এত ভারী মনে হয়? আর পাপের কাজ কেন এত হালকা লাগে? তিনি অত্যন্ত চমৎকার ও হৃদয়স্পর্শী উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, لِأَنَّ الْحَسَنَةَ حَضَرَتْ مَرَارَتُهَا وَغَابَتْ حَلَاوَتُهَا فَثَقُلَتْ، فَلَا يَحْمِلَنَّكَ ثِقَلُهَا عَلَى تَرْكِهَا، وَالسَّيِّئَةُ حَضَرَتْ حَلَاوَتُهَا وَغَابَتْ مَرَارَتُهَا فَلِذَلِكَ خَفَّتْ، فَلَا يَحْمِلَنَّكَ خِفَّتُهَا عَلَى ارْتِكَابِهَا، 'এর কারণ হ'ল, ভালো কাজের তিক্ততা আমাদের সামনে উপস্থিত থাকে, আর তার মিষ্টতা অনুপস্থিত থাকে; তাই তা ভারী মনে হয়। তবে ভারী হওয়া তা ছেড়ে দিতে তোমাকে যেন প্ররোচিত না করে। আর খারাপ কাজের মিষ্টতা উপস্থিত থাকে, কিন্তু তার তিক্ততা অনুপস্থিত থাকে; তাই তা হালকা মনে হয়। তবে হালকা হওয়া যেন তোমাকে তাতে লিপ্ত হ'তে প্ররোচিত না করে'।[১২]

বর্তমান ডিজিটাল যুগে এই হালকা মনে হওয়া পাপগুলোর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। আমরা হয়তো ভাবি ফেইক আইডি খুলেছি, পর্দার আড়ালে আছি, কেউ তো আমাকে চিনতে পারছে না! এই মিথ্যে নিরাপত্তার ধোঁকায় পড়ে আমরা অবলীলায় ফেইসবুক, টিক্টক্ বা ইনস্টাগ্রামে কোন গান, অশ্লীল ভিডিও, গীবত-তোহমত বা নোংরা কথার পসরা সাজিয়ে বসি। আমরা সাময়িক একটু বিনোদন নেই বা সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে পড়ি। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম কতটা বীভৎস হ'তে পারে তা কি আমরা একবারও ভেবে দেখেছি?

আমরা জানি যে, মানুষ মারা গেলে তার সাধারণ আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি সমাজে বা ইন্টারনেটের দুনিয়ায় এমন কোন গুনাহের কাজ, মন্দ প্রথা, অশ্লীলতা, গুজব বা ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে দেই যা আমাদের মৃত্যুর পরও অন্যরা দেখবে বা অনুসরণ করবে, তবে ঐ গুনাহের একটি বিশাল অংশ আমাদের আমলনামায় অবিরত ধারায় যুক্ত হ'তে থাকবে। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় 'গুনাহে জারিয়া' বা প্রবহমান পাপ। এই ব্যাপারে ইমাম শাতেবী (মৃ. ৭৯০ হি./১৩৮৮ খ্রি.) বলেন, طُوبَى لِمَنْ مَاتَ وَمَاتَتْ مَعَهُ ذُنُوبُهُ، وَالْوَيْلُ الطَّوِيلُ لِمَنْ يَمُوتُ وَتَبْقَى ذُنُوبُهُ مِائَةَ سَنَةٍ وَمِائَتَيْ سَنَةٍ، يُعَذَّبُ بِهَا فِي قَبْرِهِ، وَيُسْأَلُ عَنْهَا إِلَى انْقِرَاضِهَا، 'কতই না সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে মারা যায় এবং তার সাথে তার পাপগুলোও নিঃশেষ হয়ে যায়! আর দীর্ঘ দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির জন্য, যে মারা যায় অথচ তার পাপগুলো একশ'-দুইশ' বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এগুলোর কারণে সে তার কবরে শাস্তি ভোগ করতে থাকে এবং সেগুলো নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয়'।[১৩]

অবসরে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন তো! অন্ধকার কবরে আমরা একাকী শুয়ে আছি। পৃথিবীর মানুষ আমাদের কথা ভুলে গেছে। আমাদের দেহ মাটিতে মিশে যাচ্ছে। অথচ আমাদের নিজের হাতে আপলোড করা সেই গানটি, টিকটকের সেই ভিডিওটি বা ফেইসবুকে ছড়ানো সেই মিথ্যা গুজবটি ইন্টারনেটে হাযার হাযার মানুষ দেখছে, আর অন্ধকার কবরে প্রতিনিয়ত আমাদের আযাবের মাত্রা বেড়েই চলেছে! আমরা চাইলেও আর ফিরে এসে সেই পোষ্ট বা ভিডিও ডিলিট করতে পারছি না। এর চেয়ে বড় আফসোস আর দুর্ভাগ্যের বিষয় একজন মুসলিমের জীবনে আর কী হ'তে পারে? তাই আসুন! আজই আমরা আমাদের এই 'ডিজিটাল পদচিহ্নগুলো' মুছে ফেলি। গোপনে বা প্রকাশ্যে এমন কোন পাপের সূচনা আমরা না করি যা আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের জন্য জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যেন এমন সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারি যাদের মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের পাপগুলোও চিরতরে মুছে যায়। মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

আরনাউত্ব ও ড. বাশশার আওয়াদ মা'রূফ (দামেশক ও বৈরূত : দারু ইবনে কাছীর, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), ৯/২৭২।

১২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১৩/৫৪১; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহ্ওয়াযী, ৯/৩০৬।

১৩. আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনু মূসা আশ-শাতেবী, আল-মুওয়াফাক্বাত, তাহক্বীক্ব : আবূ উবায়দাহ মাশহূর ইবনু হাসান আলে সালমান (দারু ইবনু আফ্ফান, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), ১/৩৬১।

৬. চোখের পাপের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা :

অন্তরের সবচেয়ে বড় ও প্রধান প্রবেশদ্বার হ'ল আমাদের এই দু'টি চোখ। চোখ যা দেখে অন্তর তার ছবি এঁকে নেয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে একাকীত্বের সুযোগে চোখের হেফাযত করা আমাদের জন্য এক পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা হয়তো অনেকে রাস্তাঘাটে বা হাট-বাজারে চলার পথে বেগানা নারীদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাই না। কিন্তু নির্জনে যখন আমরা ইন্টারনেট ব্রাউজ করি তখন স্ক্রিনে ভেসে ওঠা পর্দাহীন নারীদের দিকে আমরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এমনকি নিছক খবর শোনার অজুহাতে আমরা সুন্দরী সংবাদ পাঠিকার দিকে তাকিয়ে সংবাদ শুনি, মিউজিক-মিশ্রিত নাশীদ বা নাটক-সিনেমা দেখে নিজেদের মূল্যবান সময় ও ঈমান দু'টোই নষ্ট করি। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমরা হয়তো মনকে প্রবোধ দিয়ে বলি, 'আমি তো আর বাস্তবে কোন পাপ করছি না, কেবল চোখ দিয়ে দেখছি মাত্র!' কিন্তু আমরা বেমা'লূম ভুলে যাই যে, চোখের এই নীরব ও গোপন পাপই আমাদের হৃদয়কে সবচেয়ে দ্রুত কলুষিত করে দেয়।

অধিক মাত্রায় হারাম দৃশ্য দেখার কারণে আমাদের অন্তরে কী ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসে, সে সম্পর্কে বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ইবনুন্ নাহহাস দিমাশকী (মৃ. ৮১৪ হি./১৪১১ খ্রি.) বলেন, 'অধিক মাত্রায় পাপাচার বা অন্যায় কাজ প্রত্যক্ষ করা কখনো কখনো তাতে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য হয়ে যায়। যা অন্তর থেকে ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় এবং অন্যায়কে ঘৃণা করার আলো ছিনিয়ে নেয়। কারণ অন্তরে যখন বারবার অন্যায়ের আনাগোনা হয় এবং চোখ যখন বারবার তা প্রত্যক্ষ করে, তখন হৃদয় থেকে ক্রমশঃ সেগুলোর ভয়াবহতা মুছে যায়। এক পর্যায়ে মানুষ সেগুলো দেখতে থাকে অথচ তার মনে একবারও উদয় হয় না এগুলো গর্হিত কাজ এবং তার চিন্তাশক্তি এগুলোকে পাপ বলেও শনাক্ত করতে পারে না। কারণ বারবার দেখতে দেখতে অন্তর সেগুলোর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যায়'।[১৪] যেমন আমরা যখন কোন ডাস্টবিন বা ময়লার স্তূপের পাশ দিয়ে হাঁটি তখন তীব্র দুর্গন্ধে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। আমরা নাকে কাপড় দিই। কিন্তু যে লোকটি সেই ময়লার স্তূপের পাশেই দিনের পর দিন বসবাস করে, দুর্গন্ধ তার নাকে আর আসেই না! কারণ সে এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি সমাজে প্রচলিত পাপাচার ও ইন্টারনেটে ছড়ানো অশ্লীলতা যখন আমরা নির্জনে বারবার দেখতে থাকি, তখন আমাদের অন্তর ধীরে ধীরে সেগুলোর প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যায়। পাপের প্রতি আমাদের স্বভাবজাত ঘৃণা ও ঈমানী প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। একপর্যায়ে আমাদের মনেই হয় না আমরা কোন গুনাহ করছি। এই নীরব আত্মিক মৃত্যুই হ'ল গোপন পাপের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি!

অনেক সময় নফসের তাড়নায় আমরা নিজেদেরকে ধোঁকা দিয়ে বোঝাই, 'আমি তো কোন খারাপ উদ্দেশ্যে দেখছি না বরং কেবল কৌতূহলবশত দেখছি'। কিন্তু আমাদের অন্তর তো অত্যন্ত দুর্বল! এই দুর্বল অন্তরের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (২৭-১১৪ হি./৬৪৭-৭৩২ খ্রি.) বলেন, كُلُّ نَظْرَةٍ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ فَلَا خَيْرَ فِيهَا، 'যে দৃষ্টির প্রতি অন্তর আসক্তি ও কামনা পোষণ করে তাতে কোন কল্যাণ নেই'।[১৫] অর্থাৎ যখন কোন হারাম দৃশ্যের দিকে তাকালে আমাদের অন্তরে সামান্যতম কামনা বা লালসা জাগ্রত হয়, তখন সেই দৃষ্টি আর কেবল দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা পাপে লিপ্ত হওয়ার প্রাথমিক ধাপে পরিণত হয়। একটি ছোট দিয়াশালাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি যেমন মুহূর্তের মধ্যে বিশাল বনভূমি পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে, তেমনি নির্জনে স্ক্রিনের দিকে তাকানো একটি লোলুপ দৃষ্টি আমাদের বছরের পর বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা তাহাজ্জুদ, ছিয়াম, ছাদাক্বা ও তেলাওয়াতের ছওয়াবকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। এই বিষাক্ত দৃষ্টি অন্তরে এমন এক ক্ষতের সৃষ্টি করে যা সহজে শুকাতে চায় না।

৭. গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়া :

শয়তান আমাদেরকে যেই ময়দানে পরাজিত করে ঠিক সেই ময়দানেই তাকে পর্যুদস্ত করতে হয়। যখন আমরা একাকী থাকি, চারপাশের দরজা-জানালা বন্ধ থাকে, কেউ আমাদের দেখে না, তখন নফসের তাড়নায় হারাম কিছু দেখার বা করার বদলে যদি আমরা দুই রাক'আত নফল ছালাতে দাঁড়িয়ে যাই কিংবা গোপনে চোখের দু'ফোঁটা পানি ফেলে রবের কাছে ক্ষমা চাই, তখন এই গোপন নেক আমলগুলোই আমাদের অন্তর থেকে গোপন পাপের বিষাক্ত স্পৃহাকে সমূলে বিনাশ করে দেয়। আমাদের প্রকাশ্য জীবনের চেয়ে গোপন জীবনটি মহান আল্লাহ্র কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের সামনে আমাদের আমলের মধ্যে রিয়া বা লোকদেখানো ভাব থাকতে পারে, কিন্তু নির্জনতার ইবাদত খুলুছিয়াতপূর্ণ হয়ে থাকে। নির্জনে আমরা কেমন, তার উপরই আমাদের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি বা খাতেমা নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، 'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের মত আমল করে অথচ সে আসলে জাহান্নামী। আবার কোন ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে জাহান্নামীদের মত আমল করে অথচ সে আসলে জান্নাতী'।[১৬] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হি./১৩৩৫-১৩৯৩ খ্রি.) বলেন,

১৪. *আবুল লায়ছ সামারকান্দী (মৃত্যু : ৩৭৩ হি./৯৮৩ খ্রি.), তাম্বীহুল গাফেলীন, তাহকীক্ব : ইউসুফ আলী বাদিউয়ী (বৈরূত, লেবানন : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১০৫।*

১৫. *ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয যুহদ, (মদীনা মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৭৯৪।*

১৬. *বুখারী হা/২৮৯৮; মুসলিম হা/১১২; মিশকাত হা/৮৩।*

‘কখনো কোন ব্যক্তি জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, অথচ তার অন্তরে কল্যাণকর কোন গোপন বৈশিষ্ট্য (গোপন নেক আমল) বিদ্যমান থাকে। অতঃপর জীবনের শেষ সময়ে সেই গুণটি তার উপর প্রাধান্য লাভ করে এবং তার জন্য উত্তম পরিণতি বা ভালো মৃত্যু অবধারিত করে দেয়’।[১৭]

আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ (মৃত্যু : ১৫৯ হি./৭৭৬ খ্রি.) বলেন, ‘আমি মৃত্যুপথযাত্রী এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তালকীন করা হচ্ছিল। কিন্তু সে শেষ কথায় বলল, ‘তোমরা যা বলছ, আমি তা অস্বীকার করি’। অতঃপর সে এই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করল। পরে আমি তার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, সে গোপনে গোপনে মদের নেশায় আসক্ত ছিল। তখন আব্দুল আযীয বলতেন, اتَّقُوا الذُّنُوبَ، فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي أَوْقَعَتْهُ ‘তোমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো; কেননা পাপই তাকে এই পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে’।[১৮] আল-ইয়াযু বিল্লাহ। একবার নিজেকে ঐ মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির জায়গায় দাঁড় করিয়ে ভাবুন তো! আমরা যারা আজ গোপনে ইন্টারনেটে হারাম দৃশ্য দেখছি, অশ্লীল গান শুনছি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেইক আইডি দিয়ে হারাম সম্পর্কে লিপ্ত আছি, মৃত্যুর ঐ কঠিন মুহূর্তে আমাদের মুখেও যদি ‘লা ইলা-হা ইল্লা-ল্লাহ’-এর বদলে ঐসব হারাম কথা বা গানের কলি বেরিয়ে আসে, তবে আমাদের অনন্তকালের পরিণতি কি হবে? আল্লাহুল মুস্তা‘আন।

এই ভয়াবহতা থেকে বাঁচার একটাই উপায়, আর তা হ’ল গোপন পাপাচার ছেড়ে গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়া। জনৈক সালাফ বলেন, ذُنُوبُ الْخَلَوَاتِ تُؤَدِّي إِلَى الِانْتِكَاسَاتِ، وَطَاعَةُ الْخَلَوَاتِ طَرِيقٌ لِلثَّبَاتِ حَتَّى الْمَمَاتِ بِإِذْنِ اللهِ، ‘নির্জনে সংঘটিত গুনাহ পতন ও বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে নির্জনের ইবাদত ও আনুগত্য আল্লাহ্র ইচ্ছায় মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থাকার পথ সুগম করে’।[১৯]

বিষের প্রতিশেধক যেমন বিষ দিয়েই তৈরি হয় তেমনি নির্জনের পাপ থেকে বাঁচতে চাইলে নির্জনেই আমাদের রবের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়তে হবে। আর আমরা যখন একাকীত্বে আমাদের রবের সাথে সম্পর্ক সুন্দর করব, মহান আল্লাহ তখন মানুষের মাঝে আমাদের সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দিবেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.) বলেন, ‘আল্লাহ্র কসম! আমি এমন লোক দেখেছি যারা অধিক পরিমাণে ছালাত, ছিয়াম ও নীরবতা অবলম্বন করত এবং নিজেদের আচরণ ও পোষাকে বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করত। কিন্তু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট হ’ত না এবং মানুষের মনে তাদের তেমন মর্যাদাও ছিল না। আবার আমি এমন লোকও দেখেছি যারা দামী পোষাক পরিধান করত, তাদের নফল ইবাদতও খুব বেশী ছিল না, বাহ্যিক খুশূ-খুযূও ছিল না; অথচ মানুষের অন্তর তাদের ভালোবাসায় ঝুঁকে পড়ত। আমি এর কারণ নিয়ে চিন্তা করে দেখলাম, এর মূল কারণ হ’ল অন্তরের গোপন অবস্থা (বিশুদ্ধ নিয়ত ও গোপন নেক আমল)। যেমন আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তার অধিক পরিমাণ ছালাত বা ছিয়াম ছিল না; বরং তার একটি বিশেষ গোপন নেক আমল ছিল’।[২০] অতএব মুমিনের কর্তব্য হ’ল গোপন আমলের মাধ্যমে গোপন পাপের প্রতিরোধ করা। কেননা আল্লাহ্র সাথে আমাদের গোপন সম্পর্ক যেমন হবে, সৃষ্টির সাথে আমাদের প্রকাশ্য সম্পর্কও ঠিক তেমনই হবে।

৮. পাপ সম্পাদনের পরপরেই নেক আমল করা :

আমরা ফেরেশতা নই যে, আমাদের দ্বারা কোন গুনাহ হবে না। কখনো কখনো শত চেষ্টা সত্ত্বেও নির্জনে শয়তানের প্ররোচনা এবং নিজেদের নফসের তাড়নায় আমরা পরাস্ত হয়ে পড়ি। পা পিছলে গোপন পাপের অন্ধকূপে পড়ে যাই। যদি কখনো এমনটি ঘটে তবে আমাদের তাৎক্ষণিক কর্তব্য হ’ল– সাথে সাথে একটি নেক আমল করে সেই পাপের কালিমা ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করা। কারণ আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ‘নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে’ *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ‘তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় করো। কোন মন্দ কাজ করে ফেললে তার পরপরই একটি সৎকাজ কর, তাহ’লে এটা সেই মন্দ কাজটিকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সঙ্গে উত্তম আচরণ কর’।[২১]

সুতরাং যদি ঘরের নির্জনতায় আমাদের চোখ কোন হারাম দৃশ্য দেখে ফেলে তবে এর প্রতিশেধক হিসাবে আমরা তৎক্ষণাৎ সেই চোখ দিয়ে কুরআনের কয়েকটি পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করে নিতে পারি। যদি আমাদের হাত দ্বারা ইন্টারনেটে কোন পাপের কাজ হয়ে যায় তবে সাথে সাথেই আমরা অনলাইনে কোন সৎকাজে কিছু ছাদাক্বা করতে পারি। অথবা দু’রাক‘আত নফল ছালাতে দাঁড়িয়ে যেতে পারি। আমরা যদি এমনটি করতে পারি তবে আমাদের এই তাৎক্ষণিক নেক আমলের প্রদীপ্ত আলো গোপন পাপের সেই অন্ধকারকে চিরতরে মুছে দিবে ইনশাআল্লাহ।

তবে কারো মনে সংশয় জাগতে পারে, ‘আমি তো গোপনে অনেক বড় একটা গুনাহ করে ফেলেছি, ছোট্ট একটা নেক

১৭. *আব্দুর রহমান ইবনু রজব আল-হাম্বলী, জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল-হিকাম, তাহকীক্ব : শু‘আইব আরনাঊত ও ইবরাহীম বাজিস (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭ খ্রি.), ১/১৭৩।*

১৮. *জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল-হিকাম, ১/১৭৩।*

১৯. *খালেদ আল-হুসাইনান, দুরূস তারবিয়্যাহ মিনাল আহাদীছিন নাবাবিয়্যাহ (মিসর : মারকাযুল ফাজর লিল-ই‘লাম, ১৪৩১ হি./২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৯।*

২০. *আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বির (দামেশক : দারুল কলম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২২০।*

২১. *তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩; সনদ হাসান।*

আমল কি সেই পাহাড়সম গুনাহকে মুছে দিতে পারবে'? এর উত্তর দিয়েছেন শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.)। তিনি বলেন, الْحَسَنَةُ الْوَاحِدَةُ قَدْ يَقْتَرِنُ بِهَا مِنَ الصِّدْقِ وَالْيَقِينِ مَا يَجْعَلُهَا تُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ، 'কখনো একটি মাত্র নেক আমলের সঙ্গে এমন একনিষ্ঠতা ও দৃঢ় ঈমান যুক্ত থাকে, যা তাকে কবীরা গুনাহসমূহের কাফফারা (মোচনের মাধ্যম) বানিয়ে দেয়'।[২২] আমরা জানি, কাঁচের বিশাল একটি পাহাড়ের চেয়ে ছোট এক টুকরো আসল হীরার মূল্য অনেক বেশী। ঠিক তেমনি আমরা যখন কোন গোপন পাপ করার পর চরম অনুতপ্ত হই, লজ্জায় আমাদের হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, আর সেই পোড়া অন্তর নিয়ে রবের ভয়ে আমরা একটি ছোট নেক আমল করি তখন সেই আমলের ভেতরের 'ইখলাছ' বা একনিষ্ঠতা আল্লাহ্র কাছে হীরার চেয়েও দামী হয়ে যায়। আমাদের সেই আন্তরিক অনুশোচনা ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভারে আল্লাহ্র রহমতের পাল্লা এত ভারী হয়ে যায় যে, তা আমাদের বড় বড় গোপন পাপের পাহাড়কেও গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

অতএব আমরা যেন কখনো আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হই। পাপ হয়ে গেলে হতাশায় ডুবে না থেকে আমরা যেন সাথে সাথেই তওবা করি এবং নেক আমলের মাধ্যমে নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করি। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

উপসংহার :

আমাদের নফস স্বভাবতই আরাম, কুপ্রবৃত্তি ও পাপাচার ভালোবাসে। আর শয়তান নফসকে কুমন্ত্রণা দিয়ে অবাধ্য করতে চায়। সেজন্য ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকার জন্য বান্দাকে সর্বদা নফসের কামনার বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখতে হয়। আর এই জিহাদে চূড়ান্ত বিজয়ী হওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হ'ল আল্লাহ্র দরবারে রোনাজারি করা এবং তাঁর কাছে প্রতিনিয়ত দো'আ করা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা। একবার তাবেঈ মুজাহিদ (২১-১০৪ হি.)-এর কাছে একজন এসে জানাল সে প্রায়ই গুনাহ করে ফেলে। তার করণীয় কি হ'তে পারে? তিনি উত্তরে বললেন, أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْمِمْحَاةِ؟ يَعْنِي مِنَ الِاسْتِغْفَارِ، 'তোমার কাছে কি মুছনী (ইরেজার) নেই? এর মাধ্যমে তিনি ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনাকে বুঝিয়েছেন।[২৩]

তাই গোপন পাপের কারণে নিরাশ হয়ে শয়তানকে বিজয়ী হ'তে দেওয়া যাবে না; বরং গুনাহ হওয়া মাত্রই দ্রুত ইস্তিগফার করতে হবে এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসতে হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরকে যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র রাখেন। নির্জনতায় শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমাদের হেফাযত করেন এবং নফসের বিরুদ্ধে এই পার্থিব জীবনে আমাদেরকে বিজয়ী হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

---

২২. *আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে তায়মিয়াহ, আল-মুস্তাদরাক 'আলা মাজমূ'ইল ফাতাওয়া; সংকলন : মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি.), ৩/৯৬।*

২৩. *ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবু যুহদ, পৃ. ৩০৭।*

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
CMU (Special Training on TVS)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬
যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।
চেম্বার
ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা
সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

সোনামণি
কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৬
অনুষ্ঠিত হবে ৪টি গ্রুপে
গ্রুপ ও বিষয়
গ্রুপ-ক (৭-১১ বছর)
প্রতিযোগিতার বিষয়: দ্বীনিয়াত
গ্রুপ-খ (১১-১৫ বছর)
প্রতিযোগিতার বিষয়: দ্বীনিয়াত
গ্রুপ-গ (৭-১২ বছর)
জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য
প্রতিযোগিতার বিষয়: দ্বীনিয়াত
গ্রুপ-ঘ (৭-১৫ বছর)
কেবল বালক শিক্ষার্থীদের জন্য
প্রতিযোগিতার বিষয়: জাগরণী
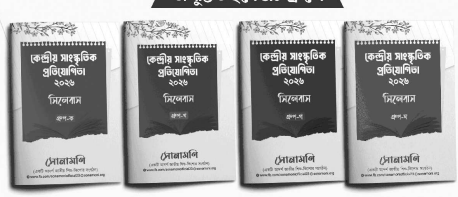

প্রতিযোগিতার সময়সূচী
প্রতিযোগিতা শুরু: ৪ই সেপ্টেম্বর (শাখা পর্যায়)
প্রতিযোগিতা শেষ: ৮ই অক্টোবর (কেন্দ্রীয় পর্যায়)
পুরস্কার
প্রথম পুরস্কার- ১০,০০০ টাকা + ক্রেস্ট
দ্বিতীয় পুরস্কার- ৮,০০০ টাকা + ক্রেস্ট
তৃতীয় পুরস্কার- ৬,০০০ টাকা + ক্রেস্ট
সিলেবাস সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন:
০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭০৯-৭৯৬৮২৪

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামিক দিক-নির্দেশনা

-মুহাম্মাদ রাফাত আনাম*

ভূমিকা :

বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি অর্জনের স্থান নয়, বরং এটি একজন শিক্ষার্থীর জীবন, আদর্শ ও ভবিষ্যৎ গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে ক্যাম্পাসগুলো সেক্যুলারিজম, নাস্তিক্যবাদ ও পশ্চিমা সংস্কৃতি চর্চার এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যেখানে অনেক তরুণই দুর্বল ঈমান ও পরিচয় সংকটে ভুগছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সেখানে বুকভরা স্বপ্ন নিয়ে প্রবেশ করলেও, শিক্ষাজীবন শেষে অনেকেই বের হয় এক গভীর আত্মিক শূন্যতা নিয়ে। অনেকেই বিলাসী ক্যারিয়ার গড়লেও হারিয়ে ফেলে নৈতিক চরিত্র ও মহামূল্যবান ঈমান। এই বৈরী বাস্তবতায় একজন মুসলিম শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্ন জাগে– আমি কে? আমি কেন লেখাপড়া করছি? আমার লক্ষ্য কি কেবলই একটি ভালো চাকরি, নাকি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি? প্রশ্নগুলো সহজ হ'লেও এর উত্তরের উপরই নির্ভর করছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি। সমস্ত ফিৎনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কিভাবে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে উম্মাহ্র শ্রেষ্ঠ সম্পদে রূপান্তর করবে এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই সফল হ'তে পারে সেই দিকনির্দেশনামূলক রূপরেখাই উন্মোচন করা হয়েছে এই লেখায়।

ক্যাম্পাসে পদার্পণ ও বাস্তবতা :

বিশ্ববিদ্যালয় জীবন আগের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী জটিল। বর্তমানে প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার, সোশ্যাল মিডিয়ার আধিপত্য, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং ধর্মহীন আধুনিকতার প্রভাব একজন শিক্ষার্থীর চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ইসলামিক পরিচয় নিয়ে সংকোচ বোধ করতে শুরু করে। কেউ দ্বীনকে কেবলই ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে, আবার কেউ আধুনিকতার নামে ইসলামের বিধানকে Backdated বা পিছিয়ে পড়া ভাবতে শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় এবং এক প্রকার আত্মভোলা হয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আজ অনেক শিক্ষার্থী নিজেদের সিজিপিএ, স্কিল, সার্টিফিকেট ও ক্যারিয়ার নিয়ে যতটা সচেতন, আখেরাত নিয়ে ততটা সচেতন নয়। অথচ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ এগুলো জিজ্ঞেস করবেন না; বরং জিজ্ঞেস করবেন তার ঈমান, আমল ও জীবন কিভাবে কাটিয়েছে সেই সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পা তার রবের নিকট হ'তে নড়বে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে। তার যৌবনকাল সম্পর্কে, সে তা কিভাবে শেষ করেছে। তার সম্পদ সম্পর্কে সে তা কোথা হ'তে উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে। আর সে যে জ্ঞান অর্জন করেছে, সে বিষয়ে কি আমল করেছে'।[১]

আজকের বাস্তবতায় যৌবনকালকে অনেকেই কেবলই উপভোগের সময়কাল মনে করে। হারাম সম্পর্ক, ফ্রি-মিক্সিং, সিনেমা-সিরিজ আসক্তি, রিলস, ডোপামিনভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন ধীরে ধীরে একজন শিক্ষার্থীকে ধ্বংস করে দেয়। সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদমগুলো মানুষের মানসিক দুর্বলতা বিশ্লেষণ করে তাকে এমন সব কনটেন্ট দেখায়, যা তার ভেতরে আসক্তি, গাফলতি ও নফসের চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে গভীর চিন্তা, আত্মশুদ্ধি ও মনোযোগী অধ্যয়নের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অথচ ইসলাম একজন শিক্ষার্থীকে কেবল সফল কর্মজীবী বানাতে চায় না, বরং তাকে একজন মুত্তাক্বী, চিন্তাশীল, চরিত্রবান ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চায়।

আমার জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য কী?

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের মূল ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হ'ল মহান আল্লাহকে চেনা ও জানা। একজন সচেতন মুসলিম হিসাবে নিজের রবকে চেনার পর দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস (আক্বীদা), ইবাদতের বিধি-বিধান এবং দৈনন্দিন জীবনের হালাল-হারাম সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক বা ফরযে আইন।[২] আমাদের সমাজে অনেকের মাঝেই একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণ করে এমন বিষয়ে পড়াশোনা করা অনর্থক এবং এতে কোন নেকী নেই। দুনিয়ার যেকোন কল্যাণকর জ্ঞান অর্জনও যদি আখিরাতের মহান লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তবে সেটিও আল্লাহ্র ইবাদত হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আবর্তন-বিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনসমূহ নিহিত আছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে– 'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করনি। মহা পবিত্র তুমি! অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'! *(আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)*।

নবী-রাসূলদের আদর্শ ও ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, আদম (আঃ), দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) এবং পরবর্তীতে বনু ইসরাঈলের নবীগণ সকলে স্ব স্ব সমাজ ও

* শিক্ষার্থী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

১. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৯৪৬।
২. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩, ৩৯১৪।

রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।[৩] রাষ্ট্র পরিচালনা, সামাজিক নেতৃত্ব কিংবা মানবকল্যাণে প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞান ও দক্ষতা (যেমন ভাষা, বিজ্ঞান বা কারিগরি বিদ্যা) অর্জন করাও মুসলমানদের একটি সামষ্টিক দায়িত্ব। এর একটি বড় প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছটি। যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষার জন্য আদেশ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমাকে ইহূদীদের কিতাব শিখতে বলা হয়েছিল।[৪] অতএব একজন মুসলিম শিক্ষার্থী যদি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, অর্থনীতি বা অন্য যেকোন আধুনিক বিষয়ে পড়াশোনা করে এবং তার নিয়ত যদি হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, হালাল জীবিকার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহ্র উপকার করা, তবে তার সেই প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনাও ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকৃত শিক্ষা মূলত সেটাই, যা মানুষের অন্তরে একদিকে যেমন 'খালেক' বা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় ও ভয় (তাক্বওয়া) জাগ্রত করে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের জাগতিক বা 'আলাক্ব'-এর নানামুখী চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, আজ আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের কাছে নিয়ত বা হারাম-হালালের এই সূক্ষ্ম বিবেচনার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব পায়– সিজিপিএ, ভালো চাকরি, উচ্চ বেতনের হাতছানি, বিদেশ পাড়ি দেওয়া কিংবা কেবলই তথাকথিত সামাজিক স্ট্যাটাস বা আভিজাত্য! আর এখানেই ঘটে যায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের বিচ্যুতি, যা একজন অমিত সম্ভাবনাময় তরুণকে ভেতর থেকে আত্মিকভাবে শূন্য করে দেয়।

প্রকৃত সফলতা বনাম সাময়িক মোহ :

আজকের শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্পোরেট দুনিয়ায় আমাদের তরুণদের শেখানো হয়– উচ্চ সিজিপিএ মানেই সফলতা, বহুজাতিক সংস্থায় মোটা অঙ্কের বেতন মানেই মর্যাদা, আর বিলাসী জীবন মানেই পরম তৃপ্তি। কিন্তু একজন মুসলিম শিক্ষার্থীর কাছে সফলতার সংজ্ঞা কি এতটুকুই? ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীর ডিগ্রি, পদবী, পরিচিতি বা সামাজিক স্ট্যাটাস একদিন মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাবে। তাই দুনিয়ার সাময়িক অর্জন কখনো চূড়ান্ত সফলতা হ'তে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সফলতার প্রকৃত সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. 'যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই হবে সফলকাম। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*। অতএব একজন মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার কিংবা গবেষক তাদের মেধা ও যোগ্যতা যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও উম্মাহ্র কল্যাণে ব্যয় না করেন, তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের সফল মনে হ'লেও আখেরাতের আদালতে তারা বড্ড দেউলিয়া।

দ্বীনের জ্ঞান কার নিকট থেকে নিব?

বর্তমান তরুণ সমাজ অধিকাংশই দ্বীনের জ্ঞান নেয়ার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে। অনেক শিক্ষার্থীই সঠিক দলীল ছাড়া কেবল বাহ্যিক লেবাস, আবেগ, দল, ব্যক্তি কিংবা সামাজিক প্রচলনের উপর ভিত্তি করে দ্বীন পালন করে শিরক ও বিদ'আতের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার কাছ থেকে দ্বীন শিখে, ধীরে ধীরে তার চিন্তা ও জীবনদর্শন সেভাবেই গড়ে ওঠে। এজন্য সালাফে ছালেহীন দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِينَكُمْ. 'নিশ্চয়ই এই ইলম হ'ল দ্বীন। অতএব লক্ষ্য করো তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ'।[৫]

ইসলাম অনুমান বা অন্ধ অনুকরণের ধর্ম নয়, বরং তা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য যে সমস্ত আলেম কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে সালাফে ছালেহীনদের বুঝ অনুযায়ী দলীলভিত্তিক দাওয়াত প্রচার করেন শুধুমাত্র তাদের নিকট থেকেই দ্বীনের ইলম অর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ، 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা সে দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত'।[৬] ইদানিং বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনগুলোতে মুনকিরুল হাদীছ তথা হাদীছ অস্বীকারকারীদের নতুন একটি ফেৎনা মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের মতে শুধু কুরআন মানলেই যথেষ্ট, হাদীছ অনুরসণের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অথচ হাদীছ ছাড়া ইসলামী শরী'আতের পূর্ণাঙ্গতা সম্ভব নয়। তাই একজন মুসলিম শিক্ষার্থীর মূল দায়িত্ব ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা করা, দলীলভিত্তিক দ্বীন চর্চা করা, বিদ'আতের অন্ধকার থেকে দূরে থাকা এবং সালাফদের বিশুদ্ধ মানহাজ অনুসারে নিজের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোয় গড়ে তোলা।

আদব ও আত্মশুদ্ধি অর্জন :

বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে আমাদের আদব-আখলাকের যে চরম দুর্ভিক্ষ চলছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষকের সম্মানহানি, হেনস্থা থেকে শুরু করে ছাত্রের হাতে শিক্ষক খুন হওয়া কোনটিই আর বাকী নেই। এযুগে ছাত্রের কথা-কাজে মনঃকষ্টে নিষ্পেষিত না হওয়া শিক্ষক বোধহয় খুব কমই আছেন। অবশ্য যারা আদব-আখলাককে হিসাবের মধ্যে আনেন না, হয়তো তারাই এই তালিকার বাইরে। এই অপমানবোধ ও মনঃকষ্টকে সঙ্গী করেই শিক্ষকরা তাদের মহান গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

---

৩. বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৫।
৪. তিরমিযী হা/২৭১৫; মিশকাত হা/৪৬৫৯; ছহীহাহ হা/১৮৭।
৫. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামা, ১/৪৪।
৬. মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/১৫৯৪; মিশকাত হা/১৮৬।

আধুনিক প্রযুক্তির বদলৌতে আমরা অনেক ইসলামিক তথ্য জানি, দ্বীনি বিষয়ে জটিল যুক্তি বা তর্ক করতে পারি; কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আদব, নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির বড্ড অভাব। আত্মশুদ্ধি ও আমলহীন এমন তাত্ত্বিক জ্ঞান আমাদের ভেতরে কেবলই অহংকার, রিয়া এবং আত্মপ্রশংসার জন্ম দেয়। যা একজন মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে সরিয়ে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণেই আমাদের পূর্বসূরি আলেমগণ জ্ঞান অর্জনের আগে আদব শেখার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিতেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন, طَلَبْتُ الْأَدَبَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَطَلَبْتُ الْعِلْمَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ. ‘আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ আদব শিখেছি এবং বিশ বছর যাবৎ ইলম অর্জন করেছি। আর সালাফগণ ইলম শিক্ষার পূর্বেই আদব শিখতেন’।[৭] ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, كَانَ الْأَدَبُ يَكُونُ ثُلُثَيِ الْعِلْمِ ‘আদব হচ্ছে ইলমের দুই তৃতীয়াংশ’।[৮]

অতএব একজন মুসলিম শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন তখনই সফল হবে, যখন তার অর্জিত ইলম তাকে বিনয়ী করবে, তার ভেতরে আল্লাহ্র ভয় বৃদ্ধি করবে এবং তার বাহ্যিক আচরণ ও আখলাককে সুন্দর করে তুলবে।

ক্যাম্পাসের ফিৎনাসমূহ ও বাঁচার পথ

১. আত্মপরিচয়ে হীনমন্যতা : স্কুল-কলেজের সীমাবদ্ধ পরিবেশ থেকে বের হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর একজন শিক্ষার্থী হঠাৎ এমন এক জগতে প্রবেশ করে যেখানে গুনাহ খুব সহজলভ্য হয়ে যায়। এই নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে নিজের ইসলামিক পরিচয় নিয়ে সংকোচ বা হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করে এবং ‘পরিচয় সংকটে’ ভোগে। নিজেকে অন্যদের কাছে স্মার্ট ও মডার্ণ প্রমাণের তাড়নায় তারা দ্বীনকে সংকুচিত করে ফেলে এবং একসময় হারামকে স্বাভাবিক বানিয়ে নেয়। এবিষয়ে ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, ‘আমরা ছিলাম সবার চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে যে জিনিস দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তা ব্যতীত অন্য জিনিস দ্বারা যখনই আমরা সম্মান অনুসন্ধান করব, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন’।[৯]

২. সহজলভ্য গুনাহ :

ক্যাম্পাসে ফ্রি-মিক্সিং ও অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াটা খুব সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাময়িকভাবে এই সম্পর্কগুলো খুব রোমাঞ্চকর বা মধুর মনে হ’লেও এর চূড়ান্ত ফলাফল হয় অত্যন্ত তিক্ত। পড়াশোনায় মনোযোগে হারানো, মানসিক বিষন্নতা, চারিত্রিক পদস্খলন এবং জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। কত শত সম্ভাবনাময় ও মেধাবী শিক্ষার্থী নারীর পাল্লায় পড়ে নিজের সোনালী ভবিষৎকে জলাঞ্জলী দিচ্ছে তার খবর কে রাখে। হারাম সম্পর্কের ভাঙন ও বিষাদ জ্বালায় কত তরুণ যে নেশাগ্রস্থ হচ্ছে, মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছে ক্যাম্পাসের ইতিহাস ঘাটলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেউ কেউ এই মানসিক যন্ত্রণা সইতে না পেরে বেছে নেয় আত্মহননের পথ। অনেকেই প্রাণহীন লাশের মত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনমতে সেমিষ্টার শেষ করে। দিন শেষে একরাশ হতাশা আর গ্লানির কালো মেঘ তাদের গ্রাস করে নেয়। এসব আত্মবিধ্বংসী পরিণতি থেকে তরুণদের বাঁচাতেই প্রিয় নবী (ছাঃ) আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. ‘তোমরা দুনিয়া এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলের প্রথম দুর্ঘটনা নারীদের মধ্যেই ঘটেছিল’।[১০] তাই একজন সচেতন শিক্ষার্থীর উচিত হবে অ্যাকাডেমিক বা যরূরী প্রয়োজন ছাড়া নারীদের সাথে অবাধ মেলামেশা বা অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এবং সর্বাবস্থায় নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখা। কারণ দৃষ্টির হেফাযত ছাড়া অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব।

৩. অসৎ সঙ্গ ও পরিবেশের প্রভাব : নিজেকে সঠিক পথে অটল রাখার জন্য উত্তম সঙ্গী ও পরিবেশ নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষ অবচেতনভাবেই তার সঙ্গীর রীতিনীতি ও জীবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে- একটি পঁচা আপেলের সাথে একটি ভালো আপেল থাকলে কয়েকদিন পর ভালো আপেলটিতেও পঁচন ধরে। আবার শহরের দূষিত ও বদ্ধ পরিবেশে থাকলে যেমন মানুষের দম বন্ধ হয়ে আসে, ঠিক তেমনি খোলামেলা সবুজে ঘেরা নির্মল পরিবেশে গেলে মন-মেজায প্রশান্ত ও ফুরফুরে হয়ে যায়। বন্ধুমহল যেমন আমাদের চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, তেমনি চারপাশের পরিবেশের দ্বারাও আমরা প্রভাবিত হই। বাস্তবে আমরা এমন অনেক শিক্ষার্থীকে দেখেছি, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্নাতী লেবাস ও দ্বীনদার হয়ে প্রবেশ করেছিল; কিন্তু অসৎ বন্ধুদের প্রভাবে আজ তাদের মাঝে ইসলামের সামান্যতম চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। অথবা ধীরে ধীরে তাদের ভেতরে ইসলাম মানার স্পৃহা পুরোপুরি নিভে গেছে। পরকালে এই অসৎ সঙ্গীদের কারণেই মানুষকে চরম আক্ষেপ করতে হবে। মহান আল্লাহ তা‘আলা সেই ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন, يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا– لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. ‘হায় দুর্ভোগ আমার! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে

৭. *ইবনুল জাযারী, গায়াতুন নিহায়া ১/১৯৮।*
৮. *সিফাতুস সফওয়াহ ১/৪৫।*
৯. *হাকেম হা/২০৭-২০৮; ছহীহাহ ১/১১৭।*
১০. *মুসলিম হা/২৭৪২; মিশকাত হা/৩০৮৬।*

আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান হ'ল মানুষের জন্য সত্যচ্যুতকারী' *(ফুরক্বান ২৫/২৮-২৯)*। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বহু সংস্কৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনে আমাদের অবশ্যই ভালো, দ্বীনদার সঙ্গীসাথী ও সুস্থ পরিবেশ নির্বাচন করতে হবে। যারা নিজেদের জীবনে সঠিক দ্বীনের অনুশীলন করে, তাদের সাথেই বন্ধুত্ব গড়তে হবে। গান-বাজনা, নোংরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শিরকী ও বিদ'আতী সকল রসম-রেওয়াজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

সময় ব্যবস্থাপনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ :

অর্থ-সম্পদ, ভগ্নস্বাস্থ্য কিংবা অন্য কোন পার্থিব বস্তু হারিয়ে গেলে তা পুনরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু হারানো সময়কে কোনভাবেই আর ফিরিয়ে আনা যায় না। বাতাসের গতিপথ যেমন উল্টানো যায় না, তেমনি অতিবাহিত হওয়া সময়কেও ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। অথচ আমরা আমাদের জীবনের এই মূল্যবান সময়গুলো হেলায়-খেলায় অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছি। স্মার্টফোনে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিংয়ের পেছনে ৫ মিনিটের কথা বলে কখন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে–তা আমরা টেরই পাচ্ছি না। বন্ধু-বান্ধবের সাথে অনর্থক আড্ডা ও খোশগল্পে আমরা আমাদের জীবনের সোনালী সময়টুকু বিসর্জন দিচ্ছি হরহামেশাই।

অনেকেই হয়তো ভাবছি, এখন তো মাত্র প্রথম বা দ্বিতীয় সেমিস্টার, সামনে নিজেকে গোছানোর অনেক সময় পড়ে আছে। এখন একটু আমোদ-ফুর্তি করে নেই। কিন্তু কর্মজীবনে পদার্পণের পর যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হ'তে হয়, তখন ভীষণ আফসোস হয়– হায়, সময়টাকে যদি আরেকটু সুন্দরভাবে কাজে লাগাতাম, তবে হয়তো সাফল্যের পথটা আরও সুগম হত! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের এই চরম গাফেলতি থেকে আগেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ، 'এমন দু'টি নে'মত আছে, যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিমজ্জিত, তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর'।[১১]

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একজন শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল তার অবসর সময়। পড়াশোনা, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা কিংবা ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সময়কে রুটিনমাফিক সাজিয়ে নেওয়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শয়তান অনেক প্রলোভন দেখাবে। কিন্তু শয়তানী ওয়াসওয়াসায় নফসের উপর জিহাদ চালিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও ইসলামের অন্যান্য বিধানগুলো আমাদের সেই সময় সচেতনও আত্মসচেতন করে তুলে। মনে রাখতে হবে, সময়ের সঠিক ব্যবহার ও আত্মনিয়ন্ত্রণই একজন সাধারণ শিক্ষার্থীকে অসাধারণ মানুষে রূপান্তরিত করে।

শিক্ষার্থীর সমাজচিন্তা ও দায়বদ্ধতা :

শিক্ষিত তরুণরাই হ'ল সমাজের প্রাণ। তারাই ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত নির্মাণ করে। এজন্য একজন শিক্ষার্থী সমাজের প্রতি তার এই দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে পারে না। তাকে কেবল ক্যারিয়ারের চিন্তায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; বরং তাকে সমাজ নিয়ে ভাবতে হবে। সমাজের মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হ'তে হবে। এজন্য জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে এমন নিবেদিত ছাত্রসমাজের বড় প্রয়োজন- যারা জীবনের চেয়ে মরণকে বেশী ভালবাসবে; নেওয়ার চেয়ে যারা বেশী দিতে জানবে; যারা সদা প্রস্তুত থাকবে তাদের জীবনকে মানুষের কল্যাণে, মানবতার মঙ্গল সাধনে কুরবান করে দিতে। মানুষ খেয়ে দেয়ে যতটা সুখ-শান্তি লাভ করবে তারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে ততটা প্রশান্তি পাবে। যারা কোন কিছু পাওয়ার পরিবর্তে হারিয়ে ফেলার মাঝে খুঁজে পাবে অধিক প্রশান্তি।

আমরা তখনই বিশ্বের সকল জাতির ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। যখন আমরা আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের জন্য দরদী হব। সমাজের দুর্দশায় আমাদের হৃদয় ব্যথিত হবে এবং পথহারা মানুষদের সঠিক পথে ফেরানোর জন্য আমাদের চিন্তা ও কর্মে অস্থিরতা কাজ করবে। শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াইয়ে বিজয়ী হ'তে হ'লে আমাদের মূলমন্ত্র হবে মানবকল্যাণ, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমাদের সামাজিক হ'তে হবে। একজন শিক্ষার্থী যখন নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে সমাজের অমানিশা দূর করার চেষ্টা করবে, তখনই সে প্রকৃত 'খাইরুল উম্মাহ' বা শ্রেষ্ঠ জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হবে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, আধুনিক নানামুখী ফিৎনা ও বস্তুবাদী মোহের মাঝে নিজেকে দ্বীনের উপর অবিচল রাখতে হ'লে ইসলামের সাজে নিজেকে সজ্জিত করার কোন বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত, মেধা এবং প্রতিটি সুযোগ মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক একটি আমানত। সময়ের সঠিক মূল্যায়ন, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আদব-আখলাকের চর্চার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী নিজেকে সত্যিকারের মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আখেরাতকে সামনে রেখেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। উম্মাহ্র কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। এই পথচলায় শত বাধা ও প্রতিকূলতা আসবে, কিন্তু হতাশ হওয়া যাবে না। সর্বাবস্থায় কুরআন-সুন্নাহকে মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্তভাবে আকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!

১১. বুখারী হা/৬৪১২; তিরমিযী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৫১৫৫।

যে দো'আটিতে লুকিয়ে আছে জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

মানুষের জীবন এক অবিরাম ছুটে চলার গল্প। এই ছুটে চলায় আমরা সম্পদ খুঁজি, সম্মান খুঁজি, খুঁজি একটু সুখ। কিন্তু দিন শেষে আমাদের সবচেয়ে বেশী যা প্রয়োজন হয়, তা হ'ল প্রশান্তি ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) উম্মতকে এমন একটি জাদুকরী দো'আ শিখিয়েছেন, যার মাত্র কয়েকটি শব্দে লুকিয়ে আছে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চাওয়া-পাওয়ার নির্যাস। সেই জাদুকরী দো'আটি হ'ল-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ *(আল্ল-হুম্মা ইন্নি আসআলুকাল 'আফিয়াহ)*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে 'আফিয়াহ' বা সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা চাই'। শব্দটি শুনতে সাধারণ মনে হ'লেও এর গভীরতা ও বিশালতা কল্পনাতীত। আসুন দো'আটির গভীরে প্রবেশ করে জেনে নেই এর প্রকৃত অর্থ, ফযীলত, তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট।

'আফিয়াত' শব্দের প্রকৃত অর্থ ও বিস্তৃতি :

আরবী 'আফিয়াত' (عافية) শব্দটি এসেছে 'আফউ' (ক্ষমা বা মুক্তি) থেকে। আমরা সাধারণত একে শুধু 'সুস্থতা' বা 'রোগমুক্তি' হিসাবে ধরে নিলেও প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ আরও ব্যাপক। বিদ্বানদের মতে আফিয়াত জীবনের চারটি প্রধান ক্ষেত্রকে সুরক্ষিত করে :

(১) দ্বীনের আফিয়াত : যাবতীয় গুনাহ, শিরক, বিদ'আত এবং ভ্রষ্টতা থেকে ঈমানকে সুরক্ষিত রাখা।

(২) দেহের আফিয়াত : যেকোন ধরনের রোগ-ব্যাধি ও শারীরিক বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকা।

(৩) দুনিয়াবী আফিয়াত : পরিবার, সম্পদ, সম্মান এবং সমাজ জীবনে যেকোন অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকা।

(৪) আখেরাতের আফিয়াত : কবরের আযাব ও জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে চূড়ান্ত মুক্তি লাভ।

অর্থাৎ আফিয়াত হ'ল এমন এক সামগ্রিক নিরাপত্তার চাদর, যা মানুষকে সব ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিপদ থেকে রক্ষা করে।

দো'আটির প্রেক্ষাপট ও ফযীলত :

১. রাসূল (ছাঃ)-এর আপন চাচা এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি দো'আ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'আপনি আল্লাহ্র কাছে আফিয়াত (নিরাপত্তা ও সুস্থতা) প্রার্থনা করুন'। কিছুদিন পর আব্বাস (রাঃ) পুনরায় একই অনুরোধ করলে রাসূল (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'হে আমার চাচা! আপনি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের আফিয়াতই প্রার্থনা করুন' *(তিরমিযী হা/৩৫১৪)*। এই পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে যে, 'আফিয়াত'-ই আল্লাহ্র কাছে চাওয়ার মতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ দো'আ।

মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে বিশেষভাবে এই একটি দো'আ বারবার শিখিয়েছেন। এর মাধ্যমে মূলত উম্মতের আগ্রহী মানুষদেরকে এই দো'আটি নিয়মিত পড়ার জন্য প্রবলভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সাথে সাথে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যেন আল্লাহ্র কাছে কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে এটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং নিজেদের যেকোন দুশ্চিন্তা ও সংকট দূর করতে এই দো'আরই আশ্রয় নেয় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/৩৪৮)*।

২. ঈমানের পর শ্রেষ্ঠ নে'মত : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা ও আফিয়াহ প্রার্থনা করো। কারণ ঈমানের পর 'আফিয়াহ'-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নে'মত কাউকে দেওয়া হয়নি *(তিরমিযী হা/৩৫৫৮; মিশকাত হা/২৪৮৯, সনদ হাসান ছহীহ)*।

৩. সকল দো'আর সারসংক্ষেপ : কেউ যদি দিনরাত মিলিয়ে শত শত দো'আ নাও করতে পারে, শুধু এই একটি দো'আ মন থেকে পড়ে, তবে তার দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণই আর বাদ থাকে না।

আফিয়াত কেন বড় নে'মত?

১. সব নে'মত উপভোগের চাবিকাঠি : আফিয়াত না থাকলে অন্য কোন নে'মতই উপভোগ করা যায় না। বিপুল সম্পদ বা ক্ষমতা থাকলেও মানুষ যদি রোগশয্যায় কাটায় কিংবা মানসিক অশান্তিতে ভোগে, তবে সেই সম্পদের কোন মূল্য থাকে না।

২. প্রতিরোধমূলক ঢাল : বিপদ আসার পর তা থেকে মুক্তি খোঁজার চেয়ে বিপদ আসার আগেই নিরাপদ থাকা অনেক বেশী প্রশান্তির। এজন্যই বলা হয়, 'যে ব্যক্তি আফিয়াত পেয়েছে, সে যেন দুনিয়ার সবকিছুই পেয়ে গেছে'।

৩. আত্মিক সুরক্ষা : আফিয়াত শুধু শারীরিক সুস্থতা নয়; এটি একজন মুমিনের চরিত্র ও আমলেরও নিরাপত্তা দেয়। গুনাহকে আত্মার রোগ বিবেচনা করলে, আফিয়াত সেই আত্মিক ব্যাধি থেকে মুক্তির গ্যারান্টি।

বর্তমান জীবনে আফিয়াতের প্রাসঙ্গিকতা :

মানুষের জীবনে এমন বহু বিপদ-আপদ রয়েছে যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আধুনিক যুগে অদৃশ্য রোগ, আকস্মিক দুর্ঘটনা, মানসিক উদ্বেগ, পারিবারিক ভাঙন কিংবা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মানুষকে এক চরম অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে আফিয়াতের দো'আ এক পরম রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। এটি বান্দাকে তার সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করতে শেখায়। নিয়মিত আফিয়াত প্রার্থনার মাধ্যমে অন্তরে তাওয়াক্কুল ও প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়।

কোন সময় পড়বেন?

এই দো'আটি পড়ার নির্দিষ্ট কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। দো'আটি যেকোন সময়ই পড়া যায়। তবে বিশেষ কিছু সময়ে এটি পড়া সুন্নাত। যেমন রাসূল (ছাঃ) সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত এ আমলটি করতেন *(আবূদাঊদ হা/৫০৭৪)*। এছাড়া আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে, সিজদা ও তাহাজ্জুদে, তাশাহহুদে সালাম ফেরানোর পূর্বেও দো'আটি পাঠ করা যায়।

একটি বিশেষ পরামর্শ : চাইলে দো'আটিকে আরেকটু বড় করেও পড়া যায়। তা হ'ল- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ *'আল্ল-হুম্মা ইন্নি আসআলুকাল 'আফওয়াহ ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ-দুনিয়া ওয়াল-আখেরাহ।* (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাই) *(আবূদাঊদ হা/৫০৭৪)*।

উপসংহার : আফিয়াতের দো'আ জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ কামনার এক অনন্য মাধ্যম। দ্বীন, দেহ, মন, পরিবার, সমাজ ও পরকালীন জীবনের প্রতিটি স্তরে নিরাপত্তা পাওয়ার এই দো'আটি রাসুল (ছাঃ)-এর একটি প্রিয় আমল ছিল। তাই প্রাত্যাহিক জীবনে, নিয়মিত ভাবে আফিয়াতের দো'আ করা আমাদের সবার জন্যই অত্যন্ত যরূরী। রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

শী'আ মতবাদ ও তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা

*-মুজাহিদুল ইসলাম**

ভূমিকা :

শী'আ একটি ভ্রান্ত ফের্কা। রাজনৈতিক মতভেদের প্রেক্ষাপটে এর সূচনা হ'লেও পরবর্তীকালে এটি একটি চরমপন্থী ও ভ্রান্ত ধর্মীয় মতবাদে রূপান্তরিত হয়। এরা ইসলামের ইতিহাসের এক কলংকময় অধ্যায় রচনা করেছে। ছাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ, কুরআন বিকৃতির দাবী, তাকিয়া নীতি এবং ইমামদের এলাহী ক্ষমতার অধিকারী মনে করার মতো জঘন্য ও ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাগুলো তাদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করেছে। ইসলামের সাথে তাদের যোজন যোজন দূরত্ব থাকলেও না জেনে অনেকেই তাদেরকে ঢালাওভাবে মুসলিম মনে করে থাকেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা শী'আদের পরিচয়, উৎপত্তি এবং তাদের ভয়াবহ ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

শী'আ ও রাফেযী পরিচিতি

শী'আ পরিচিতি :

'শী'আ' (الشيعة) শব্দটি আরবী। যার আভিধানিক অর্থ দল, সম্প্রদায়, অনুসারী, ভক্ত, গোষ্ঠী। শব্দটি একবচন, বহুবচনে شِيَعٌ، أَشْيَاعٌ।[১] পবিত্র কুরআনে শব্দটি মূলত এই আভিধানিক অর্থেই এসেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، 'আর ইবরাহীম তো তাঁর (নূহের) অনুগামীদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(ছাফফাত ৩৭/৮৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ 'যেমন পূর্বে তাদের সমমনাদের সাথে করা হয়েছিল' *(সাবা ৩৪/৫৪)*।

ইসলামী পরিভাষায় এটি এমন এক গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা বিশ্বাস করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর খেলাফত বা ইমামতের একমাত্র বৈধ হকদার হ'লেন আলী (রাঃ) এবং তাঁর বংশধর। তারা ইসলামী আক্বীদা ও শরী'আতের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রথম তিন খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবীকে প্রত্যাখ্যান ও তাকফীর করার মতো ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এটি নিছক একটি রাজনৈতিক অবস্থান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও কালক্রমে ইহুদী ও মাজুসী চক্রান্তের প্রভাবে এটি একটি চরমপন্থী ও ঈমান বিধ্বংসী ধর্মীয় মতবাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

রাফেযী পরিচিতি :

'রাফযুন' (رَفْضٌ) আরবী শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হ'ল– প্রত্যাখ্যান, অস্বীকৃতি, অস্বীকার।[২] পারিভাষিক অর্থে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, هُمْ الَّذِينَ يَتَبَرَّؤُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسُبُّونَهُمْ، وَيَتَنَقَّصُونَ وَيُكَفِّرُونَ الْأَئِمَّةَ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَالْمِقْدَادُ، وَسَلْمَانُ، وَلَيْسَتِ الرَّافِضَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، 'রাফেযীরা হ'ল তারা, যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করে, তাঁদের গালি দেয়, তাঁদের মর্যাদা খাটো করে এবং চারজন (ছাহাবী) ব্যতীত বাকী সবাইকে কাফের বলে। ঐ চারজন হ'লেন– আলী, আম্মার, মিক্বদাদ ও সালমান (রাঃ)। আর রাফেযীদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই'।[৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ (২১৩-২৯০ হি./৮২৮-৯০৩ খ্রি.) বলেন, سَأَلْتُ أَبِي: مَنِ الرَّافِضَةُ؟ فَقَالَ: الَّذِينَ يَشْتِمُونَ أَوْ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا 'আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাফেযী কারা? তিনি বললেন, যারা আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-কে গালি দেয় তারাই রাফেযী'।[৪] অর্থাৎ যারা মূল শী'আদের নীতি প্রত্যাখ্যান করে বের হয়ে গেছে, তাদেরকেই 'রাফেযী' বলা হয়। রাফেযীরা মূলত শী'আ সম্প্রদায় থেকে প্রত্যাখ্যাত একটি চরম পথভ্রষ্ট ফিরক্বা।

শী'আদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'শী'আ' মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম একটি সংবেদনশীল ও জটিল অধ্যায়। শী'আ মতবাদ রাতারাতি কোন পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় মতাদর্শ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি; বরং এটি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক মতভেদ থেকে শুরু করে চরমপন্থী ধর্মীয় আক্বীদায় রূপান্তরিত হয়েছে। এর ক্রমবিকাশকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) প্রথম পর্যায় :

প্রথম পর্যায়ে এটি ছিল নিছকই একটি রাজনৈতিক দল। ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর সৃষ্ট ফেৎনা এবং পরবর্তীতে আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার দ্বন্দ্বের সময় যারা আলী (রাঃ)-এর পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তাদেরকে 'শী'আতু আলী' (আলী-এর দল) বলা হ'ত। এই আদি শী'আদের আক্বীদায় তেমন কোন বিচ্যুতি ছিল না।

---

* *নশিপুর, গাবতলী, বগুড়া।*

১. *ড. ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, মে/২০০৯), পৃ. ৬১৪ ।*

২. *ড. ফজলুর রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী, পৃ. ৫১৬।*

৩. *মুহাম্মাদ আবূ ইয়া'লা (৩৮০-৪৫৮ হি./৯৯০-১০৬৬ খ্রি.), ত্বাবাকাতুল হানাবিলা, তাহকীক্ব : মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাকী (কায়রো : মাত্বা'আতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিইয়াহ, ১৩৭১হি./১৯৫২খ্রি.), ১/৩৩; নাছির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-ক্বিফারী, উছূলু মাযহাবিশ শী'আহ আল-ইমামিয়্যাহ আল-ইছনা 'আশারিয়্যাহ–'আরদ ওয়া নাকদ (রিয়াদ : দারু ত্বাইবাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ৩/১২৫২।*

৪. *ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), আছ-ছারিমুল মাসলূল 'আলা শাতিমির রাসূল, তাহকীক্ব : মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামীদ (সঊদী আরব : আল-হিরসুল ওয়াত্বানী, তা.বি), পৃ. ৫৬৭।*

তাঁরা আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে অকপটে স্বীকার করতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন, كَانَتِ الشِّيعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ الَّذِينَ صَحِبُوا عَلِيًّا أَوْ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي تَفْضِيلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَإِنَّمَا كَانَ نزَاعُهُمْ فِي تَفْضِيلِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ 'আলী (রাঃ)-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী শী'আগণ অথবা যারা তাঁর সময়কাল পেয়েছেন, তারা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করতেন না। তাঁদের মধ্যে কেবল ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নিয়েই বিতর্ক ছিল'।[৫] এজন্য প্রথম পর্যায়ের সালাফগণ তাদের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় ফৎওয়া দিয়েছেন। কারণ তারা বর্তমান শী'আদের মতো জঘন্য ছিল না।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় :

এ পর্যায়ে শী'আ মতবাদের মধ্যে আক্বীদাগত বিচ্যুতির অনুপ্রবেশ ঘটে। মূলত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক এক ইয়ামেনী ইহুদীর মাধ্যমে ইসলামে গুপ্ত চক্রান্ত ও ভ্রান্ত আক্বীদার বিষবৃক্ষ রোপিত হয়। ইতিহাসে এরা 'সাবাঈ' হিসাবে পরিচিত। এরাই সর্বপ্রথম আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং চরমপন্থী ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। এমনকি তাঁর মধ্যে ইলাহী সত্তার (ইলাহ) দাবী তুলে ধরে। এই সাবাঈদের অপতৎপরতার বিষয়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও আক্বীদা বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কারীম আশ-শাহরাস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হি.) বলেন, السَّبَائِيَّةُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَإٍ، الَّذِي قَالَ لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: أَنْتَ، أَنْتَ، يَعْنِي أَنْتَ الْإِلَهُ، فَنَفَاهُ إِلَى الْمَدَائِنِ. زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، وَكَانَ فِي الْيَهُودِيَّةِ يَقُولُ فِي يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَصِيِّ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الْقَوْلَ بِالنَّصِّ بِإِمَامَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمِنْهُ انْشَعَبَتْ أَصْنَافُ الْغُلَاةِ. 'সাবাঈ হ'ল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা-এর অনুসারী, যে আলী (রাঃ)-কে বলেছিল, আপনি! আপনি! অর্থাৎ আপনি-ই ইলাহ। ফলে আলী (রাঃ) তাকে মাদায়েনে নির্বাসিত করেন। তারা দাবী করে যে, সে মূলত একজন ইহূদী ছিল। পরে ইসলাম গ্রহণ করে। ইহূদী অবস্থায় সে যেমন মূসা (আঃ)-এর ওছী বা প্রতিনিধি ইউশা' ইবনে নূন সম্পর্কে বিশেষ বিশ্বাস পোষণ করত, ইসলাম গ্রহণের পর আলী (রাঃ) সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলতে শুরু করে। আলী (রাঃ)-এর ইমামত সম্পর্কে 'নাছ' (সুস্পষ্ট মনোনয়ন)-এর মতবাদ সর্বপ্রথম সে-ই প্রকাশ করে। আর তার থেকেই চরমপন্থী দলগুলোর বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়'।[৬] আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (১৩৬৭-১৪০৭ হি./১৯৪৫-১৯৮৭ খ্রি.) বলেন, 'শী'আ মতবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হ'ল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। যাকে ছান'আর ইহুদীরা মদীনায় পাঠিয়েছিল ইসলামের পোষাক পরিধান করিয়ে (ছদ্মবেশে)। সে নিজের ভেতরে চরম কুফর এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখেছিল। সেই হ'ল বর্তমান শী'আ মতবাদের মূল ভিত্তি স্থাপনকারী প্রথম ব্যক্তি, যে মুসলমানদের মধ্যে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ জামা'আতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আর এমন সব ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার করেছে যা আল্লাহ্র কিতাব ও সুন্নাহ্র সম্পূর্ণ বিপরীত'।[৭]

এই সময়কাল থেকেই শী'আরা আলী (রাঃ)-কে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে শুরু করে। যেমন তৎকালীন যুগের শী'আ শারীক ইবনু আব্দুল্লাহ আন-নাখঈ (৯৫-১৭৭ হি./৭১৪-৭৯৩ খ্রি.)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল, যারা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে আলী (রাঃ)-এর ওপর শ্রেষ্ঠ বলে তাদের কি শী'আ বলা যায়? তিনি তা নিষেধ করেছিলেন।[৮] অর্থাৎ তার আক্বীদা হ'ল আলী (রাঃ) ছিলেন আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর যারা এই আক্বীদা পোষণ করে না তারা শী'আ নয়। তখন থেকেই সালাফগণ এমন বাতিল আক্বীদার কঠোর বিরোধিতা শুরু করেন। যেমন প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম সুফিয়ান আছ-ছাওরী (৯৭-১৬১ হি./৭১৬-৭৭৮ খ্রি.) বলেন, مَنْ فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَمَا أَرَى يَصْعَدُ لَهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلٌ وَهُوَ كَذَلِكَ 'যে ব্যক্তি আলীকে আবুবকর ও ওমরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয় সে মুহাজির ও আনছারদের মর্যাদাকে খাটো করল। আর আমি মনে করি এ বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তির কোন আমলই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় উন্নীত হয় না'।[৯]

(খ) তৃতীয় পর্যায় :

পূর্ণাঙ্গ রাফেযী মতবাদের উদ্ভব ঘটে উমাইয়া শাসনামলের শেষের দিকে এবং আব্বাসীয় যুগে। ১২২ হিজরীতে হুসাইন (রাঃ)-এর পৌত্র যায়েদ বিন আলী (৭৯-১২২ হি./৬৯৮-

৫. *ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ফী নাকদি কালামিশ শী'আহ ওয়াল ক্বাদারিয়্যাহ, তাহকীক্ব : মুহাম্মাদ রাশাদ সালিম (রিয়াদ : জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ১/১৩ ।*

৬. *আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কারীম আশ-শাহরাস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হি./১০৮৬-১১৫৩ খ্রি.), আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (কায়রো : মুআসসাসাতুল হালাবী, তাবি), ১/১৮৪ ।*

৭. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ইসাঈলিইয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বায়িদ (লাহোর, পাকিস্তান : ইদারাতু তারজুমানিস সুন্নাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৩৯ ।*

৮. *ড. আলী মুহাম্মাদ ছাল্লাবী, 'ফিক্বরুল খাওয়ারিজ ওয়াশ শী'আতি ফী মীযানি আহলিস সুন্নাতী ওয়াল জামা'আত (কায়রো : দারু ইবনে হাযম, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৯হি./২০০৮খ্রি.), পৃ. ৯৪ ।*

৯. *ইবনু তাইমিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, সম্পাদনা আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ক্বাসেম (মদীনা মুনাওয়ারা: মুজাম্মা' আল-মালিক ফাহদ লি তিবা'আতিল মুছহাফিশ শরীফ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.), ১৩/৩৪ ।*

৭৪০ খ্রি.) খলীফা হিশাম ইবনু আব্দুল মালেকের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করেন তখন একদল কূফাবাসী তাঁকে শর্ত দেয় যে, তিনি যদি আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে অস্বীকার করেন এবং তাঁদেরকে গালি দেন তবেই তারা তাঁর সাথে থাকবে। যায়েদ বিন আলী (রাঃ) এই জঘন্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং প্রথম দুই খলীফার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ফলশ্রুতিতে এই চরমপন্থীরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। তখন থেকেই তারা 'রাফেযী' (প্রত্যাখ্যানকারী) নামে পরিচিত হয়। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হি./১৯২৯-২০০১ খ্রি.) বলেন, 'রাফেযীরা হ'ল তারা, যাদেরকে বর্তমানে শী'আ বলা হয়। তাদেরকে রাফেযী নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা যায়দ ইবনু আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালেব (রাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বর্তমানের যায়দিয়ারা তাঁরই দিকে নিজেদের সম্পর্কিত করে। যায়েদ ইবনু আলীকে প্রত্যাখ্যানের কারণ ছিল তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 'আপনি আবুবকর ও ওমর সম্পর্কে কি বলেন'? তারা চেয়েছিল তিনি যেন তাঁদের দু'জনকে গালি দেন ও তাঁদের সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, نِعْمَ الْوَزِيرَانِ وَزِيرَا جَدِّي، يُرِيدُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ 'তাঁরা ছিলেন আমার নানা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সর্বোত্তম দুই সহযোগী'। এভাবে তিনি তাঁদের প্রশংসা করেন। ফলে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে, তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয় এবং তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এ কারণেই তাদের নাম হয় 'রাফেযী' (প্রত্যাখ্যানকারী)।[১০] তবে আবুল হাসান আল-আশ'আরী (২৬০-৩২৪ হি./৮৭৪-৯৩৬ খ্রি.) বলেন, وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، 'তাদেরকে রাফেযী নামে অভিহিত করা হয়েছে এ কারণে যে, তারা আবুবকর ও ওমরের ইমামত বা খেলাফতকে প্রত্যাখ্যান করেছে'।[১১] পরবর্তীতে এই রাফেযীরাই বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যার মধ্যে ইছনা আশারিইয়া (বারো ইমামী) এবং ইসমাঈলীয়া অন্যতম। ধীরে ধীরে তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলস্রোত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং ছাহাবায়ে কেরামকে তাকফীর করা, কুরআন বিকৃতির দাবী, ইমামদেরকে নিষ্পাপ ও গায়েবের জ্ঞানী মনে করা এবং তাকিয়া-এর মতো ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদাগুলোর উদ্ভব ঘটায়। এভাবেই একটি রাজনৈতিক মতপার্থক্য কালক্রমে ইহুদী ও মাজুসী (অগ্নিপূজক) ষড়যন্ত্রের রসদ পেয়ে একটি ভ্রান্ত ও চরমপন্থী ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। যা যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং ইসলামী খেলাফতের পতনে গুপ্তঘাতকের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শী'আ সম্প্রদায়ের প্রধান শাখা-প্রশাখা

পরবর্তীতে শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। কালক্রমে এদের অনেকগুলোর বিলুপ্তি ঘটলেও বর্তমানে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ শাখা হ'ল তিনটি। এই তিনটি প্রধান শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হ'ল।

১. ইমামিয়া ইছনা-আশারিইয়া (الإِمَامِيَّة الِاثْنَا عَشَرِيَّة) :

বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম ও সবচেয়ে কট্টরপন্থী শী'আ গোষ্ঠী হ'ল এই 'ইমামিয়া ইছনা-আশারিইয়া' বা বারো ইমামী সম্প্রদায়। আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ সাধারণত 'রাফেযী' বলতে এদেরকেই বুঝিয়ে থাকেন। এদের 'ইছনা-আশারিইয়া' বা 'বারো ইমামী' বলার কারণ হ'ল তারা নির্দিষ্ট বারোজন ইমামের ধারায় বিশ্বাস করে। তিউনিসীয় শী'আ গবেষক আব্দুল্লাহ জানূফ স্বীয় ডক্টরেট থিসিসে সেই বারোজন ইমামের একটি তালিকা দিয়েছেন, যা পরিমার্জন সহ নিম্নরূপ :

১. আলী ইবনু আবী তালেব (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খ্রি.)
২. হাসান ইবনু আলী (৩-৫০ হি./৬২৫-৬৭০ খ্রি.)
৩. হুসাইন ইবনু আলী (৪-৬১ হি./৬২৬-৬৮০ খ্রি.)
৪. আলী যায়নুল আবিদীন (৩৮-৯৫ হি./৬৫৯-৭১৩ খ্রি.)
৫. মুহাম্মাদ আল-বাক্বির (৫৭-১১৪ হি./৬৭৭-৭৩৩ খ্রি.)
৬. জা'ফর আছ-ছাদিক (৮০-১৪৮ হি./৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.)
৭. মূসা আল-কাযিম (১২৮-১৮৩ হি./৭৪৫-৭৯৯ খ্রি.)
৮. আলী আর-রিযা (১৪৮-২০৩ হি./৭৬৫-৮১৮ খ্রি.)
৯. মুহাম্মাদ আল-জাওয়াদ (১৯৫-২২০ হি./৮১১-৮৩৫ খ্রি.)
১০. আলী আল-হাদী (২১২-২৫৪ হি./৮২৮-৮৬৮ খ্রি.)
১১. হাসান আল-আসকারী (২৩২-২৬০ হি./৮৪৬-৮৭৪ খ্রি.)
১২. মুহাম্মাদ আল-মাহদী (জন্ম ২৫৫ হি.-মৃত্যুকাল অজ্ঞাত) (তাদের কাল্পনিক ধারণা অনুযায়ী তিনি শিশু অবস্থায় প্রায় ৫ বছর বয়সে সামাররার এক গুহায় অন্তর্হিত হয়েছেন এবং ইমাম মাহদী হয়ে ক্বিয়ামতের আগে আগমন করবেন)।[১২]

ইছনা আশারিইয়া (বারো ইমামী) শী'আরা বর্তমানে শী'আদের বৃহত্তম শাখা। তাদের প্রধান কেন্দ্র ইরান। তাছাড়া ইরাক, আজারবাইজান, বাহরাইন, লেবানন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, ভারত, বাংলাদেশ, সিরিয়া, সঊদী আরব, কুয়েত, ইংল্যান্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশে ইছনা আশারিইয়া শী'আদের বসবাস রয়েছে।[১৩] ২০১১ সাথে পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ২% শী'আ। তাদের সংখ্যা প্রায় ২৯ লাখ ৭২ হাযার। এর মধ্যে

১০. *মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল (রিয়াদ : দারুল ওয়াতান, ১৪১৩ হি.), ৮/৪৪৭।*
১১. *আবুল হাসান আল-আশ'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়াখতিলাফুল মুছাল্লীন (কায়রো : মাকতাবাতুল আছরিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২৬হি./২০০৫খ্রি.), ১/৩৩; ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩/৪৭০।*
১২. *আব্দুল্লাহ জানূফ, আক্বাইদুশ শী'আ আল-ইছনা আশারিইয়াহ (বৈরূত : দারুত ত্বালী'আহ, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল/২০১৩), পৃ. ৫।*
১৩. *World Shia Muslim Population – Islamic Research and Information Center (IRIC) (https://iric.org/ world-shia-muslim-population)*

প্রায় সবাই বারো ইমামী শী'আ।[১৪]

২. ইসমাঈলিয়া (الْإِسْمَاعِيلِيَّة) :

শী'আদের এই শাখাটির উদ্ভব ঘটে তাদের ষষ্ঠ ইমাম জা'ফর আছ-ছাদিক (৮০-১৪৮ হি./৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.)-এর ইন্তেকালের পর। এটি একটি চরমপন্থী ও বাতেনী সম্প্রদায়। জা'ফর আছ-ছাদিকের পর পরবর্তী ইমাম কে হবেন তা নিয়ে শী'আরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'ইমামিয়া' সম্প্রদায় তাঁর পুত্র মূসা আল-কাযিমকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে আরেকটি দল জা'ফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল ইবনু জা'ফর (১১০-১৩৮ হি./৭২৮-৭৫৫ খ্রি.) অথবা তাঁর বংশধরদের ইমাম হিসাবে দাবী করে। এই দলটিই ইতিহাসে 'ইসমাঈলিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৫]

বর্তমানে ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ভারতে বসবাস করে। তাছাড়া আফগানিস্তানের বাদাখশান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, সিরিয়া ও ইয়েমেনে ঈসমাঈলী শী'আদের বসবাস রয়েছে। এছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে–বিশেষত কেনিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা ও অ্যাঙ্গোলায় উল্লেখযোগ্য ইসমাঈলী জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যেমন কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী ইসমাঈলী বসবাস করে। তদুপরি মালয়েশিয়া, ইরান, সঊদী আরব, জর্ডান, ইরাক এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোসহ বিশ্বের আরও বিভিন্ন দেশে ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের উপস্থিতি রয়েছে।[১৬]

৩. যায়দিয়াহ (الزَّيْدِيَّة) :

এরা হ'ল হুসাইন (রাঃ)-এর পৌত্র যায়দ ইবনু আলী (৭৯-১২২ হি./৬৯৮-৭৪০ খ্রি.)-এর অনুসারী। তারা মনে করে ইমামত কেবল ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁদের বাইরে অন্য কারো জন্য ইমামত বৈধ নয়। তবে তাদের মতে ফাতেমী বংশের যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সাহসী ও দানশীল হবে এবং ইমামতের দাবীতে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করবে সে-ই আনুগত্যের উপযুক্ত ইমাম বলে গণ্য হবে'।[১৭] তাদের প্রধান আক্বীদাগত বৈশিষ্ট্য হ'ল- তারা আলী (রাঃ)-কে অন্যান্য সকল ছাহাবীর চেয়ে উত্তম মনে করে। তবে চরমপন্থী রাফেযীদের বিপরীতে তারা আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকে বাতিল বলে না; বরং তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, ফিতনা প্রতিরোধ এবং মুসলিম সমাজের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে আবুবকরের খেলাফত অধিক উপযোগী ছিল'।[১৮] তবে ইমাম হারব ইবনু ইসমাঈল আল-কারমানী (মৃত্যু : ২৮০ হি./৮৯৩-৮৯৪ খ্রি.) বলেন, والزيدية هم رافضة وهم الذين يتبرءون من عثمان، وطلحة والزبير، وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي، برًّا كان أو فاجرًا حتى يَغلب أو يُغلب 'আর যায়দিয়ারা, তারাও রাফেযীদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারা ওছমান, তালহা, যুবায়ের ও আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি সম্পর্কচ্ছেদ (বারাআত) প্রকাশ করে। আর তারা মনে করে 'আলীর বংশধরদের মধ্য থেকে যে বিদ্রোহ বা আন্দোলনে বের হবে, সে নেককার হোক বা পাপাচারী হোক, তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করা আবশ্যক, যতক্ষণ না সে বিজয়ী হয় অথবা পরাজিত হয়'।[১৯]

সুতরাং 'যায়দিয়াহ' সম্প্রদায়কে অন্যান্য চরমপন্থী শী'আদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনে করা হ'লেও তাত্ত্বিকভাবে তারাও 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আক্বীদাগত বিচ্যুতি ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের কারণে ওলামায়ে কেরাম তাদেরও বিদ'আতী ও ভ্রান্ত ফিরক্বা হিসাবেই গণ্য করে থাকেন।[২০]

যায়দিয়া শী'আদের সংখ্যা প্রায় ৮-১০ মিলিয়ন। এদের প্রায় সবাই ইয়ামেনে বসবাস করে। ইয়ামেনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশই হ'ল যায়দী শী'আ। মূলত উত্তর ইয়ামেন, ছানা এবং দেশটির পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে তাদের ব্যাপক আধিপত্য রয়েছে।[২১] ইয়ামেনের 'হাওছী' আন্দোলনের ঐতিহাসিক শিকড় যায়দিইয়া সমাজের মধ্যেই প্রোথিত। তবে সমসাময়িক হূথী চিন্তাধারায় কট্টরপন্থী 'ইমামিয়া ইছনা-আশারিয়া' শী'আদের রাজনৈতিক ও আক্বীদাগত প্রভাব প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। সঊদী আরবের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতেও যায়দিয়া শী'আদের বসবাস রয়েছে।[২২]

বর্তমানে ইরান, ইরাক, লেবানন, বাহরাইন এবং আজারবাইজানে ইছনা আশারিইয়া শী'আদের আধিপত্য ও বিস্তার সর্বাধিক। আর গোটা বিশ্বের মোট শী'আ জনসংখ্যার ৮৯-৯৫% বারো ইমামী (ইছনা আশারিইয়া) শী'আ। আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ শাহরী বলেন, إنَّ لفظَ الشيعةِ إذا أُطلقَ اليوم : فإنه لا يَنصرفُ إلاَّ إلى طائفة الاثنى عشرية، وذلك لأنَّ الاثنى عشرية هم غالبيةُ الشيعةِ اليوم في إيران، والعراق، وسوريا، ولبنان، ودول الخليج، وغير ذلك من الأماكن، ولأنَّ مصادرهم في الحديث والرواية قد استوعبت مُعظمَ آراءِ الفِرق الشيعية التي خَرَجَت في فترات التاريخ، 'বর্তমানে শী'আ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হ'লেও তা কেবল 'ইছনা

---

১৪. https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশে_শিয়া_ইসলাম
১৫. শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৯১।
১৬. https://shorturl.at/TW7II
১৭. আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল কারীম আশ-শাহরাস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হি./১০৮৬-১১৫৩ খ্রি.), আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (কায়রো : মুআসসাসাতুল হালাবী, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), ১/১৫৪।
১৮. শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, পৃ. ১৫৫।
১৯. হারব ইবনু ইসমাঈল আল-কারমানী, ইজমা'উস সালাফ ফিল ই'তিকাদ কামা হাকাহু হারব আল-কারমানী (কায়রো : দারুল ইমাম আহমাদ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), পৃ. ৮৪-৮৫।
২০. শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/১৫৪; ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ১/৩৫।
২১. https://worldpopulationreview.com
২২. https://shiatent.com/

আশারিইয়া' সম্প্রদায়কেই বোঝায়। এর কারণ হ'ল বর্তমানে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহসহ অন্যান্য স্থানে এই ইছনা আশারিইয়া সম্প্রদায়ই শী'আদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এর আরেকটি কারণ হ'ল হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের উৎস গ্রন্থগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করা অধিকাংশ শী'আ উপদলের মতবাদকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে নিয়েছে'।[২৩]

শী'আদের ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিশ্বাস :

শী'আদের বিভিন্ন ধর্মীয় বইপত্র ও তাফসীরের কিতাব থেকে তাদের কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা উল্লেখ করা হ'ল-

১. ইছনা আশারিইয়াহ শী'আদের মতে ইমামগণ আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত (مَنْصُوص من الله)। এটি নবুঅতের মতোই একটি এলাহী পদ।[২৪]

২. ইমামগণ নবী-রাসূলদের মতোই জন্মগতভাবে ছোট-বড় যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ও পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বা মা'ছূম।[২৫]

৩. ইমামদেরকে চেনা ও মানা ফরয। ইমামদেরকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। তাদের প্রতি রাসূলের আনুগত্যের ন্যায় আনুগত্য পোষণ করতে হবে।[২৬] এছাড়া ইমামগণ নবীগণের ন্যায় নিষ্পাপ ও তারা যে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখেন।[২৭]

৪. তারা তাদের ইমামদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্র নাম এবং তাঁর সুমহান গুণাবলী দ্বারা বিশেষায়িত করে।[২৮]

৫. আলী (রাঃ) হ'লেন রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্বের অন্যতম একটি শাখা।[২৯]

৫. মহান আল্লাহ্র একটি অংশ তাদের ইমামদের মধ্যে অনুপ্রবেশ বা অবতীর্ণ (হুলুল) হয়েছে।[৩০]

৬. দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুই ইমামের মালিকানাধীন এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন।[৩১]

৭. মহাবিশ্বের সকল ঘটনাবলী ও প্রাকৃতিক নিয়ম-কানূন ইমামেরই নির্দেশ ও কর্মকাণ্ডের অংশ।[৩২]

৮. তাদের ইমামগণ অতীত এবং ভবিষ্যতের গায়েবের জ্ঞান রাখে।[৩৩]

৯. শী'আদের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-কে ক্বিয়ামতের দিন ইবলীসের চেয়েও বেশী শাস্তি দেওয়া হবে।[৩৪] নাঊযুবিল্লাহ।

১০. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতের কাজ ছিল কেবল আলী (রাঃ)-এর পরিচয় তুলে ধরা। শুধু আলী (রাঃ)-এর কাছে কুরআন ব্যাখ্যা করাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর দায়িত্ব।[৩৫]

১১. তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের গালিগালাজ করে, তাঁদেরকে অভিসম্পাত দেয়। তাদের আক্বীদা হ'ল আলী (রাঃ) সহ মাত্র কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত প্রথম তিন খলীফা সহ সকল ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কাফের হয়ে গেছেন।[৩৬]

১২. তাদের ইমামদের নিকটে ফেরেশতা যাওয়া-আসা করেন।[৩৭]

১৩. জিবরীল যে কুরআন নিয়ে এসেছিলেন তাতে ১৭ হাযার আয়াত ছিল।[৩৮]

১৪. তাদের নিকটে 'মুছহাফে ফাতেমী' রয়েছে, যা কুরআনের চাইতে তিনগুণ বড় এবং তাতে কুরআনের একটি হরফও নেই।[৩৯]

১৫. সুন্নীরা জাহান্নামী, তারা কাফের, নাপাক, তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা নাজায়েয, তাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া অবৈধ, তারা ব্যভিচারের সন্তান, তারা বানর এবং শূকর, তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব।[৪০]

১৬. ইমাম ও অলীদের মাযার যিয়ারত করা ফরয। যিয়ারত পরিত্যাগকারী কাফের।[৪১]

১৭. হুসায়েন (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা বিশ বার হজ্জ এবং ওমরাহ করার চেয়েও উত্তম।[৪২]

১৮. তাদের নিকট সাধারণ ওলামা ও মুজতাহিদদের ইজমা বা ঐকমত্য শরী'আতের কোন অকাট্য দলীল নয়, যতক্ষণ না সেই ইজমার মধ্যে তাদের কোন নিষ্পাপ ইমামের বক্তব্য বা মতামত অন্তর্ভুক্ত থাকে।

১৯. আল্লাহ্র বাণী, فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا 'অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যে জ্যোতি আমরা নাযিল করেছি, তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর' (তাগাবুন ৬৪/৮)। এই আয়াতের ব্যাপারে তারা বলে– এই 'নূর' হ'ল ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারের (আহলুল বাইতের) ইমামগণ। আল্লাহ্র কসম! তারাই হ'লেন আল্লাহ্র সেই নূর যা তিনি নাযিল করেছেন'।[৪৩]

২০. ইমামদের নাম উচ্চারণ করা ব্যতীত কোন দো'আ কবুল হয় না।[৪৪]

---

২৩. *আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ শাছরী, আক্বাইদুশ শী'আ আল-ইছনা আশারিইয়াহ : সুওয়াল ওয়া জাওয়াব, পৃ. ২৭।*
২৪. *যাহাবী, আল-মুন্তাক্বা মিন মিনহাজিল ই'তিদাল, পৃ. ৪১৫।*
২৫. *বিহারুল আনওয়ার ২৫/২১১; মারআতুল 'উক্বূল ৪/৩৫২; আওয়াইকুল মাক্বালাত, পৃ. ২৭৬।*
২৬. *উছূলুল কাফী ১/১১০।*
২৭. *উছূলুল কাফী, পৃ.২২১, ২৭৮।*
২৮. *উছূলুল কাফী ১/১৪৩-১৪৪।*
২৯. *বিহারুল আনওয়ার ২৭/৩৪; শারহুয যিয়ারাতিল জামি'আতিল কুবরা ১/৭০।*
৩০. *মিছবাহুল হিদায়াহ, পৃ. ১২৩; উছূলুল কাফী ১/৪৪০ ।*
৩১. *উছূলুল কাফী ১/৩০৮।*
৩২. *বিহারুল আনওয়ার ২৭/৩৩; আল-ইখতিছাছ, পৃ. ৩২৭।*
৩৩. *কুলাইনী, আল-কাফী, হুজ্জাহ অধ্যায় ১/২০৩।*
৩৪. *তাফসীরে 'ইয়াশী ২/২৪০; তাফসীরে ছাফী ৩/৭৪।*
৩৫. *আক্বাইদুশ শী'আ আল-ইছনা আশারিইয়াহ, পৃ. ৩১।*
৩৬. *উছূলুল কাফী ৮/২৪৫।*
৩৭. *উছূলুল কাফী পৃ. ১৩৫।*
৩৮. *উছূলুল কাফী ২/৬৩৪।*
৩৯. *উছূলুল কাফী ১/২৩৯।*
৪০. *বিহারুল আনওয়ার ৮/৩৬৮-৩৭০, উছূলুল কাফী ১/২৩৯, ৮/১৩৫।*
৪১. *কিতাবু কামালিয যিয়ারাহ, পৃ. ১৮৩।*
৪২. *ফুরূউল কাফী ১/৩২৪।*
৪৩. *উছূলুল কাফী ১/৩১৯।*
৪৪. *বাশারাতুল মুস্তাফা লি শী'আতিল মুরতাযা, পৃ. ১৫৬, ১১৬; ওয়াসাইলুশ শী'আ ৪/৬৫৯।*

২১. ইসমাঈলীয় শী'আরা ইসলামী শরী'আতের প্রকাশ্য অর্থের চেয়ে কুরআনের 'বাতিনী' (الْبَاطِنِيَّة) বা মনগড়া গুপ্ত ব্যাখ্যার উপর সর্বাধিক জোর দেয়। কেননা বাতেনী অর্থটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[৪৫]

শী'আরা এমন আরো অনেক ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী, যা তাদের কিতাবপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের অনেক মানুষ ইরানের রাফেযী শী'আদের মুসলিম মনে করে থাকে। আল-ইয়াযু বিল্লাহ।

তাবেঈ তালহা ইবনে মুছাররিফ (মৃত্যু : ১১২ হি./ ৭৩০ খ্রি.) বলেন, الرَّافِضَةُ لا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ، وَلا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ، لأَنَّهُمْ أَهْلُ رِدَّةٍ 'রাফেযীদের নারীদের বিবাহ করা যাবে না এবং তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশতও খাওয়া যাবে না। কেননা তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী'।[৪৬] তিনি আরে বলেন, لَوْلَا أَنِّي عَلَى طَهَارَةٍ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَقُولُهُ الرَّوَافِضُ، 'আমি যদি পবিত্র অবস্থায় (অযুসহ) না থাকতাম, তাহ'লে তোমাদেরকে রাফেযীরা যা বলে তা বলে দিতাম'।[৪৭] প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরয়াবী (১২০-২১২ হি./৭৩৭-৮২৭ খ্রি.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যে ব্যক্তি আবুবকর (রাঃ)-কে গালি দেয় তার বিধান কী? তিনি বললেন, 'সে কাফের'। লোকটি বলল, তাহ'লে কি তার জানাযার ছালাত আদায় করা হবে? তিনি বললেন, 'না'। আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু সে তো 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে। তাহ'লে তার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে?

তিনি বললেন, لا تَمَسُّوهُ بِأَيْدِيكُمْ، ارْفَعُوهُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تُوَارُوهُ فِي حُفْرَتِهِ، 'তোমরা নিজ হাতে তাকে স্পর্শ করবে না; বরং কোন কাঠের সাহায্যে তাকে বহন করে গর্তে (কবরে) নিক্ষেপ করবে'।[৪৮] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.) বলেন, مَا أُبَالِي صَلَّيْتُ خَلْفَ الْجَهْمِيِّ الرَّافِضِيِّ أَمْ صَلَّيْتُ خَلْفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعَادُونَ، وَلَا يُنَاكَحُونَ، وَلَا يُشْهَدُونَ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ 'আমি পরোয়া করি না যে, আমি কোন জাহমী-রাফেযীর পেছনে ছালাত আদায় করলাম নাকি কোন ইহুদী বা নাছারার পেছনে ছালাত আদায় করলাম (অর্থাৎ তার কাছে রাফেযীরা ইহুদী-খৃষ্টানের মতই নিকৃষ্ট)। তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না, অসুস্থ হ'লে তাদের দেখতে যাওয়া যাবে না, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের যবাইকৃত পশুও খাওয়া যাবে না'।[৪৯]

পরিশেষে বলা যায়, রাফেযীদের কাফের ও মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে 'আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত'-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামের মাঝে ন্যূনতম দ্বিমত নেই। সালাফে ছালেহীনের উপরোক্ত ফৎওয়া ও ভাষ্যগুলোই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এবং মুসলিম মিল্লাতকে শী'আ রাফেযীদের অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

---

৪৫. *তাফসীরুছ ছাফী ১/৩০-৩১।*
৪৬. *নাছির ইবনু আলী 'আয়েয হাসান আশ-শাইখ, 'আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ফিছ ছাহাবাহ (ডক্টরেট থিথিস) (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ৩য় সংস্করণ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি.), ৩/১১১৮।*
৪৭. *ইবনে বাত্ত্বাহ (৩০৪-৩৮৭ হি./৯১৭-৯৯৭ খ্রি.), আল-ইবানাতুল কুবরা, তাহকীক্ব: রেযা মু'তী ও অন্যান্য (সঊদী আরব : দারুর রায়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খ্রি.), ২/৫৫৭।*
৪৮. *আবুবকর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল (২৩৪-৩১১ হি./৮৪৮-৯২৩ খ্রি.), আস-সুন্নাহ, তাহকীক্ব : ড. আতিয়্যাহ ইবনু আত্বিইয়াহ আয-যাহরানী (রিয়াদ: দারুর রায়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি./১৯৮৯ খ্রি.), ক্রমিকা : ৭৯৪, ৩/৪৯৯।*
৪৯. *ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, খালক্ব আফ'আলিল 'ইবাদ, তাহকীক্ব ও তাক্বদীম : ড. আব্দুর রহমান 'উমাইরাহ (রিয়ায : দারুল মা'আরেফ আস-সু'উদিইয়াহ, তা.বি), পৃ. ৩৩।*

দারুল আবরার লাইব্রেরী
এখানে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাফসীর পাবলিকেশন'-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

ইসলামী বিচারব্যবস্থা কি মধ্যযুগীয়?
তথাকথিত আধুনিকতা বনাম এলাহী সমাধান

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সমাজে অপরাধ যখন বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে, মযলূমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে, তখন মানুষের ভেতরকার কৃত্রিম অহংকারগুলো সব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ২০২৬ সালের ১৯ মে। ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ৮ বছরের শিশু রামিসা আক্তার ঘরে ফেরেনি। সদ্য ক্লাসে প্রথম হওয়ার আনন্দ বুকে নিয়ে যে মেয়ে বের হয়েছিল, তাকে প্রতিবেশী সোহেল রানা ধর্ষণের পর গলা কেটে হত্যা করে। রামিসার ছোট্ট লাশ যখন উদ্ধার হ'ল, কাঁদল পুরো দেশ। ঘটনার নির্মমতা স্তব্ধ করে দেয় দেশের বিবেকবান প্রতিটি মানুষকে। সভ্যতার খোলসমুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষ ভাবতে বসল, আসলেই কি আমরা সভ্য জগতে বসবাস করছি? অনুরূপভাবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজপথ থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম–সর্বত্র একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। দল-মত, ধর্ম-বর্ণ কিংবা আদর্শিক ভিন্নতা ভুলে সেক্যুলার থেকে শুরু করে ইসলামপন্থী, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ এক আওয়াযে খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক প্রকাশ্য শাস্তি দাবী করল। গণমানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত চিৎকারে কোন তাত্ত্বিক বিলাসিতা বা সুশীল পাণ্ডিত্যের রং ছিল না, বরং ছিল ন্যায়বিচারের জন্য এক আকুল মানবিক হাহাকার। আর এই দাবীর মধ্যেই ফুটে উঠেছে ইসলামী বিচারব্যবস্থার অমোঘ সত্যতা এবং বাস্তবিক প্রয়োজনীয়তা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, জনগণের এই ন্যায়সংগত ও তীব্র দাবীর মুখে দাঁড়িয়ে যখন সাংবাদিকরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রকাশ্য শাস্তির দাবী নিয়ে সরকারের অবস্থান কী? তখন তিনি নিজে একজন মুসলিম হয়ে অবলীলায় মন্তব্য করে বসেন যে, 'আমরা এখন মধ্যযুগে নেই। আমরা আধুনিক যুগে। আইন সংস্কারটা একটা চলমান প্রক্রিয়া'। তিনি আরো বললেন, 'ক্ষোভের মুহূর্তে ইমোশনালি আইন বানানো ঠিক না, কঠোর আইনের অপব্যবহার হ'তে পারে'। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে ইসলামী বিচারব্যবস্থা 'মধ্যযুগীয়', আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনই 'আধুনিকতা'।

তার এই বক্তব্য কেবল মযলূমের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে নুনের ছিটাই দেয় না, বরং আধুনিক সভ্যতাকামীদের মন ও মননের গভীর মানসিক দেউলিয়াত্ব ও ঔপনিবেশিক দাসত্বকে উন্মোচিত করে। শিক্ষাব্যবস্থা ও মিডিয়ার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিশ্ব যে কত গভীরভাবে ইসলামফোবিয়াকে আমাদের সেক্যুলার সমাজে অনুপ্রবেশ করিয়েছে, তা ভাবার সময় এখন এসেছে। বিশেষ করে আল্লাহ প্রেরিত শাশ্বত বিচারব্যবস্থাকে 'মধ্যযুগীয়' বলে তাচ্ছিল্য করার এই যে আধুনিক ফ্যাশন, তা যে কতটা অসার এবং মানবতা বর্জিত, তা আজ গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সময় এসেছে।

তাত্ত্বিক বিলাসিতা বনাম বাস্তবতার নির্মম কশাঘাত

মানুষ যখন ঘরে বসে পারিবারিক আড্ডায় কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গোলটেবিল বৈঠকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দর্শন কিংবা মানবাধিকারের তত্ত্ব ঝাড়ে, তখন সে অনেক অবাস্তব ও গালভরা কথা বলতে পারে। অপরাধীর 'মানবাধিকার', 'মনস্তাত্ত্বিক সংশোধন' কিংবা 'শাস্তির আধুনিকায়ন' নিয়ে লম্বা লম্বা বুলি আওড়ানো খুবই সহজ, কারণ পরনিন্দা বা পরের ট্র্যাজেডি নিয়ে সুশীল সাজতে কোন মূল্য চোকাতে হয় না। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম কশাঘাত যখন নিজের পিঠে এসে পড়ে, তখন এই সমস্ত কৃত্রিম তত্ত্ব আলাপন তাসের ঘরের মতো হারিয়ে যায়।

আজ যারা অপরাধীর মানবাধিকার রক্ষায় এত সোচ্চার, একটিবারের জন্য কি তারা ভাবেন যে, এই একই বীভৎস ঘটনা যদি তাঁদের নিজেদের জীবনে ঘটত? আজ যে নরপশুরা অন্যের কোল খালি করেছে, তারা যদি এই সুশীল তাত্ত্বিকদের নিজেদের পরম আদরের সন্তান, সহোদর ভাই কিংবা জন্মদাত্রী মায়ের ওপর এমন পৈশাচিক বর্বরতা চালাত, তখনো কি তাঁরা এই একই রকম নমনীয় তত্ত্ব আর সুশীলতার বুলি ঝাড়তেন? তখনো কি তাঁরা খুনিকে রাষ্ট্রীয় কারাগারে জামাই আদরে রেখে 'সংশোধন' করার ওকালতি করতেন? নাকি সমস্ত আধুনিকতার খোলস ভেঙে ডুকরে কেঁদে উঠে বলতেন, 'আমি এই পশুর প্রকাশ্য ও সর্বোচ্চ শাস্তি চাই'? অথবা রামিসার বাবার মত সমাজব্যবস্থার প্রতি চরম হতাশা নিয়ে বলতেন, 'আমি বিচার চাই না, আপনারা এই বিচার করতে পারবেন না'।

নিশ্চিতভাবেই তখন কোন ফাঁপা তত্ত্ব খাটত না। কারণ মানুষের ভেতরের 'ফিতরাত' বা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনোই অন্যায়কে মেনে নেয় না। ইতিপূর্বে ২০১১ সালে ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় নাটোরের কলেজ শিক্ষক মিজানুর রহমান হত্যার পর যেভাবে আধুনিক সুশীল সমাজকেও 'ফায়ার স্কোয়াডে গুলি করা' বা 'জনসম্মুখে টেনে-হিঁচড়ে মারার' মত চরম শাস্তির দাবী তুলতে দেখা গেছে, তা প্রমাণ করে যে, পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, তখন পরম নাস্তিক বা কট্টর সেক্যুলার ব্যক্তিটিও অবচেতনভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া 'ক্বিছাছ' বা চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ–এই শাশ্বত নীতির দিকেই হাত বাড়াতে বাধ্য হয়।

ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার অসারতা ও আধুনিক সভ্যতার সংকট :

বাংলাদেশে আজ যে বিচার-কাঠামোকে 'আধুনিক' বলা হচ্ছে তা আসলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের তৈরি করা এক জরাজীর্ণ ও পঙ্গু উত্তরাধিকার। এর শিকড় প্রোথিত তিনটি ঔপনিবেশিক দলীলে–রেগুলেটিং অ্যাক্ট ১৭৭৩, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ১৮৬০ এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড ১৮৯৮। এগুলো রচনা করেছিলেন লর্ড মেকলে এবং তাঁর সহযোগীরা।[১] তথাকথিত এই 'আধুনিক আইন' সমাজকে

1. Dhaka Tribune, *Colonial Legacies of the Criminal Justice System*, June 2019.

শান্তি দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টো অপরাধের চারণভূমিতে পরিণত করেছে। এই মানবরচিত আইনের প্রধানতম ব্যাধিগুলো আজ আমাদের সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। মন্ত্রীর আহ্বান 'আধুনিক যুগে'র দিকে। চলুন সেই আধুনিক বিচারব্যবস্থার বাস্তবতা একটু দেখা যাক। যেমন :

(১) শাস্তি নিরূপণে অনিশ্চয়তা ও ভিকটিমের অবমাননা : ব্রিটিশ আইনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হ'ল, এটি অপরাধের ভয়াবহতা এবং ভিকটিমের পরিবারের মানসিক যন্ত্রণার গভীরতা পরিমাপ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এতে প্রকৃত শাস্তি নিরূপণ করা ভীষণ অনিশ্চিত এবং ভিকটিম আরো ভিকিটিম হবে—এটাই স্বাভাবিক। এতে একজন খুনী বা ধর্ষক অপরাধী হয়েও বছরের পর বছর ধরে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় রাষ্ট্রীয় কারাগারে অন্ন-বস্ত্র ও চিকিৎসা পেয়ে আয়েশ করার সুযোগ পায় এবং অন্য অপরাধীদের সাথে মিশে আরো বড় অপরাধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অন্যদিকে ভিকটিমের পরিবার চোখের পানি ফেলে আদালতের বারান্দায় বারান্দায় ঘোরে। আর শেষ বেলায় অধিকাংশ সময় আইনী ফাঁকফোকর গলে কিংবা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কুখ্যাত অপরাধীরাও মুক্ত হয়ে বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়। এই আইন অপরাধীর অধিকার রক্ষায় যতটুকু তৎপর, মযলূমের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ততটুকুই উদাসীন।

অন্যদিকে কোন অপরাধে আসামী ধনী ও প্রভাবশালী হ'লে মুক্তি পাবে, আর গরীব কারাগারে থাকবে- এটা এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক ফলাফল। ক্ষমতাবান আসামীর উকিল সাক্ষীর সাক্ষ্য ভণ্ডুল করে দেয়, ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘায়িত করে বিচার। ফলে বাস্তবে এই বিচারব্যবস্থা স্রেফ একটি সমাধানহীন জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। যেমন ২০২৫ সালের জুনে বাংলাদেশে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৪৬ লাখ ৫২ হাযারেরও অধিক।[২] ২০২৫ সালের শেষে শুধু নিম্ন আদালতে ৪০ লাখ ৪১ হাযার মামলা।[৩] ২০০৮ থেকে প্রতি বছর গড়ে আরো ১ লাখ ৬০ হাযার মামলা বাকি তালিকায় যোগ হচ্ছে। হিসাব সোজা। এই পথে এগোলে ২০২৬ সালে সংখ্যাটা ৫০ লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে। বছরের পর বছর এসব মামলা ঝুলে থাকে, যার কোন শেষ নেই। একসময় বাদী-বিবাদী উভয়ই পরলোকগত হয়, কিন্তু মামলার শেষ হয় না। শুধু মামলার জটই নয়, বিচারের ফলাফলও উদ্বেগজনক। আর সাজার হার? সে আরেক চরম পরিহাস। সুপ্রিম কোর্ট ও ব্র্যাকের যৌথ গবেষণা জানাচ্ছে, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় সাজার হার মাত্র ৩ শতাংশ। ৭০ শতাংশ আসামী বেকসুর খালাস পায়। একই গবেষণায় আরও দেখা যায়, আইন অনুযায়ী ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির কথা থাকলেও একটি মামলার গড় নিষ্পত্তিকাল ১,৩৭০ দিন (প্রায় ৩.৭ বছর) এবং গড়ে ২২ বার শুনানির তারিখ নির্ধারিত হয়।[৪] শুধু ধর্ষণ মামলায় হিসাব করলে সাজার হার ১ শতাংশেরও কম। মানবাধিকার সংস্থা HRW এই তথ্য দিয়েছে। অর্থাৎ ১০০ জন ধর্ষক বা শিশু হত্যাকারীর মধ্যে মাত্র ৩ জনের সাজা হচ্ছে![৫] পুলিশ নিজেই হতাশ হয়ে বলছে, আমরা কষ্ট করে মাদকসেবীদের ধরি আর আদালত দু'দিন পর তাদেরকে যামিন দেয়। এই হচ্ছে তথাকথিত 'আধুনিক' বিচারব্যবস্থার নমুনা!

(২) অন্তহীন দীর্ঘসূত্রিতার অভিশাপ : Justice delayed is justice denied (বিলম্বিত বিচার বিচারহীনতার শামিল)। এই প্রবাদটি আজ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধ্রুব সত্য। একজন অপরাধী অপরাধ স্বীকার করার পরও এবং সব রকম প্রমাণ হাযির থাকার পরও তার বিচার নামে প্রহসন পর্ব শেষ হ'তে লেগে যায় বহু বছর। একটি হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় হ'তে সর্বনিম্ন পক্ষে ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত লেগে যায়। ততদিনে ভিকটিমের বাবা-মা দুনিয়া ছেড়ে চলে যান, মামলার সাক্ষী উধাও হয়ে যায় এবং মানুষের স্মৃতি থেকে অপরাধের ভয়াবহতা মুছে যায়। সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর যে রায় আসে, তা সমাজে আর কোন প্রভাব ফেলে না। এভাবে চলছে বিচারের নামে এক ভয়াবহ স্ক্যাম, যার বিরুদ্ধে কিছু বললে তা নাকি হয়ে যায় মধ্যযুগীয় আলাপ আর ধর্মান্ধতা! বিজ্ঞজনেরা দেশের বিচারব্যবস্থার এই করুণ দশা দেখে আক্ষেপ করে বলে থাকেন, 'বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা একটি জুয়ার আড্ডায় পরিণত হয়েছে'। যেখানে টাকা, ক্ষমতা আর আইনী মারপ্যাঁচে ন্যায়বিচার কেনাবেচা হয়, যতই সেখানে পোষাকধারী জজ-ব্যারিস্টারের দবদবা থাকুক না কেন, তাকে যতই আধুনিক বা সভ্য বলা হোক না কেন, এই ব্যবস্থা এক নির্মম তামাশা, প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।

(৩) অপরাধ দমনে চরম ব্যর্থতা : আধুনিক আইনের মূল দর্শন নাকি অপরাধীকে সংশোধন করা। কিন্তু কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োগ না থাকার কারণে অপরাধীরা অবলীলায় ছাড় পেয়ে যাচ্ছে এবং নতুন উদ্যমে অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে সমাজে খুন, ধর্ষণ, অপহরণ জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। যেই আইনী ব্যবস্থা অপরাধীর মনে আল্লাহভীতি বা রাষ্ট্রীয় দণ্ডের ভয় তৈরি করতে পারে না, সেই আইন কখনো সমাজকে অপরাধমুক্ত করতে পারে না। বর্তমান ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা আজ সমাজকে অপরাধমুক্ত করার চেয়ে অপরাধীদের ঢাল হিসাবেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

অপরাধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন শাস্তির নিশ্চয়তা, তীব্রতা ও দ্রুততা। যদি ৯৯ জন ধর্ষক মুক্ত হয়ে বের হয়, তাহ'লে ১০০তম ধর্ষকের মনে ভয় জন্মাবে কেন? প্রতিটি 'সাজা না হওয়া' কি পরবর্তী অপরাধীর জন্য সবুজ সংকেত নয়?

2. New Age, *46.52 lakh cases pending*, 27 December, 2025.
3. Dhaka Stream, *Over 40 lakh cases pending in lower courts: Law minister*, April 16, 2026.
4. Brac Bangladesh, *Conviction rate in cases of violence against women and children stands at 3%.*
5. The Advocates for Human Rights, *Establishing the Death Penalty for Rape in Bangladesh Does Little to Protect Victims*, December 7, 2020.

(৪) বিনা বিচারে বন্দীত্ব : দেশের কারাগারে মোট বন্দীদের প্রায় ৮০ শতাংশ বিচারাধীন (under trial)। অর্থাৎ বিচারিক জট ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বছরের পর বছর ধরে এই ধরনের আসামীরা সাজা ছাড়াই কারাগারে। এই ব্যবস্থায় অভিযুক্ত গরীব মানুষ শাস্তি পায় কোন রকম বিচারের আগেই। আর রাজনৈতিক প্রভাবশালী, সম্পদশালী অপরাধীরা আপীলের মারপ্যাঁচে বছরের পর বছর মুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থাকে 'আধুনিক' বলতে নূন্যতম হ'লেও তো লজ্জা থাকা উচিৎ!

ইসলামী বিচারব্যবস্থা : শাশ্বত ও ফিতরাত-সম্মত সমাধান

যারা ইসলামের এলাহী বিচারব্যবস্থাকে 'মধ্যযুগীয়' বলে তাচ্ছিল্য করেন, তাঁরা মূলত এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বুঝতে অক্ষম। ইসলামী দণ্ডবিধি (হুদূদ ও ক্বিছাছ) কোন প্রতিহিংসামূলক বর্বরতা নয়, বরং তা সমাজ থেকে অপরাধের শিকড় উপড়ে ফেলার এক বিজ্ঞানসম্মত ও এলাহী পদ্ধতি। বিচারব্যবস্থায় টাকা ও ক্ষমতার কোন মূল্য নেই। এখানে শাস্তি নির্ধারিত এবং ব্যক্তির পরিচয় নয়, অপরাধই বিবেচ্য।

মূলত: ইসলামের এই কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (Deterrent)। আর জনসম্মুখে প্রকাশ্যে ক্বিছাছ বা হুদূদ কার্যকর করার মূল উদ্দেশ্যই হ'ল, যেন তা দেখে অন্য কোন সম্ভাব্য অপরাধীর বুক কেঁপে ওঠে। আল্লাহ তাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 'হে বুদ্ধিমানগণ! ক্বিছাছের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা বেঁচে থাকতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৭৯)*। অর্থাৎ একজন খুনীর প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড মূলত শত শত নিরপরাধ মানুষের জীবনকে নিরাপদ করার গ্যারান্টি।

দ্বিতীয়ত : ইসলামে ভিকটিমের পরিবারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এমনকি ক্বিছাছের ক্ষেত্রে খুনীকে ক্ষমা করার বা রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণের অধিকারও দিয়েছে ভিকটিমের পরিবারকে। রাষ্ট্রের এখানে জোর করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। এটি যেমন ভিকটিমের পরিবারের ক্ষোভ প্রশমন করে, তেমনি সামাজিক প্রতিশোধের অন্তহীন চক্রের অবসান ঘটায়।

তৃতীয়ত : তাছাড়া ইসলামী বিচারিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও দুর্নীতিমুক্ত হওয়ায় এখানে বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকে না। ফলে এতে যালিমকে আরো অপরাধে সিদ্ধহস্ত করা এবং মযলূমকে কাঁদানোর কোন সুযোগ নেই। সঊদী আরবের বিচারব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর দ্রুততম সময়ে রায় কার্যকর করা হয়, যা সমাজের অপরাধীদের প্রতি এক শক্তিশালী বার্তা দেয়।

'মধ্যযুগ' আসলে কী?

ল্যাটিন medium aeuvm শব্দটি থেকে মধ্যযুগ বা 'মাঝের যুগ' (Medieval) শব্দটি এসেছে। ইউরোপের ৫ম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী (রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে শুরু করে রেনেসাঁ বা তথাকথিত নবজাগরণের পূর্ব পর্যন্ত) সময়কালকে 'মধ্যযুগ' বলা হয়। এই সময়ে ইউরোপে চার্চের অন্ধ শাসন, বিজ্ঞানের বিরোধিতা, সামন্তবাদ (Feudalism) এবং ডাইনী শিকারের মতো কুসংস্কারের রাজত্ব ছিল। পরে রেনেসাঁর চিন্তাবিদরা এবং এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিকরা এই শব্দটাকে ব্যবহার করল চার্চ, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় কর্তৃত্বকে আক্রমণ করার অস্ত্র হিসাবে। তখন থেকে 'মধ্যযুগীয়' মানে হয়ে গেল অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বর্বর, অযৌক্তিক, অন্ধ।[৬] এখানেই সমস্যার শুরু।

এটি সম্পূর্ণ ইউরোপ কেন্দ্রিক একটি ধারণা। 'মধ্যযুগ' বলতে যা বোঝানো হয়, তা শুধু ইউরোপের ইতিহাসের জন্য প্রযোজ্য। মূলত 'মধ্যযুগীয়' শব্দটি ইউরোপের ইতিহাসবিদরা তাদের নিজেদের অন্ধকার যুগ বর্ণনা করতে তৈরী করেছিলেন। ইউরোপ যখন মধ্যযুগে নোংরামি, অজ্ঞতা আর চার্চের অত্যাচারে 'অন্ধকার যুগে' (Dark Ages) নিমজ্জিত ছিল, ঠিক সেই একই সময়ে (৭ম থেকে ১৫শ শতাব্দী) ইসলামী বিশ্ব পার করছিল তার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় 'স্বর্ণযুগ' (Islamic Golden Age)।

যখন ইউরোপে গোসল করাকে পাপ মনে করা হ'ত, তখন বাগদাদ, কর্ডোভা আর দামেশকে গড়ে উঠেছিল আলো-ঝলমলে আধুনিক শহর, বিশাল লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রী হাসপাতাল এবং একটি সুসংহত ও সুশৃঙ্খল বিচারিক আদালত। যেখানে খলীফারাও সাধারণ জনগণের সাথে একই আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হ'তেন।[৭] কাজেই ইউরোপের অন্ধকার অতীতকে মাপকাঠি বানিয়ে ইসলামের শাশ্বত ও প্রগতিশীল আইনকে 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' বলা চরম ঐতিহাসিক মূর্খতা এবং অন্ধ পশ্চিমামুখী দাসত্ব ছাড়া কিছুই নয়।

তাছাড়া ইসলামী আইন 'মধ্যযুগীয়' শব্দের আড়ালে তিনটি Logical Fallacy বা ভ্রান্ত যুক্তি রয়েছে।

(১) Genetic Fallacy (উৎসগত ভ্রান্তি) : কোন ধারণার উৎস বা বয়স দিয়ে তার সত্য বা মিথ্যা হওয়া প্রমাণ করার চেষ্টা। অর্থাৎ সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে শুধু তার উৎস দেখে কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জন করা। যেমন 'কথাটি কে বলেছে' বা 'কোথা থেকে এসেছে' এটাকে ভিত্তি করে কোন প্রমাণ ছাড়াই মন্তব্য করা। ইসলামের ক্বিছাছ আইন ১৪০০ বছরের পুরনো বলেই যদি পরিত্যাজ্য হয়, তবে এই যুক্তিতে গণিতের পিথাগোরাস উপপাদ্যও ২,৫০০ বছর পুরনো বলে 'মধ্যযুগীয়' হয়ে যায়?

(২) Appeal to Novelty (নতুন বলেই শ্রেষ্ঠ মনে করার ভ্রান্তি) : 'নতুন মানেই উন্নত, পুরনো মানেই নিকৃষ্ট' এই অনুমান কি সর্বদা গ্রহণযোগ্য? এই নীতির ভিত্তিতে চিন্তা করলে বাংলাদেশের বিচারিক আইনও কি 'নতুন'? কেননা এটি ১৬৫ বছরের পুরনো ঔপনিবেশিক কাঠামো। তাহ'লে সেটি কিভাবে 'আধুনিক' হয়?

(৩) Chronological Snobbery : এর অর্থ 'নিজের যুগকে সর্বোচ্চ সভ্যতার শিখর মনে করা এবং অতীতকে

6. Wikipedia, *Middle Ages*.
7. Wikipedia, *Islamic Golden Age*.

স্বয়ংক্রিয়ভাবে হেয় করা'। দার্শনিক C.S. Lewis এই ভ্রান্তির নাম দিয়েছেন।[৮] কিন্তু এই 'আধুনিক যুগে'ই যে হিরোশিমায় লক্ষ মানুষ পুড়িয়ে মারা হয়েছে, গণহত্যা হয়েছে রুয়ান্ডা, বসনিয়া, সুদানে। গণহত্যা এখনও চলছে গাযায় কিংবা সিরিয়ায়। তাহ'লে এই আধুনিকতা কিভাবে অতীতের তুলনায় নৈতিকভাবে উন্নত, কোন দৃষ্টিতে এই সভ্যতা উন্নত মানবিক সভ্যতা?

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আরো অত্যধিক হতাশাজনক বিষয় হ'ল যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন মুসলিম হয়ে যে আইনকে 'আধুনিক' বলছেন, সেটি স্বয়ং এসেছে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে। অর্থাৎ বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে এরকম যে, বিদেশী শাসকের আনা বিদেশী আইন 'আধুনিক', আর নিজ ধর্ম ও সভ্যতার আইন 'মধ্যযুগীয়'। এই মানদণ্ডটি নিজেই একটি ঔপনিবেশিক দাসত্ব মানসিকতার নিদর্শন। ইংরেজরা যাকে বলত civilizing mission অর্থাৎ 'বর্বরদের সভ্য করার মিশন'। সেই মিশনের মনোভাব আজও টিকে আছে, শুধু পোষাক বদলেছে।

প্রকাশ্য শাস্তি কি মধ্যযুগীয়?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের মূল সুর হ'ল প্রকাশ্য শাস্তি মধ্যযুগীয়, আমরা এখন আধুনিক। তার এই ভিত্তিহীন বক্তব্য নিম্নে খণ্ডন করা হ'ল।

(১) 'আধুনিক' রাষ্ট্রে প্রকাশ্য শাস্তি এখনো বিদ্যমান :

যেমন সিঙ্গাপুরে রাষ্ট্রীয় বেত্রাঘাত (Caning) আইনসংগত ও নিয়মিত কার্যকর হয়। ১৯৯৪ সালে আমেরিকান কিশোর মাইকেল ফেইকে ভাঙচুরের অভিযোগে বেত্রাঘাতের সাজা দেওয়া হ'লে আমেরিকা প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিল। সিঙ্গাপুর নতি স্বীকার করেনি।[৯] ফলাফল? সিঙ্গাপুরের Crime Index মাত্র ২৫। পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ দেশগুলোর একটি। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে Sex Offender Registry যৌন অপরাধীর নাম, ঠিকানা, ছবি সর্বজনের জন্য অনলাইনে প্রকাশিত। এটা কি প্রকাশ্য সামাজিক লজ্জা নয়? আমেরিকায় বিখ্যাত Perp Walk তথা সদ্য গ্রেফতার অপরাধীকে মিডিয়ার সামনে হাঁটিয়ে নেওয়া, এটি সরকারি নিয়ম।[১০] সোশ্যাল মিডিয়ায় অপরাধীর মুখ ভাইরাল করা, নাম প্রকাশ করা, এগুলো কি প্রকাশ্য শাস্তির আধুনিক রূপ নয়?

অর্থাৎ 'আধুনিক' বিশ্ব প্রকাশ্য শাস্তি বাতিল করেনি। শুধু এর ধরন পাল্টেছে। তাহ'লে আপত্তি কি মূলত ইসলামী পদ্ধতিতে, নাকি 'প্রকাশ্য শাস্তি'তে?

(২) দৃশ্যমান শাস্তি অপরাধ কমায় :

যেমন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ Gary Becker তাঁর সুবিখ্যাত Crime and Punishment (১৯৬৮) গ্রন্থে প্রমাণ করেন, অপরাধী একজন যুক্তিবাদী মানুষ। সে ঝুঁকি-সুবিধা হিসাব করে সিদ্ধান্ত নেয়। শাস্তির দু'টি উপাদান অপরাধ কমায়– নিশ্চয়তা (Certainty) এবং তীব্রতা (Severity)। প্রকাশ্য শাস্তি এই দুটোই বাড়ায়। কারণ সবাই সেটা দেখে। ফলে সবাই জানে যে, পরিণতি নিশ্চিত।[১১]

Jeremy Bentham-এর Panopticon তত্ত্বও একই কথা বলে। তার মতে, দৃশ্যমান কিন্তু অনিশ্চিত নযরদারী (visible surveillance) মানুষের আচরণকে স্ব-নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিবর্তিত করে। অর্থাৎ দৃশ্যমান নযরদারী ও শাস্তি মানুষকে অবচেতনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করে। আধুনিক Behavioral Economics-এ এটি সুপ্রতিষ্ঠিত বক্তব্য।[১২]

বাস্তবে যেসব দেশে দৃশ্যমান ও কঠোর শাস্তি প্রচলিত রয়েছে, সেসব দেশে Crime Index সর্বনিম্নে। যেমন বৈশ্বিক অপরাধের গতিপ্রকৃতি ও সূচক মূল্যায়নকারী আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা 'নামবিও' (Numbeo)-এর সর্বশেষ 'ক্রাইম ইনডেক্স'-এর দিকে তাকালে দেখা যায়, আরব আমিরাতের ইনডেক্স মাত্র ১৬, সঊদী আরব ২৩, সিঙ্গাপুর ২৫। আর তথাকথিত 'আধুনিক বিচারব্যবস্থা'র দেশগুলোর ইনডেক্স যেমন যুক্তরাষ্ট্র ৪৭, যুক্তরাজ্য ৪৫। অর্থাৎ অনেক বেশী অপরাধপ্রবণ। যে বাংলাদেশ ব্রিটিশ আইন মেনে চলে, তার সূচক সবচেয়ে খারাপ ৫৭।[১৩] আমেরিকায় মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের ৬৮ শতাংশ তিন বছরের মধ্যে পুনরায় গ্রেফতার হয়।[১৪]

আধুনিক যুগের কারাগারকে অপরাধবিজ্ঞানীরা বলেন Crime University অর্থাৎ এখান থেকে ছোট অপরাধী বড় অপরাধী হয়ে বের হয়। এর বাস্তব প্রমাণ তথাকথিত মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা আমেরিকার দিকে তাকালে দেখা যায়। যেমন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ACLU এবং APA-এর সর্বশেষ ডাটা অনুযায়ী, আমেরিকার জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ, অথচ বিশ্বের মোট কারাবন্দী মানুষের ২৫ শতাংশেরই ঠাঁই হয়েছে সেদেশের কারাগারে! সেখানে ২০ লক্ষেরও অধিক মানুষ বর্তমানে কারাবন্দী জীবন কাটাচ্ছে। অপরদিকে কঠোর ইসলামী দণ্ডবিধির দেশ সঊদী আরবে– যেখানে জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ কোটির ওপরে সেখানে আন্তর্জাতিক ডাটাবেজ World Prison Brief (WPB)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের মোট বন্দী সংখ্যা মাত্র ২৮ হাযার, যা আমেরিকার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। এই ব্যবধানই প্রমাণ করে মানবরচিত আইন সমাজে কিভাবে অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, আর এলাহী আইন কিভাবে সমাজকে অপরাধমুক্ত করে।[১৫]

8. Wikipedia, See : C.S. Lewis, *Surprised by Joy: The Shape of My Early Life (1955)*, Chapter XIII
9. Wikipedia, *Caning of Michael Fay*; encyclopedia.com, *Corporal Punishment*
10. Wikipedia, *Perp walk*.
11. Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach", *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2 (March–April 1968), pp. 169–217.
12. Bentham, Jeremy. *Panopticon; The Inspection-House*. 1791; Engel, Christoph. *Turning the Lab into Jeremy Bentham's Panopticon*, Max Planck Institute Working Paper, 2010.
13. Numbeo. (2026). Crime Index by Country 2026. Numbeo Global Database.
14. *Bureau of Justice Statistics, 2024.*
১৫. *বিস্তারিত দেখুন: https://www.aclu.org, https://www.apa.org/, https://www.prisonstudies.org/country/saudi-arabia*

এরপরও এই ব্যবস্থাই কি 'আধুনিক ও মানবিক'? রামিসার পিতা তো এজন্যই আহত হৃদয়ে বলেছেন, 'আমি বিচার চাই না, কারণ আপনারা বিচার দিতে পারবেন না।' এই একটি বাক্যই তথাকথিত 'আধুনিক' বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতার ইতিহাস।

(৩) দ্বিচারিতা :

আধুনিক মিডিয়া প্রকাশ্য সহিংসতায় পরিপূর্ণ। অথচ এগুলোকে মোটেও বর্বরতা বলা হয় না। বরং তাকে সুন্দর নাম দিয়ে জায়েয করা হয়। যেমন হলিউড চলচ্চিত্রে হত্যা-ধর্ষণের দৃশ্য 'শিল্প', ভিডিও গেমে হাযার মানুষ মেরে ফেলা 'বিনোদন', ড্রোন হামলার ফুটেজ টিভিতে 'সংবাদ', সোশ্যাল মিডিয়ায় যুদ্ধের বীভৎস ভিডিও 'সচেতনতা'। অথচ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক স্বচ্ছ বিচারিক শাস্তির দৃশ্য নাকি 'বর্বরতা'!

এই মানদণ্ডের ভেতরে কোন সততা নেই। প্রকাশ্য শাস্তি তাদের কাছে মূল সমস্যা নয়– সমস্যাটা হ'ল শাস্তিটা কোন কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে। পশ্চিমা রাষ্ট্র যদি কোন আইন বানায় সেটা সভ্যতা, আর যদি কোন আইন আল্লাহ্র দেয়া হয় তবে সেটা 'মধ্যযুগীয়'। খুব স্পষ্টভাবেই এটা ইসলামবিরোধিতা আর পক্ষপাত; যার মধ্যে মোটেও কোন যুক্তি নেই, সততা নেই। আরো বলা দরকার, আধুনিক রাষ্ট্রগুলো যখন যুদ্ধ করে, তখন লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। হিরোশিমা, নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা, গাযায় নিরীহ মানবহত্যা এগুলো হ'ল তথাকথিত 'আধুনিক' রাষ্ট্রগুলোর কাজ। আর এই রাষ্ট্রগুলোই কিনা বিচারকের আসনে বসে ইসলামের বিচারব্যবস্থাকে বলে 'বর্বর'! মাপকাঠি ঠিক আছে কি?

(৪) কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান :

প্রকাশ্য শাস্তি ইসলামের একটি সুচিন্তিত এলাহী বিধান। এটি কোন দুর্ঘটনা নয় কিংবা সাময়িক কোন বিধান নয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে সুস্পষ্ট বলেছেন, وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِا اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ– وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، 'আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের না পায়... এবং মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' *(নূর ২৪/২)*।

এই প্রকাশ্য শাস্তির নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্র। কারণ উদ্দেশ্য যন্ত্রণা দেওয়া নয়; বরং সমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেওয়া। রাসূল (ছা.) বলেছেন, حَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، 'পৃথিবীতে একটি দণ্ড কার্যকর হওয়া মানুষের জন্য চল্লিশ দিনের বৃষ্টির চেয়ে উত্তম'।[১৬] অর্থাৎ একটি দৃশ্যমান শাস্তি পুরো সমাজে যে নৈতিক বারিধারা সৃষ্টি করে, তা হাযারো সম্ভাব্য অপরাধ ঠেকিয়ে দেয়।

সুতরাং প্রকাশ্য শাস্তি বর্বর, বদ্ধ শাহী কারাগার সভ্য—এমন যে ধারণা সমাজে ছড়িয়ে আছে, তা কোন তথ্য-উপাত্ত, ইতিহাস এবং দর্শন সমর্থন করে না। মূলত একটি সভ্য জাতির প্রকৃত প্রশ্ন হওয়া উচিত হবে—কোন ব্যবস্থায় অপরাধ কম হয়, ভুক্তভোগী ন্যায়বিচার পায় এবং সমাজে নিরাপত্তার আস্থা তৈরি হয়? এটাই নির্ধারণ করে দেবে যে, কোন বিচারব্যবস্থা মূলত মধ্যযুগীয় এবং কোন বিচারব্যবস্থা চির আধুনিক।

উপসংহার

একটি সমাজকে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও বৈষম্যহীন করতে হ'লে আমাদেরকে কৃত্রিম, ব্যর্থ ও বাহির থেকে আমদানীকৃত ঔপনিবেশিক আইনের দাসত্ব থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতেই হবে। অথচ এর পরিবর্তে একটি মুসলিম দেশের মুসলিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অবলীলায় আল্লাহ্র আইনকে 'মধ্যযুগীয়' বলে নাকচ করে দেওয়া শুধু অজ্ঞতা ও দেউলিয়াত্বেরই বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং প্রকাশ্য আল্লাহদ্রোহিতা এবং ঈমান নষ্টকারী। সুতরাং তাদেরকে এই অপরাধের জন্য অবশ্যই তওবা করতে হবে।

আর নিষ্পাপ রামিসাদের রক্ত আজ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে যায় যে, মানুষের তৈরী করা আইন ও মতবাদ মানবাধিকার রক্ষায় সম্পূর্ণ অচল। সুতরাং প্রকৃত অর্থে যদি আমরা আইনের শাসন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানুষের জান-মালের হেফাযত চাই, তবে বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র দেওয়া শাশ্বত ও ফিতরাত-সম্মত আইন ও বিচারব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ্র দেওয়া আইন কোন নির্দিষ্ট যুগের (প্রাচীন, মধ্য বা আধুনিক) ফ্রেমে বন্দী নয়; বরং তা মানুষের চিরন্তন মনস্তত্ত্বের সাথে মিল রেখে তৈরি এক শাশ্বত ও সর্বজনীন (Universal) বিধান। যা ৭ম শতাব্দীতেও সমাজকে শান্তি দিয়েছিল, আজ ২০২৬ সালেও সমাজকে শান্তি দিতে পারে। সেই সাথে কেবল সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থেই নয়, বরং একজন মুসলিম হিসাবে ঈমান রক্ষার স্বার্থেও আমাদের এই এলাহী আইন ও বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন- আমীন!

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪
Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পণ্য সমূহ
- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল(এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই
যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

১৬. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৭, সনদ হাসান।*

আসুন, মানুষ গড়ি!

-সারওয়ার মিছবাহ

এই আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র নিজে নিজেই তৈরী হয়নি। এর পেছনে কারিগর রয়েছেন। এমনকি এক টুকরো সুতাও দুনিয়ার বুকে এমনি এমনি তৈরী হয় না। তার কারিগর প্রয়োজন হয়। শুধু ভাল মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, একটি ঈমানদার, ন্যায়পরায়ণ, বলীয়ান প্রজন্ম এমনি এমনি তৈরী হয়ে যাবে। কোন কারিগর লাগবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, ভাল বই-পুস্তক পড়লে, ভাল পরিবেশে থাকলেই মানুষ ভাল হয়ে যায়। তাই আমাদের পদক্ষেপ গুলোও এতটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ। হ্যাঁ, অনেক সময় পরিবেশ মানুষকে ভাল বানায়। তবে সেই পরিবেশটাও একজন কারিগরকে তৈরী করতে হয়। কারিগর ছাড়া কোন কিছু তৈরী অসম্ভব।

আমরা দো'আর মাঝে আবেগ মাখিয়ে বলি, 'হে আল্লাহ! ঘরে ঘরে আপনি আবুবকর, ওমর তৈরী করে দিন'। কিন্তু আল্লাহ তো ঘরে ঘরে আবুবকর, ওমর দেন না। তিনি চেষ্টা অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। আমরা যে আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)-এর দৃষ্টান্ত দেই, তাদের তৈরী করেছিলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এই সোনালী মানুষগুলো তাঁর হাতে গড়া। তিনি ছিলেন সেই সোনালী প্রজন্মের কারিগর। এতে বুঝা যায়, মানুষ তৈরী করতে কারিগর লাগে। কোথাও যদি কোন মানুষকে ভাল কাজ করতে দেখি, সততার ওপরে টিকে থাকতে দেখি, তবে বুঝে নেই যে, এই ব্যক্তিত্ব গঠনের পেছনে একজন কারিগর আছেন। সেই কারিগর হ'তে পারে তার পিতা-মাতা, নয়ত তার শিক্ষক, নয়ত ভিন্ন কেউ। কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ। তবে কারিগর অবশ্যই রয়েছেন।

আমরা যেমন মানুষ গড়ছি : কয়েক মাস আগে আমার জনৈক শিক্ষকের নতুন প্রতিষ্ঠানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তিনি বড় এক প্রতিষ্ঠানের মুহাদ্দিছ ছিলেন। এখন গ্রামে একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান করেছেন। আমি তাকে বললাম, উস্তাদজী! বড় প্রতিষ্ঠান ছেড়ে এখানে এসে ছোট্ট মাদ্রাসা চালু করলেন। কারণ কি? তিনি বললেন, বাবা! আমি কিছু আমলী মানুষ তৈরী করতে চাই। এখন উন্নত শিক্ষা তো সবাই দিচ্ছে। আলেমও তুলনামূলক বাড়ছে। তবে সৎ মানুষ নেই। আখেরাতমুখী মানুষ নেই। তাই আমি মনে করেছি, সবাই শিক্ষিত করুক, আমি ভাল মানুষ বানাব। আমার এখানে যে ক'জন ছাত্র আছে তারা প্রতিদিন তাহাজ্জুদ পড়ে। এখন থেকেই তারা দো'আয় কান্নাকাটি করে। আর আমি এমনই চেয়েছিলাম। আমার সে স্বপ্নটুকু এখান থেকে পূরণ হচ্ছে'।

আমি তার কথা শুনে নীরব হয়ে রইলাম। অনেকটা লজ্জাও পেলাম। আসলেই! আমাদের শিক্ষা এখন কতই না উন্নত! লেখাপড়া নিয়ে আমরা কতই না সচেতন! তবুও মন ভরে না। আরো উন্নত, আরো আধুনিক, আরো সমৃদ্ধ হওয়া চাই। নিজেদের পড়ালেখার মান নিয়ে আমরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কেউ বলছে, আমাদের কাছে আসুন, আমরা ইংরেজদের থেকে ভাল ইংরেজী শিখাই, আরবদের চেয়ে ভাল আরবী শিখাই। আবার কেউ বলছে, আমাদের অর্জনগুলো দেখুন। আমাদের অমুক শিক্ষার্থী তমুক হয়েছে। স্কলারশীপে অমুক দেশে এতজন আছে, তমুক দেশে এতজন আছে ইত্যাদি।

অভিভাবকগণ প্রতিষ্ঠানে এসে খোঁজ নেন, এখানকার সুবিধাগুলো কি কি। কোন কোন বিষয় পড়ানো হয়। বিদেশ-গমনের ব্যবস্থা আছে কি-না? এখানে লেখাপড়া করার পরে তথাকথিত 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'-এর সম্ভাবনা আছে কি-না ইত্যাদি। তবে ভাল মানুষ তৈরী করা হয় কি-না; তা কেউ খোঁজ নেন না। আর এজন্যই আমরাও অভিভাবকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাগুলো দিয়েই প্রাতিষ্ঠানিক মার্কেটিং করি। এভাবেই ধীরে ধীরে মানুষ গড়ার প্রজেক্ট আমাদের কাছে একটি অনাগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমাদের উচিৎ ছিল, অভিভাবকদের চাহিদাকে পরে রেখে দ্বীন ও যুগের চাহিদাকে আগে রাখা। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঠিকাদারী না নিয়ে উজ্জ্বল মানুষ বানানোর দায়িত্ব নেয়া।

আমাদের আক্ষেপ : আমরা যখন স্বীকার করে নিয়েছি যে, আমরা আখেরাতের পথিক। দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। তখন দুনিয়াদার প্রজন্ম তৈরী করা আমাদের শোভা পায় না। আখেরাতমুখী প্রজন্ম তৈরীর মাঝেই আমাদের গর্ব খুঁজে নেয়া উচিৎ ছিল। কারণ একজন বস্তুবাদী যে বিষয়গুলোকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন মনে করে, আমরা সেগুলো দু'পায়ে দলি। আমরা সেগুলোর মাঝে গর্ব খুঁজব কেন? মেধা-শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ আমাদেরকেও দিয়েছেন। এই দুনিয়ার জৌলুসের মূল্য যদি আমাদের কাছে নূন্যতমও হ'ত, তবুও তাদের চেয়ে অধিক দুনিয়া অর্জন করে দেখানোর সামর্থ্য আমাদের ছিল। তবে আমরা এগুলো কিছুই করিনি। কারণ আমরা তো সেই পথের পথিক নই।

আমাদের তো এমন প্রজন্ম গড়া প্রয়োজন ছিল, যারা মনে করবে আমি একজন নবীর ওয়ারিছ। একজন বস্তুবাদীর সামনে আমাকে নিজের বেতনের অংক দেখিয়ে সম্মান নিতে হবে কেন? বিলাসবহুল জীবনের বর্ণনা দিয়ে নিজেকে উন্নত প্রমাণ করতে হবে কেন? আমি আল্লাহ্‌র কিতাব শিখেছি, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শিখেছি। এগুলো শিখে আমি শিক্ষিত হয়েছি কি-না তার সনদপত্র কোন বস্তুবাদীর কাছে নিতে হবে কেন? আমার পেটে ভাত না থাকতে পারে। দুর্বলতায় আমার মেরুদণ্ড বাঁকা হ'তে পারে। আমার মাথা কখনো নীচের দিকে ঝুঁকবে না। ঈদুল আযহা ছাড়া আমার ঘরে গোশত রান্না না হ'তে পারে, এক পয়সা হারাম কখনো আমার রক্তে প্রবেশ করবে না।

এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোকাবিলায় আমি মহা-শক্তিধর। আমি যে কোন মানের খাবারে জীবন-ধারণ করতে পারি। যে কোন মানের আবাসনে সুস্থ থাকতে পারি। যে কোন মানের কাপড় পরে দুনিয়া শাসন করতে পারি। আমি যদি ভাতের জন্য লড়াই করতে দুনিয়ায় আসতাম, তবে দুনিয়ার সিংহভাগ সম্পদ আমার প্রাসাদে থাকত। আমি তো এগুলো করতে দুনিয়ায় আসিনি। আমাদের রাজত্ব এই দুনিয়ায় নয়।

আমাদের সালতানাত প্রস্তুত হচ্ছে অনাদী-অনন্তকালের জন্য। সেই সালতানাতের জন্য শুধু এই জীবন নয়; এমন এক লক্ষ জীবন ক্ষুধা, কষ্ট ও দুর্দশার মাঝে হাসতে হাসতে পার করে দিতে পারি।

আমরা যদি এমন চিন্তাধার একটি প্রজন্ম তৈরী করতে পারি, তবে সেই প্রজন্ম দিয়ে যে কোন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। আল্লাহ্র এই দুনিয়ায় দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। দ্বীনের খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ পাওয়া সম্ভব। দেখুন! প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, আদর্শ, চিন্তাধারা বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন কিছু নিবেদিত প্রাণ মানুষের। পার্ট টাইম জব দিয়ে সংসার চলে, তবে আদর্শ টিকিয়ে রাখা যায় না। আমরা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের অভাবে ভুগছি। তবুও আমরা মানুষ গড়ার প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছি না। তৃষ্ণা আমাদের কলিজা ছুঁয়েছে। তবুও আমরা কূপ থেকে পানি তোলার ব্যবস্থা করছি না। আমরা আশায় আছি, একদিন বৃষ্টি হবে। আমাদের পিপাসা নিবারণ হবে।

আমাদের শিক্ষকদের দেখেছি, তারা লাভ-ক্ষতির হিসাব একটু কম বুঝতেন। নিজের পরিবারের কাছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে তারা একটু মোটা হুঁশের মানুষ বলে বিবেচিত হ'তেন। সারা জীবন মাদ্রাসায় পড়ে থেকেছেন। ছাত্র গড়েছেন। জীবনে ফ্ল্যাট কিনতে পারেননি। গাড়ী কিনতে পারেননি। সারা জীবন 'কিতাবুল হজ্জ' পড়িয়ে নিজে একবারও হজ্জ করতে পারেননি। এক কথায় নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোই তাদের অভ্যাস ছিল। তারা বলতেন, 'ওয়াতন সে হাম কেয়া কারেঙ্গে, মাদ্রাসা হ্যায় ওয়াতন আপনা, মারেঙ্গে হাম কিতাবোঁ পর, ওয়ারক হোগা কাফন আপনা'। অর্থাৎ 'বাড়ী দিয়ে আমরা কি করব! মাদ্রাসাই আমাদের বাড়ী। কিতাবের ওপর আমরা মারা যাবো। কিতাবের পাতা-ই হবে আমাদের কাফন'। তারা সাধারণ শিক্ষকের দায়িত্বের জায়গা থেকেই এগুলো করেছেন।

তাদের ছাত্র হয়ে আমরা কি করেছি? আমাদেরকে যখন গোটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন আমাদের মাথায় কেবল এই চিন্তাই ঘুরপাক খেয়েছে যে, 'এর চেয়ে ভাল কর্মসংস্থান হ'লে এখান থেকে চলে যাব'। আর ভাল কর্মসংস্থান মানেই যেখানে বেতন বেশী, এটা না হয় আবার নতুন করে না-ই বললাম। আল্লাহ আমাকে দ্বীনের খেদমতে কবূল করেছেন, এটা যথেষ্ট নয়। আমি কোথায় কতটুকু ইলমী খিদমতের সুযোগ পাচ্ছি, এটা ধর্তব্য নয়। এমন মানুষকে যখন আমরা বাধ্য হয়ে পরিচালক বানাই তখন এই পরিস্থিতিকে বলা হয়, 'পরিচালক দুর্ভিক্ষ'।

আমাদের অনেক মাদ্রাসা 'শিক্ষা' আধুনিক করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের আধুনিক করে ফেলেছে। এখন শিক্ষকরাও মাদ্রাসা থেকে ডাক্তার তৈরী করতে চান, আর শিক্ষার্থীরাও ডাক্তার হ'তে চায়। আর আমরাও বাধ্য হয়ে মাদ্রাসা থেকে ডাক্তার বানাতে চাওয়া মানুষকে 'মুদাররিস' বানাই। এই পরিস্থিতিকে বলা হয় 'মুদাররিস দুর্ভিক্ষ'। মাঝে মাঝে মনে হয় তাদের আমরা হাতজোড় করে অনুরোধ করি যে, 'আপনারা আলেম বানান'। এই বিষয়টিকে আরেকটু গুরুত্বের সাথে নেন। কারণ ডাক্তার তৈরী করার জন্য হাযারো প্রতিষ্ঠান পড়ে আছে। একটি কাপড়ের কারখানায় কতগুলো মাশরূম জন্মেছে এটা কখনো কাপড়ের কারখানার গর্ব হ'তে পারে না। তাদের গর্ব হওয়া উচিৎ ছিল কাপড়ের মান নিয়ে। কারণ মাশরূম তৈরীর জন্য আলাদা কারখানা আছে। তারা উন্নত মানের মাশরূম তৈরী করে। আর কাপড়ের কারখানায় মাশরূম তৈরী হয়ে গেলে মাশরূমের কারিগররা বলে, 'ওটা ব্যাঙের ছাতা'।

যে দ্বীনী অঙ্গনে ইউরোপিও প্যান্ট-শার্ট আরবীয় জুব্বার তুলনায় বেশী সহজভাবে গ্রহণ করা হয়, সেখানে কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর দায়েমী সুন্নাহ পাগড়ী পরবে, এটা আশা করা বোকামী। কারণ সবাই একটু স্মার্টনেস চায়। আর স্মার্টনেস-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করে আমাদের আশেপাশের লোকজন। সুতরাং যেখানে যে পোষাকের প্রচলন, সেখানে তা-ই স্মার্টনেস। আর অপ্রচলিত পোষাক সর্বদা হাসির খোরাক। এখন আমার প্রতিষ্ঠানে যদি আমি পোষাক নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির মানে যদি হয়, আমার শিক্ষার্থীরা এতদিন পাঞ্জাবী পরত, এখন জার্সি গায়ে ঘুরবে। তারা এতদিন নযরের হেফাযত করত, এখন ছেলে-মেয়ে সব একসাথে বসে গ্রুপ স্টাডি করবে। তবে এটা কখনোই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি নয়, বরং এই পরিস্থিতিকে বলা হয় 'সাংস্কৃতিক দুর্ভিক্ষ'।

এই দুর্ভিক্ষগুলো আমরা আঁচ করতে পারি না। আমরা সমাজ নষ্ট হ'তে দেখি। বলি, সমাজটা নষ্ট হয়ে গেল। শিক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট হ'তে দেখি। সেখানেও আফসোস করি। তবে আমরা ভেবে দেখি না, এগুলো নষ্ট হয় কিভাবে? এগুলো নষ্ট হওয়ার পেছনে মূল কারণ হ'ল, এর চালিকা-শক্তি নষ্ট হওয়া। যেমন শিক্ষক হ'লেন শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক প্রতীক। রুচিবোধ কাকে বলে তা শিক্ষকগণ শেখাবেন। এখন শিক্ষকই যদি শিক্ষার্থীদের সাথে নাচ-গান করেন, তবে শিক্ষার্থীদের রুচিবোধ তৈরী হবে কোত্থেকে? এজন্য প্রতিটি জিনিস সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য মানসম্মত চালিকা-শক্তি তৈরি করতে হয়।

একটি শিক্ষাব্যবস্থা যদি চায়, আমাদের এই ব্যবস্থা দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ুক, যুগ যুগ ধরে আমাদের চিন্তাধারা টিকে থাকুক, তবে সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালক, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক তৈরী করতে হবে। দাওয়াতী সংগঠনকে দাঈ তৈরী করতে হবে। পত্রিকাকে লেখক তৈরী করতে হবে। কারণ দাওয়াত বাতাসে ভেসে দুনিয়াব্যাপী ছড়াতে পারে না। দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে মানুষ। ইট-পাথরের দেয়াল কোন চিন্তাধারা লালন করতে পারে না। চিন্তাধারা লালন করে সেই ইট-পাথরের মাঝে বসবাস করা মানুষ। সেই মানুষ তৈরী করতে যদি আমি ব্যর্থ হই, তবে আমার ইট-পাথরের ইমারত যতই চোখ ধাঁধানো হোক, তা একসময় ধ্বসে যাবে। আর যদি আমি মানুষ তৈরী করতে পারি তবে সেই মানুষগুলো নর্দমা ভরাট করে একসময় ইমারত গড়ে তুলবে।

আমাদেরকে সেই মানুষ তৈরী করতে হবে। তবে যখনই মানুষ গড়ার আলোচনা আসে, তখনই প্রশ্ন আসে সামর্থ্যের। আমাদের তো সামর্থ্য নেই। সামর্থ্যের অভাবে প্রতি বছর দু'মাস ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষক তৈরী হবে কোত্থেকে? বছরে দুইটি লেখালেখি কর্মশালার আয়োজন করা সম্ভব হয় না। লেখক তৈরী হবে কোত্থেকে? এমন কোন সেমিনার বা বৈঠকের আয়োজন করা হয় না, যেখানে ছাত্রদের মাথায় চিন্তার বীজ বপন করা হবে, আদব-আখলাক শেখানো হবে, দ্বীনের খাদেম হওয়ার স্বপ্ন দেখানো হবে। তবে প্রোডাকশন তৈরী হবে কোত্থেকে? আমাদের না আছে সময়, না আছে টাকা, না আছে প্রবল ইচ্ছা।

আমরা যদি সত্যিই মানুষ গড়তে চাই, তবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোন কঠিন বিষয় নয়। ওছমান বিন হাদী বলেছিলেন, ঘাস খেয়ে হ'লেও অস্ত্র তৈরী করতে হবে। আমরা ঘাস খাওয়ার কথা বলতে পারি না। তবে বিশ্বাস করি যে, যার ওপর নিজেদের অস্তিত্ব টিকে আছে তা ঘাস খেয়ে হ'লেও তৈরী করতে হবে। না খেয়ে হ'লেও তৈরী করতে হবে। আর হ্যাঁ, দুনিয়ায় শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার নামই অস্তিত্ব নয়। আমাদের তাহযীব-তামাদ্দুনই আমাদের অস্তিত্ব। তাহযীব-তামাদ্দুন ছাড়া আমরা কেবল প্রাণীমাত্র। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা টিকিয়ে রাখব। আমরা মাটির সাথে মিশে যাব। আমাদের অস্তিত্ব দুনিয়ায় থেকে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রস্তাবনা ও শেষ কথা : উপকারী বিদ্যা দুই ধরনের। একধরনের বিদ্যা সরাসরি মানুষ গড়ে। আরেক ধরনের বিদ্যা মানুষের জীবন পরিচালনায় উপকারে আসে। যেমন, একজন মানুষকে সুস্থ রাখতে চিকিৎসা বিদ্যা। মানুষের খাবার-দাবারের চাহিদা পূরণের জন্য ক্ষেত-খামারী বা কৃষি বিদ্যা। জীবন-ধারণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস তৈরির জন্য প্রকৌশল বিদ্যা ইত্যাদি। তবে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেটাই, যা সরাসরি মানুষ গড়ে। আল্লাহ সকল নবী-রাসূলকে এ বিদ্যা দিয়েই পাঠিয়েছিলেন। পাশাপাশি অন্যান্য বিদ্যাও দিয়েছিলেন, সেটা ভিন্ন বিষয়।

আমরা খেয়াল করলে দেখি, সকল নবী-রাসূল এই দুনিয়ার বুকে সোনার মানুষ গড়েছেন। এটাই আগে দরকার। এখানে আমরা মানুষের জীবন ধারণে উপকারে আসে এমন বিদ্যাকে ছোট করছি না। তবে দেখুন, মানুষই যদি না গড়া হয় তবে কার জন্য এত আয়োজন? কার জন্য এই নির্মল বাতাস আর সবুজ পৃথিবী? যে মানুষই হয়নি, যার ভেতরে সর্বদা পশুত্বের বিরাজ, সে যদি প্রকৌশলী হয় তবে সে মানবতার জন্য হুমকি। সে যদি চিকিৎসক হয় তবুও সে মানুষের ক্ষতি ছাড়া কখনো কল্যাণ আনতে পারবে না। এজন্য আমরা বলেছি, মানুষ গড়তে হবে আগে। তারা দুনিয়ায় সবকিছু হোক, তবে সবকিছুর আগে ভাল মানুষ হোক।

মানুষ গড়তে হ'লে মানুষ গড়া বিদ্যার যত্ন নিতে হবে। তা হ'ল কুরআন ও হাদীছের বিদ্যা। তা হ'ল ইসলামী শিষ্টাচার, আদব ও আখলাক। দুনিয়ার বুকে ইসলাম ছাড়া ভিন্ন কোন জীবন ব্যবস্থা মানুষ গড়ার পূর্ণ দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি। আমরা যদি ইসলামের বাইরে কোন সৌন্দর্য দেখতে পাই, তবে অবশ্যই তা ইসলাম থেকে ধার করে নেয়া। এজন্য মানুষ গড়তে হ'লে সামনে রাখতে হবে কুরআন-হাদীছ। কুরআন-হাদীছের জ্ঞানে পরিপুষ্ট একজন ব্যক্তিই হ'তে পারেন মানুষ গড়ার আদর্শ কারিগর। এই কারিগরদের মূল্যায়ন করতে হবে।

আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষককে আবাসিক রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য ছোহবতের কোন বিকল্প নেই। এটি নববী পদ্ধতির একটি অংশ। আদর্শ শিক্ষকগণ শুধু ক্লাসেই পড়াবেন না, বরং শিক্ষার্থীদের সাথে অবস্থান করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের ছোহবত বা সান্নিধ্যে থেকে আদব-আখলাক শিখবে। দ্বীন, দুনিয়া, জাতি, বিজাতি ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা গঠিত হবে। আগের ওলামায়ে কেরামের ছোহবতে যেমন পড়াশোনার পাশাপাশি অন্তর পরিষ্কার হ'ত, বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক যান্ত্রিকতায় তা হারিয়ে গেছে। আমাদের আবার সেই দিন ফিরিয়ে আনতে হবে।

মনে রাখতে হবে, এক টুকরো লোহার সাথে শিথিলতা প্রদর্শন করে কখনোই তা ধারালো তরবারী বানানো যায় না। তাই আমাদেরকে মানুষ গড়ার পদক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় খুব দৃঢ়তার সাথেই গ্রহণ করতে হবে। আদব-আখলাকে শিথিলতা দেখানো যাবে না। কারিকুলাম বহির্ভূত কার্যক্রম; যেমন, বক্তব্য কর্মশালা, লেখালেখি কর্মশালা, আরবী-ইংরেজী বলার দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে কোন শিথিলতা নয়। এসব বিষয়ে খরচ করতে কোন কার্পণ্য নয়। অভিভাবক কি চান, শিক্ষার্থীরা কি চায়, সরকার কি চায়, যুগ কি চায়; এই সবগুলো চাওয়া সামনে না রেখে আমাদেরকে সবার আগে দ্বীনের চাওয়া পূরণ করতে হবে। তবেই আমরা ভাল মানুষ গড়তে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমরা কেন তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হই?

-আয়েশা হুমায়রা

ভূমিকা :

মুমিনের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং মহান আল্লাহ্র একান্ত নৈকট্য লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হ'ল তাহাজ্জুদ ছালাত। এই ছালাতের মাধ্যমে বান্দার সাথে তার রবের সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। কুরআন ও হাদীছে এই ছালাতের অপরিসীম গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। অথচ চরম গাফলতী ও পার্থিব মোহগ্রস্থতার কারণে অধিকাংশ মানুষ রাতের এই বরকতময় ইবাদত থেকে মাহরূম থেকে যায়। রাতের নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশে 'ক্বিয়ামুল লায়ল' বা তাহাজ্জুদ আদায় করা ছিল পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল ও নেককার বান্দাগণের নিয়মিত আমল। এই মহিমান্বিত ছালাতের মাধ্যমে বান্দা যেমন তার বিগত জীবনের পাপরাশি মাফ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়, তেমনি এটি তাকে ভবিষ্যতের যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতেও সহায়তা করে। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ ছালাতের সময় স্বয়ং আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে এসে তাঁর বান্দাদেরকে দরদভরা কণ্ঠে আহ্বান করতে থাকেন এবং বলতে থাকেত, 'কে এমন আছে, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা প্রদান করব। কে আছে এমন, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করব'।[১] আর আমরা? আমরা ঘুমিয়ে থাকি। চাওয়ার দুয়ার খোলা, ডাক আসছে, অথচ আমরা ব্যস্ত দুনিয়ার মোহ মায়ায়। আচ্ছন্ন গভীর ঘুমের শীতল পরশে, বিচরণ করি স্বপ্নের জগতে!

তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আধ্যাত্মিক কারণ

অনেক সময় মুমিন বান্দা চাইলেও তাহাজ্জুদের তাওফীক থেকে বঞ্চিত হন। এর পেছনে বেশ কিছু আধ্যাত্মিক কারণ রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ-

১. দিনের বেলা পাপাচার : প্রতিনিয়ত গুনাহের কারণে বান্দার অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং তার ওপর চরম অলসতা ভর করে। বিশেষ করে দিনের বেলার ছোট-বড় পাপগুলো বান্দার অন্তরে কালো দাগ ফেলে, যা তার ইবাদতের স্পৃহাকে কমিয়ে দেয়। এর ফলে মহান আল্লাহ্র সাথে বান্দার বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আর এই দূরত্বের কারণেই রাতের রহমতপূর্ণ সময়ে তার ঘুম ভাঙে না। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বছরী (রহ.)-এর নিকটে এসে এক ব্যক্তি আক্ষেপ করে বললেন, আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ঘুমাই এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য ওযূর পানিও প্রস্তুত রাখি। তা সত্ত্বেও আমি রাতে উঠতে পারি না কেন? উত্তরে হাসান বছরী (রহ.) বললেন, 'তোমার পাপাচারগুলো তোমাকে বন্দি করে রেখেছে'। তিনি আরও বলেন, 'তুমি দিনের বেলায় আল্লাহ্র নাফরমানী করো না, তাহ'লে তিনি রাতের বেলায় তোমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের তাওফীক দিবেন'। হাজ্জাজ আস-সাওয়াফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, আমরা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে সক্ষম নই। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, أقعدتكم ذنوبكم 'তোমাদের পাপসমূহ (তোমাদেরকে তাহাজ্জুদের) ছালাত থেকে বিরত রাখে'।[২]

১. অন্যের প্রতি কু-ধারণা পোষণ : সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, একবার আমার একটি পাপের কারণে আমি পাঁচ মাস তাহাজ্জুদের ছালাত হ'তে বঞ্চিত হয়েছিলাম। তখন তাকে বলা হ'ল সে পাপটি কি? তখন তিনি বললেন, এক ব্যক্তি দো'আ করার সময় কাঁদছিল। আর আমি তাকে দেখে ধারণা করলাম যে, সে ভান করছে। আমি শুধু মনে মনেই ভেবেছিলাম যে, সে বোধহয় রিয়াকারী। এই কুধারণার গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা পাঁচ মাসের জন্য আমাকে তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত করেন।[৩] সুবহানাল্লাহ! শুধুমাত্র তাঁর একটি কুধারণা পোষণের জন্য তিনি এমন নে'মত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ আমরা মানুষের ব্যাপারে না জেনেই কত কুধারণা পোষণ করে থাকি। তিনিতো একজন উচুঁ মাপের পরহেযগার আলেম ছিলেন। তিনি খুব সহজেই নে'মত বঞ্চিত হওয়ার কারণ বের করে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা এতো এতো গুনাহ করি তারপরেও আমাদের তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ খোঁজার ফুরসত হয় না। আর কারণ না খুঁজেই আমরা বলে বেড়াই তাহাজ্জুদের তাওফীক হয় না।

৩. অহংকার ও আত্মতুষ্টি : ইবাদতের তাওফীক পেয়ে নিজের মধ্যে আত্মতুষ্টির জন্ম হওয়া মুমিনের জন্য ধ্বংসাত্মক। অনেকেই নিজের পরহেযগারিতা ও আমলের আধিক্য নিয়ে অহংকার করেন ও অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, যা আল্লাহ্র নিকট অপসন্দনীয়। বান্দার অন্তরে যেন অহংকার ও আত্মতুষ্টির ব্যাধি প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাকে সাময়িকভাবে তাহাজ্জুদের ছালাত থেকে বিরত রাখতে পারেন। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ: إِنَّ اللهَ يُنِيمُ الْعَبْدَ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَظَرًا لَهُ وَرَحْمَةً، لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الْعُجْبُ، 'কোন কোন আছারে এসেছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি করুণা ও রহমতস্বরূপ তাকে রাতের বেলায় (তাহাজ্জুদের সময়) ঘুম পাড়িয়ে রাখেন, যাতে তার অন্তরে অহংকার প্রবেশ করতে না পারে'।[৪]

৪. আল্লাহ্র অপসন্দনীয় বান্দা হওয়া : মানুষ চাইলেই স্বীয় ইচ্ছায় নেক আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পসন্দ করেন ও তাওফীক দান করেন কেবলমাত্র তারাই সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারেন। তাই নিজেকে সৎকর্মে নিয়োজিত রাখার জন্য আল্লাহ্র পসন্দনীয়

১. *বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২৩।*

২. *ইবনু রজব, লাতায়েফুল মা'আরিফ, পৃ. ৪৬।*
৩. *গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/৩৫৬।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ১/১৭৯।*

বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে (সৎকর্মে) নিয়োজিত করেন। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে তাকে নিয়োজিত করেন? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে সৎকাজ করার তাওফীক দান করেন'।[৫] আমরা হয়তো এমন কোন পাপাচারে নিমজ্জিত রয়েছি যার কারণে মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। এজন্যই আমরা তাহাজ্জুদের মতো মর্যাদাপূর্ণ আমল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

ফুযায়েল ইবনু ইয়ায (রহ.) বলেন, إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَحْرُومٌ مُكَبَّلٌ كَبَّلَتْكَ خَطِيئَتُكَ، 'যদি তুমি তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে এবং দিনের বেলা নফল ছিয়াম পালনে সক্ষম না হও, তবে জেনে রেখো তুমি বঞ্চিত ও শৃঙ্খলিত অবস্থায় আছ। তোমাকে তোমার পাপই বেঁধে রেখেছে'।[৬]

তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বস্তুগত কারণ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু বস্তুগত বা বাহ্যিক ত্রুটিও তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দায়ী। সেগুলো হ'ল।-

১. রাত জাগা ও দেরিতে ঘুমানো : গভীর রাত পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া বা ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে সময় নষ্ট করা অথবা অন্য কোন কারণে দেরীতে ঘুমানো তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। অথচ এশার ছালাতের পর দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত।[৭]

২. রাতে অতিরিক্ত পানাহার : রাতের বেলায় পেট ভরে অতিরিক্ত খাবার খেলে শরীর ভারী হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত ঘুম পায়, যা শেষ রাতে ওঠার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

৩. দিনে 'ক্বায়লূলা' না করা : দুপুরে আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া বা ক্বায়লূলা করা রাতের ক্বিয়ামের জন্য সহায়ক। দিনে ক্বায়লূলা না করলে শরীর ক্লান্ত থাকে এবং শয়তানের প্ররোচনায় শেষ রাতে ঘুম থেকে ওঠা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক ক্লান্তি : সারাদিন দুনিয়াবী কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীর অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে রাতে ইবাদতের জন্য বিছানা ছেড়ে ওঠার মতো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না।

৫. ঘুমানোর সুন্নাত বর্জন ও প্রস্তুতির অভাব : দৃঢ় নিয়ত না করা, ওযূ ছাড়া ঘুমানো এবং শয়নের পূর্বে পঠিতব্য সুন্নাতী দো'আ ও যিকিরসমূহ পাঠ না করার কারণে শয়তান ঘুমের মধ্যে অলসতা বৃদ্ধি করে দেয়।

৫. তিরমিযী হা/২১৪২, হাসান ছহীহ।
৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া ৮/৯৬।
৭. বুখারী হা/৫৬৮; মিশকাত হা/৫৮৭।

সম্মানিত পাঠক! বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন অতীব সহজ। একসময় ইসলামের বিভিন্ন আমল ও ফযীলত সম্পর্কে কেবল আলেম-ওলামাই জানতেন, আর সাধারণ মানুষ তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিতেন। কিন্তু আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে সাধারণ মানুষও খুব সহজেই ইলম অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! এসবের কল্যাণে আজ স্কুল-কলেজ পড়ুয়া অসংখ্য কিশোর-তরুণ দ্বীনের পথে ফিরে আসছে। ১৫-১৬ বছরের অনেক তরুণকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতে দেখা যায়, যাদের ইবাদতের একাগ্রতা অনেক সময় বহু আলেমকেও লজ্জিত করে। অথচ পরিতাপের বিষয় হ'ল, অনেক বয়স্ক ও দ্বীনদার মানুষও স্রেফ 'নফল ছালাত' বলে অবহেলা করে এই অমূল্য নে'মত থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখছেন।

সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হ'ল, আলেম সমাজের একাংশও অনেক সময় এই গাফলতীর শিকার হন। সারাদিন মাদ্রাসায় কুরআন-হাদীছ পড়ানোর মত মহৎ কাজে যুক্ত থাকার অজুহাতে তারা রাতের ইবাদতে অবহেলা করেন এবং এই ভেবে নিশ্চিন্ত থাকেন যে, সারাদিন তো ছওয়াবের কাজই করছি! এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগা মানুষদের উদ্দেশ্যে জনৈক আলেম চমৎকার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম কি সারাদিন কেবল সবজি বিক্রির মতো দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকতেন? তাঁরাও তো সারাদিন দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে কঠোর পরিশ্রম করতেন। কিন্তু তারা ছিলেন দিনের বেলা ঘোড় সওয়ার আর রাতের বেলা ইবাদতগুযার। সুবহানাল্লাহ!

দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন আমাদের জন্য একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। একজন মেধাবী ছাত্র যেমন পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের আশায় এক মার্কের কোন প্রশ্নও ছেড়ে আসতে চায় না, ঠিক তেমনি একজন প্রকৃত মুমিনেরও উচিত ছোট-বড় কোন আমলই হাতছাড়া না করা। বিশেষ করে তাহাজ্জুতের মত গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলপূর্ণ আমলকে 'নফল ছালাত' বলে ছেড়ে দেওয়া কোনভাবেই কাম্য নয়।

প্রিয় পাঠক! আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, আমরা কি কেবল নিজেদের অলসতার কারণেই তাহাজ্জুদে উঠতে পারছি না, নাকি আমাদের লাগামহীন পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহ নিজেই রাতের এই বরকতময় সময়ে আমাদের চেহারা দেখতে অপসন্দ করছেন? আমরা বিশ্বকাপ খেলা দেখার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকি, কিন্তু তাহাজ্জুদের জন্য কোনদিন উঠি না। উৎসব-অনুষ্ঠানে গভীর রাত পর্যন্ত সজাগ থাকি, কিন্তু ঠিক তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত হ'লেই ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুমে লুটিয়ে পড়ি। এটা একজন মুমিনের জন্য চরম দুর্ভাগ্য ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের বিষয়। অতএব আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য হ'ল- যাবতীয় গাফলতী, পাপাচার ও আত্মতুষ্টি পরিহার করে মহান আল্লাহ্র দরবারে বিনীতভাবে তওবা করা। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে তাঁর সেসব প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদেরকে তিনি ভালোবেসে শেষ রাতে স্বীয় নৈকট্য লাভের জন্য জাগ্রত করে দেন- আমীন!

স্বামীর জীবনে নেককার স্ত্রীর প্রভাব

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

দুনিয়ার মোহ এক অদ্ভুত মরীচিকা। এর পেছনে মানুষ যত ছোটে, তার তৃষ্ণা যেন তত বেড়েই চলে। অধিক পাওয়ার এই অন্তহীন প্রতিযোগিতায় পড়ে মানুষ অনেক সময়ই ভুলে যায় রিযিকের পবিত্রতার কথা। হালাল-হারামের সীমারেখা বিস্মৃত হয়ে সাময়িক লাভের আশায় মানুষ মিথ্যা কসম ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। অথচ দুনিয়াবী এই ছোট্ট জীবনে পাহাড়সম হারাম সম্পদের চেয়ে এক চিমটি হালাল রিযিকের বরকত অনেক বেশী প্রশান্তি দায়ক। আর এই হালাল রিযিকের পথে অবিচল থাকতে একজন নেককার ও অল্পে তুষ্ট জীবনসঙ্গীনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। একজন দ্বীনদার স্ত্রী কেবল সংসারের আলোই নন, বরং তিনি স্বামীর আখেরাতমুখী জীবনের এক মযবূত খুঁটি। আসুন! সালাফদের সোনালী যুগের এমনই একটি হৃদয়স্পর্শী কাহিনী থেকে আমরা শিক্ষা নেই, যা আমাদের অন্তরকে নাড়া দেবে এবং নতুন করে ভাবতে শেখাবে।

প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বাছরী (২১-১১০ হি./৬৪২-৭২৮ খ্রি.) বলেন, একবার আমি মক্কায় এক কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে একটি কাপড় কেনার জন্য দাঁড়ালাম। দেখলাম লোকটি পণ্য বিক্রির আশায় তার জিনিসপত্রের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করছে, আর কথায় কথায় কসম খাচ্ছে। তার এই অবস্থা দেখে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম এবং মনে মনে বললাম, এমন প্রতারক ব্যক্তির নিকট থেকে কেনাকাটা করা মোটেও উচিত নয়। ফলে আমি সেখান থেকে চলে গিয়ে অন্যজনের কাছ থেকে কাপড় কিনলাম। এর ঠিক দুই বছর পর আমি পুনরায় হজ্জ করতে গেলাম এবং ঘটনাক্রমে মক্কার বাজারে সেই লোকটির কাছেই আবার উপস্থিত হ'লাম। কিন্তু এবার তাকে দেখে আমি অবাক! তাকে আগের মতো পণ্যের অযথা প্রশংসা করতে বা অধিক কসম খেতে শুনলাম না। অত্যন্ত শান্ত ও সৎভাবে সে ব্যবসা করছে। আমি কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সেই ব্যক্তি নন, যার কাছে আমি কয়েক বছর আগে দাঁড়িয়েছিলাম? সে মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।

আমি তাকে বললাম, কোন জাদুকরী পরশ আপনাকে এই প্রশান্ত অবস্থায় নিয়ে এসেছে যা আমি এখন দেখছি? আমি তো এখন আপনাকে আগের মতো পণ্যের মিথ্যা প্রশংসা করতে বা শপথ করতে দেখছি না! তখন সে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পূর্বে আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি দিন-রাত হাড়ভাঙা খাটুনি করে তার কাছে সামান্য কিছু আনলে সে তা তুচ্ছ মনে করত, আর বেশী আনলে সেটাও তার কাছে কম মনে হ'ত। তার সেই অতৃপ্তি ও লোভের কারণে বেশী উপার্জনের আশায় আমাকে মিথ্যা কসম ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হ'ত। অতঃপর আল্লাহ আমার প্রতি রহম করলেন এবং তাকে মৃত্যু দান করলেন। এরপর আমি এক নেককার নারীকে বিয়ে করেছি। এখন যখন আমি সকালে উপার্জনের আশায় বাজারের দিকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেই, তখন সে অত্যন্ত ভালোবাসায় আমার কাপড়ের প্রান্ত ধরে বলে, 'হে আমার স্বামী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং আমাদেরকে হালাল ও পবিত্র রিযিক ছাড়া হারাম কোন কিছু খাওয়াবেন না। যদি আপনি আমাদের জন্য সামান্য কিছু আনেন, তবে আমরা তাতেই তুষ্ট থাকব। আর যদি কোনদিন কিছুই না পান, তবে আমরা চরকায় সূতা কেটে আপনাকে সাহায্য করব, তবুও হারামের দিকে পা বাড়াবেন না'।[১]

শিক্ষা :

(১) স্বামী-স্ত্রী একে অপরের আচরণের মাধ্যমে প্রভাবিত হন।

(২) একজন স্ত্রী তার স্বামীকে জান্নাতের পথে এগিয়ে নিতে পারেন, আবার পার্থিব লোভের অন্ধ গলিতেও ঠেলে দিতে পারেন।

(৩) স্বামীর উপার্জন হালাল বা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় স্ত্রীর মানসিকতা ও চাহিদার বড় ভূমিকা থাকে। সালাফদের যুগের এই ঘটনাটি আমাদেরকে সেই বাস্তবতাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৪) একজন নেককার স্ত্রী শুধু স্বামীর ঘরই আগলে রাখেন না; তিনি স্বামীর দ্বীন, তাক্বওয়া ও আখেরাতকেও সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করেন। তাই জীবনসঙ্গীর সৌন্দর্য, সম্পদ বা বংশের চেয়ে তার ঈমান, তাক্বওয়া ও অল্পেতুষ্ট থাকার গুণ অত্যধিক মূল্যবান।

(৫) নেককার ও অল্পেতুষ্ট স্ত্রী একজন পুরুষের জীবনে আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে'মত। তাই জীবনসঙ্গী নির্বাচনে অবশ্যই দ্বীনদারীতাকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে সাধারণ বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাক্বওয়াকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন, সেখানে সারা জীবনের নিত্যসঙ্গী নির্বাচনে তাক্বওয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে আরও বেশী সচেতন হওয়া উচিত। কারণ মানুষ ভালো-মন্দ উভয় দিক থেকে তার বন্ধুর মাধ্যমে প্রভাবিত হয়।

মহান আল্লাহ আমাদের প্রতিটি পরিবারকে সালাফদের মত অল্পেতুষ্ট ও তাক্বওয়াপূর্ণ জীবন গঠনের তাওফীক্ব দান করুন। দুনিয়ার লোভ-লালসার নাগপাশ থেকে আমাদের মুক্ত করুন এবং হালাল রিযিকের স্নিগ্ধ ধারায় আমাদের জীবনকে সিক্ত করুন। আমাদেরকে এমন জীবনসঙ্গী দান করুন, যারা একে অপরকে দুনিয়ার লোভের দিকে নয়; বরং হালাল রিযিক, তাক্বওয়া, ঈমান-আমল ও জান্নাতের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

১. আবূ বকর আহমাদ ইবনু মারওয়ান আদ-দীনাওয়ারী (মৃ.৩৩৩ হি./৯৪৫ খ্রি.), আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, তাহক্বীক্ব : মাশহূর ইবনে হাসান আলে সালমান (বৈরূত : জামঈয়াতুত তারবিয়াতিল ইসলামিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি.), ৫/২৫১।

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

ভূমিকা :

ইসলামের ইতিহাস শুধু বিজয়ের ইতিহাস নয়। বরং নির্যাতন-নিপীড়ন, ছবর ও আত্মোৎসর্গের এক রঞ্জিত ইতিহাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছিলেন যার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যারা সত্যের পথে অবিচল থাকার কারণে চরম নির্যাতন, বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা বা আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। যাঁদের নাম উচ্চারিত হ'লে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ত্যাগ, তাক্বওয়া ও আত্মনিবেদনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামের সূচনালগ্নে এমনই এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত ওছমান ইবনু মাযঊন (রাঃ)। তিনি ছিলেন প্রথম যুগের সেই সৌভাগ্যবান ছাহাবীদের একজন, যিনি সত্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং ঈমানের পথে অসীম কষ্ট ও অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মক্কার জাহেলী সমাজ যখন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছিল, তখন ওছমান ইবনু মাযঊন (রাঃ) ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, অবিচল ও আপসহীন। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও তিনি সত্যের জন্য সামাজিক মর্যাদা, আরাম-আয়েশ ও পার্থিব স্বার্থকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে এমন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল যে, তিনি দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখেরাতের সফলতাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। আলোচ্য নিবন্ধে এই মহান ছাহাবীর জীবনসংগ্রাম, চরিত্র মাধুর্য, ত্যাগ ও ইসলামের জন্য তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হ'ল।-

বংশ পরিচয় :

হযরত ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) মক্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাপূর্ণ 'বনু জুমাহ' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ণ নাম *ওছমান বিন মাযঊন বিন হাবীব বিন ওয়াহাব বিন হুযাফা বিন জুমাহ বিন আমর বিন হুছাইছ বিন কা'ব আল-জুমাহী*।[১] তাঁর ডাকনাম বা কুনিয়াত ছিল আবূ সায়িব। তাঁর পিতার নাম মাযঊন এবং মাতার নাম ছিল সুখাইলা বিনতু উনাইস (মতান্তরে বিনতু আনবাস)। ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর দুই ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাযঊন এবং কুদামা ইবনে মাযঊনও প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হাবশা ও মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর পারিবারিক সম্পর্কগুলো তৎকালীন মক্কার সামাজিক বিন্যাসেও গুরুত্ব বহন করত। তাঁর বোন যয়নাব বিনতু মাযঊন ছিলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের মাতা। তাঁর নিজের স্ত্রী ছিলেন খাওলা বিনতু হাকিম (রাঃ), যিনি নিজেও ছিলেন ইসলামের প্রথম দিকের নিবেদিতপ্রাণ ছাহাবিয়া এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব।

শারীরিক গঠন :

আয়েশা বিনতে কুদামা বলেন, 'মাযঊন পরিবারের ভাইদের চেহারায় পরস্পরের সঙ্গে মিল ছিল। ওছমান (রাঃ) ছিলেন শ্যামবর্ণ। তার দাড়ি ছিল ঘন ও লম্বা।'[২]

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই মদ বর্জন :

জাহেলী আরবের লোকেরা যখন মদ্যপান, জুয়া এবং পৌত্তলিকতার চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখনও ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) ছিলেন এক ব্যতিক্রমী আলোকিত সত্তা। তিনি সেই হাতেগনা কয়েকজন কুরাইশদের একজন ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই নিজের ওপর মদ হারাম করে নিয়েছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল এক প্রগাঢ় যুক্তিবাদ। তিনি মনে করতেন, মদ এমন একটি পানীয় যা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'বিবেক' কেড়ে নেয় এবং তাকে নিম্নস্তরের মানুষের কাছে হাস্যস্পদ করে তোলে। তাই তিনি মদ্যপান থেকে বিরত থাকেন। তিনি বলতেন, لَا أَشْرَبُ شَرَابًا يَذْهَبُ عَقْلِي، وَيُضْحِكُ بِي مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنِّي، 'আমি এমন পানীয় পান করব না যা আমার বিবেক কেড়ে নেয় এবং আমাকে এমন ব্যক্তির নিকটে হাসিরপাত্র করে যে আমার তুলনায় নিম্নস্তরের'।[৩] পরে যখন মদ হারাম ঘোষণা করা হয়, তখন তিনি বলেন, 'ধ্বংস হোক মদের! আমি তো আগে থেকেই এর ক্ষতি বুঝতে পেরেছিলাম'।[৪] এই চারিত্রিক আভিজাত্য এবং বিবেকের স্বচ্ছতাই তাঁকে ইসলামের সত্যবাণী গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিল।

ইসলাম গ্রহণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, তখন ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর পবিত্র অন্তর দ্রুত সেই সত্যকে চিনে নিতে সক্ষম হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর দারুল আরক্বামে যাওয়ার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে ১৩ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন চতুর্দশ মুসলিম।[৫] তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় বসে ছিলেন। এমন সময় ওছমান বিন মাযঊন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁকে দেখে

১. *শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ওছমান আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪।*

২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ ১৫৮।*
৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলুম ওয়াল উমাম (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯০।*
৪. *সিয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৫।*
৫. *সিয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৫।*

মুচকি হাসলেন এবং বসার আমন্ত্রণ জানালেন। ওছমান যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে বসলেন, তখন হঠাৎ নবী করিম (ছাঃ)-এর ওপর ওহী নাযিলের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেল। ওছমান (রাঃ) বিস্ময়ভরে লক্ষ্য করলেন যে, রাসূল (ছাঃ) আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন এবং খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করছেন। ওহী নাযিল শেষ হওয়ার পর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নাহল-এর ৯০ নম্বর আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও অবাধ্যতা হ’তে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর’ *(নাহল ১৬/৯০)*। এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথেই ওছমান (রাঃ)-এর হৃদয়ে ঈমানের আলো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং তিনি সেখানেই কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জানতেন যে, মক্কার কুরাইশরা, বিশেষ করে তাঁর নিজের গোত্র ‘বনু জুমাহ’ এটি সহজে মেনে নেবে না। তবুও তিনি সত্যের পথে অটল থাকার শপথ নিলেন। তাঁর সাথে তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ও কুদামা এবং পুত্র সায়িবও ইসলাম গ্রহণ করেন, যার ফলে মাযঊন পরিবার মক্কায় ঈমানী আন্দোলনের এক শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সামাজিক নিগ্রহ ও নির্যাতনের শিকার ওছমান (রাঃ) :

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর মতো একজন প্রভাবশালী ও অভিজাত ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের জন্য ছিল এক চরম আঘাত। বিশেষ করে বনু জুমাহ গোত্র এটিকে তাদের আভিজাত্যের অবমাননা হিসাবে গণ্য করেছিল। অন্যান্য নির্যাতিত ছাহাবীদের ন্যায় ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর উপরেও নেমে আসল সামাজিক বঞ্চনা-গঞ্জনা, নিগ্রহ-নিপীড়নের নানাবিধ ঘটনা। কিন্তু ওছমান (রাঃ) পরকালে মুক্তির নেশায় সবকিছু চোখ বুজে হজম করতেন। জান্নাতী সফলতার উদগ্র বাসনা তাকে এতটাই ব্যাকুল করে তুলেছিল যে, দুনিয়ার মোহমায়া তাকে কিঞ্চিত পরিমাণও স্পর্শ করতে পারেনি।

হাবশায় হিজরত : নবুঅতের পঞ্চম বছর। কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা যখন চরম থেকে চরমতর আকার ধারণ করতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের একটি দলকে হাবশায় বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজ্যে (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করার পরামর্শ দেন। কেননা বাদশাহ নাজ্জাশী ছিলেন সহনশীল ও ন্যায়পরায়ণ। সেখানে মুসলমানরা নিরাপদে দ্বীন পালন করার সুযোগ পাবেন। হাবশায় প্রথম হিজরতকারী ১৫ জনের এই কাফেলার নেতা ছিলেন ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)। এদের মধ্যে ৪ জন ছিলেন নারী। তারা লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে বাদশাহ নাজ্জাশীর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন যেন শান্তিতে ও নিরাপদে আল্লাহ্র ইবাদত করার সুযোগ পান। উল্লেখ্য, ইসলামের প্রথম যুগের নতুন মুসলমানদের হাবশায় হিজরতই তখনকার নির্যাতনের একটি জাজ্বল্য প্রমাণ। কারণ মুসলমানরা নিছক ভ্রমণের জন্য নয়, বরং ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচতেই দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হাবশায় কিছুদিন অবস্থানের পর একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কার কুরাইশরা দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই সংবাদ শুনে ওছমান (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর দল নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু মক্কার কাছাকাছি আসার পর তারা বুঝতে পারেন যে খবরটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কুরাইশরা আগের চেয়েও অধিক হিংস্র হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় ফিরে যাওয়াও ছিল অসম্ভব, আর মক্কায় প্রবেশ করা ছিল চরম ঝুঁকিপূর্ণ। তখন অধিকাংশ মুহাজির মক্কার কোন না কোন প্রভাবশালী মুশরিক নেতার আশ্রয় (জিওয়ার) গ্রহণ করে মক্কায় প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন।

ওয়ালীদ বিন মুগীরার আশ্রয় গ্রহণ ও বর্জন : ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) মক্কার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ওয়ালীদ বিন মুগীরার সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ও আভিজাত্যের সুবাদে তার আশ্রয় গ্রহণ করে মক্কায় প্রবেশ করেন। ওয়ালিদের আশ্রয়ে থাকার কারণে কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পেত না। তিনি নিরাপদে চলাফেরা করতেন। ভিতরে বিদ্বেষের আগুন জ্বললেও প্রকাশ্যে কেউ তাকে কিছু বলত না। কিন্তু একই সময়ে অপরাপর মুসলিমদের উপরে চলতে থাকে লোমহর্ষক নির্যাতন। এতে ওছমানের বিবেকে বিষয়টি মারাত্মকভাবে আঘাত করে। তিনি ভাবলেন আমার অন্যান্য মুসলিম ভাইয়েরা নির্যাতন ভোগ করছে আর আমি নিরাপদে চলাফেরা করছি। এই বিবেকের দংশন তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। তিনি ওয়ালিদের আশ্রয় প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ওয়ালীদকে তিনি বললেন, ‘হে আবূ আব্দুশ শামস! তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছ, কিন্তু আমি তোমার দেওয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। তিনি অবাক বিস্ময়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) বলেন, আমি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই। আমার ভাইদের কষ্টের অংশীদার হওয়াটাই আমার কাছে প্রকৃত নিরাপত্তা। ওয়ালীদ তখন কা‘বা চত্বরে জনসমক্ষে এই ঘোষণা দিতে বললেন, যাতে কেউ ওয়ালিদকে চুক্তি ভঙ্গের দায়ে দোষারোপ করতে না পারেন। ওছমান (রাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই ঘোষণা উচ্চারণ করে দিলেন।[৬]

শারীরিক নির্যাতন : ওয়ালীদ বিন মুগীরার আশ্রয় ত্যাগ করার কয়েক মুহূর্ত পরেই ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ) শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হন। মক্কার এক জনাকীর্ণ মজলিসে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি লাবীদ বিন রাবী‘আ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। ওছমান (রাঃ) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লাবীদ একটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন, ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‘জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই অসার’। ওছমান (রাঃ)

৬. *মাহমূদ আল-মিছরী, আছহাবুর রাসূল (ছাঃ) (মিসর: মাকতাবাতু আবী বকর ছিদ্দীক্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২ খৃঃ) ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৮।*

তখন বললেন, صدقت 'তুমি সত্য বলেছ'। পরে লাবীদ বলল, وكل نعيم لا محالة زائل، 'প্রত্যেক নি'আমত একদিন বিলীন হয়ে যাবে'। ওছমান (রাঃ) আপত্তি করে বললেন, كذبت، نعيم الجنة لا يزول، 'তুমি মিথ্যা বলেছ। জান্নাতের নে'মত কখনো বিলীন হবে না'। এতে কুরাইশরা ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। একজন উঠে এসে তাঁর মুখে আঘাত করে। এতে তাঁর একটি চোখে গুরুতর আঘাত লাগে এবং চোখ ফুলে যায়।

চোখে আঘাত পাওয়ার পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা বললেন, لو كنت في جواري ما أصابك، 'তুমি যদি আমার আশ্রয়ে থাকতে, তাহলে এ আঘাত পেতে না'। জবাবে ওছমান (রাঃ) বললেন, بل إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله، 'বরং আমার সুস্থ চোখটিও আল্লাহ্র পথে তার সঙ্গী চোখের মতো আঘাত পাওয়ার জন্য প্রস্তুত'।[৭]

পরহেযগারিতা :

ওছমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর পরহেযগারিতা ছিল অনন্য। তিনি ছিলেন শতভাগ দুনিয়াবিমুখ। এমনকি ইবাদতের ব্যস্ততা তাকে নিজ পরিবার থেকেও উদাসীন করে তুলেছিল। একদিন তাঁর স্ত্রী খাওলা জীর্ণ-শীর্ণ ও মলিন পোষাকে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার এই অবস্থা কেন? তিনি বললেন, আমার স্বামী সারা রাত ছালাত আদায় করে এবং সারা দিন ছিয়াম পালন করে (আমার তেমন কোন খোঁজ-খবর রাখে না)। আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি ওছমান বিন মাযঊনের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ فَوَ اللهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُوْدِهِ، 'হে ওছমান! আমাদের জন্য বৈরাগ্যকে ফরয করা হয়নি। আর আমার মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? অথচ আল্লাহ্র কসম! আমিই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ্র সীমারেখা সর্বাধিক রক্ষা করি'।[৮]

অপর বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছমান বিন মাযঊন-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। অতঃপর বললেন, يَا عُثْمَانُ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ- 'হে ওছমান! তুমি কি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়েছ? তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র কসম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বরং আমি আপনার সুন্নাতই অনুসরণ করতে চাই। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, আমি তো (রাতে কিছু সময়) ঘুমাই এবং (কিছু সময়) ছালাত আদায় করি; আমি ছিয়াম রাখি এবং ছিয়াম ছেড়ে দেই; আর আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। সুতরাং হে ওছমান! আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে, তোমার ওপর তোমার মেহমানের অধিকার রয়েছে এবং তোমার নিজেরও তোমার ওপর অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি ছিয়াম রাখো এবং ছিয়াম ভঙ্গও করো; ছালাত পড়ো এবং ঘুমাও'।[৯]

আলোচ্য হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইবাদতের নামে নিজের শরীর, পরিবার বা সামাজিক দায়িত্বকে অবহেলা করা ইসলামের আদর্শ নয়। রাসূল (ছাঃ) নিজে ইবাদত করতেন, আবার বিশ্রাম নিতেন, পরিবারকে সময় দিতেন এবং জীবনের স্বাভাবিক দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি এতটাই ইবাদতগুযার ও সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন যে, তিনি, আলী (রাঃ) এবং আবু যার (রাঃ) একসময় সংসারবিমুখ জীবনযাপনের চিন্তা করেছিলেন।[১০] তিনি এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেননি। এ প্রসঙ্গে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا، 'রাসূল (ছাঃ) ওছমান বিন মাযঊনকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসজীবন (তাবাত্তুল) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। যদি তিনি তাকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরা সকলে খোজা বা খাসী হয়ে যেতাম'।[১১] *[ক্রমশ:]*

---

৭. আছহাবুর রাসূল (ছাঃ), ২য় খণ্ড, পৃ:১৬৯।
৮. আহমাদ হা/২৫৯৩৫ সনদ ছহীহ; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬।
৯. আবূদাঊদ হা/১৩৬৯; সনদ ছহীহ।
১০. সিয়ার, পৃ: ৫৪।
১১. বুখারী হা/৫০৭৩; মুসলিম হা/১৪০২।

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান
এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার
এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার,
(ফেনী চক্ষু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।
ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১
রোগী দেখার সময়
প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

বাংলাদেশে প্যাপেইন উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক রূপরেখা

প্যাপেইন (Papain) হ'ল কাঁচা বা অপরিপক্ক পেঁপের কষ বা ল্যাটেক্স থেকে সংগৃহীত একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক এনজাইম। পেঁপের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যারিকা পাপায়া (Carica papaya)। এটি প্রোটিওলাইটিক শ্রেণীর একটি এনজাইম, যার প্রধান কাজ হ'ল জটিল প্রোটিনকে ভেঙে ছোট ছোট অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করা। বিশ্বজুড়ে আধুনিক শিল্পে বহুমুখী ব্যবহারের কারণে বর্তমানে উচ্চমূল্যের রপ্তানিমুখী পণ্য হিসাবে প্যাপেইনের চাহিদা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্যাপেইনের বহুমুখী ব্যবহার :

প্যাপেইনের বহুমুখী কার্যকারিতাই এর বাজারকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করেছে।

খাদ্য শিল্প : শক্ত মাংসের প্রোটিন ভেঙে দ্রুত রান্নার উপযোগী বা নরম করতে এটি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এছাড়া বিভিন্ন ফলের জুস ও পানীয়ের স্বচ্ছতা বজায় রাখতেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যালস বা ওষুধ শিল্প : হজমের সমস্যা দূর করতে, প্রদাহনাশক হিসাবে এবং দ্রুত ক্ষত নিরাময়ের ওষুধ তৈরিতে প্যাপেইন একটি অপরিহার্য উপাদান।

প্রসাধনী শিল্প : ত্বকের মৃত কোষ অপসারণ করে ত্বককে উজ্জ্বল, সতেজ ও দাগমুক্ত করতে উন্নত মানের প্রসাধনীতে প্যাপেইন ব্যবহার করা হয়।

চামড়া ও টেক্সটাইল শিল্প : চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টেক্সটাইল উপাদান নরম করার কাজে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ল্যাটেক্স সংগ্রহ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া :

প্যাপেইন উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হ'ল কাঁচা ও অপরিপক্ক সবুজ পেঁপে। পাকা পেঁপেতে এই এনজাইম থাকে না।

ল্যাটেক্স সংগ্রহ : ভোরবেলা পেঁপে গাছে থাকা অবস্থায় ফলের গায়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হালকা আঁচড় দেওয়া হয়। এতে দুধের মতো সাদা রস বা ল্যাটেক্স বেরিয়ে আসে, যা পরিষ্কার পাত্রে সংগ্রহ করা হয়। একটি পেঁপে থেকে কয়েকদিনের বিরতিতে ৩-৪ বার ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা যায়।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : সংগৃহীত ল্যাটেক্স রোদে বা নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার ড্রায়ারে শুকানো হয়। শুকিয়ে এটি গুঁড়ো বা ফ্লেক্সের আকার ধারণ করে, যাকে বলা হয় 'ক্রুড প্যাপেইন'। পরবর্তীতে এটিকে পরিশোধন করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেডের প্যাপেইনে রূপান্তর করা হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা : ল্যাটেক্স সংগ্রহের জন্য আঁচড় দেওয়ার ফলে পেঁপের গায়ে দাগ পড়ে যায়, স্বাদে তিক্ততা আসে এবং পচন ধরতে পারে। ফলে এই পেঁপেগুলো আর সাধারণ বাজারে বিক্রির উপযোগী থাকে না। তাই প্যাপেইন উৎপাদনে ব্যবহৃত পেঁপেকে শতভাগ কাঁচামাল হিসাবেই গণ্য করতে হয়।

উৎপাদন হার ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ :

প্যাপেইন একটি উচ্চমূল্যের পণ্য হওয়ার মূল কারণ এর স্বল্প উৎপাদন হার। উন্নত জাত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলেও ১ কেজি পেঁপে থেকে গড়ে মাত্র ২০ থেকে ৩৫ গ্রাম প্যাপেইন পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ কেজি প্যাপেইন উৎপাদনে প্রায় ৪০ থেকে ৬০ কেজি কাঁচা পেঁপের প্রয়োজন হয়। এক টন প্যাপেইন উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবহন খরচসহ সর্বমোট আনুমানিক ১১ থেকে ১৯ লাখ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে।

১ টন প্যাপেইনের সম্ভাব্য বাজারমূল্য ও মুনাফা :

আন্তর্জাতিক বাজারে প্যাপেইনের গুণমানভেদে এর বাজারমূল্য ও মুনাফা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ক্রুড প্যাপেইন থেকে টন প্রতি প্রায় ১০ লাখ টাকা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড থেকে ৪০-৫০ লাখ টাকা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেড থেকে ৬০ লাখ টাকারও বেশী মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। বিশেষত ১ টন প্যাপেইন উৎপাদনের জন্য মাত্র ৩ থেকে ৬ একর জমিতে পেঁপে চাষ করাই যথেষ্ট, যা এই ব্যবসাকে বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক করে তুলেছে।

বৈশ্বিক বাজার এবং বাংলাদেশের সম্ভাবনা :

বর্তমানে বিশ্বে প্যাপেইনের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন, যার বৈশ্বিক বাজারমূল্য প্রায় ৩৩০০ কোটি থেকে ১৯৫০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের মাটি, জলবায়ু এবং তুলনামূলক সস্তা শ্রম পেঁপে চাষ ও প্যাপেইন শিল্পের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। বাংলাদেশ যদি বৈশ্বিক বাজারের মাত্র ৫% দখল করতে পারে, তবে আয় হবে প্রায় ১৬৫ থেকে ৯৭৫ কোটি টাকা। ১০% বাজার ধরতে পারলে আয় দাঁড়াবে ৩৩০ থেকে ১৯৫০ কোটি টাকা।

সবুজ পেঁপে থেকে প্যাপেইন উৎপাদন বাংলাদেশের জন্য একটি অবিকশিত অথচ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় শিল্প। যা সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে দেশে মাঝারি ও বড় আকারের অন্তত ১০ থেকে ৫০টি নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। এর মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। তাই সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগ, কৃষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করা গেলে প্যাপেইন শিল্প অচিরেই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হ'তে পারে।

॥ সংকলিত ॥

দারুস সুন্নাহ শপ
পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
যোগাযোগ করুন :
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪
অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop
সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন (নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

কবিতা

দুনিয়ার দামে ঈমান

-আব্দুল্লাহ আন-নু'মান, ময়মনসিংহ।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ে রোজ, কমে যায় আল্লাহ-ভীতি,
বাজারজুড়ে আগুন মেজায সস্তা ঈমান-নীতি।
লজ্জা ভুলেছে সমাজের নারী অশালীন তার সাজ,
হায়া-পর্দা দূরে ঠেলে আজ ভুলেছে সকল লাজ।
আযানের ধ্বনি বাতাসে ছড়ায় মসজিদ তবু ফাঁকা,
দুনিয়ার ডাকে ভিড় জমে যায় রবের ডাকে কে একা?
চোর-ডাকাতেরা পদক জেতে সত্যবাদীরা জেলে,
ন্যায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ এখন মিথ্যুক চলে হেসে খেলে।
বিয়ে-শাদী আজ বড্ড কঠিন, পরকীয়া কত সোজা!
হালাল পথে দেয়াল উঠেছে, হারাম টানে না বোঝা।
এক মুঠো দান করেই দাতা ছবি তুলে বারবার,
রিয়া যদি ঢোকে অন্তরে তবে নষ্ট সে উপহার।
ছিয়ামে সই ক্ষুধার জ্বালা তবু ঝগড়ায় মাতি,
ছিয়ামের শিক্ষা ভুলে গিয়ে গীবতের সাথে হাঁটি।
হজ্জে যেতে নাকি খরচ বেশী বিদেশ ভ্রমণে ছুটি,
দুনিয়ার তরে হাযার উড়াই দ্বীনের হিসাবে ত্রুটি!
স্মার্টফোনে নেই আক্ষেপ কুরবানী দেই মেপে,
দ্বীনের খরচে বুক কেঁপে ওঠে অকারণে যাই ক্ষেপে!
কুরআনের দশ আয়াত ভারী খবর পড়ি শতবার,
রবের বাণী ক্লান্তিকর দুনিয়া চমৎকার।
এভাবেই যদি চলে যায় দিন জীবনে কি করলাম?
দুনিয়ার পিছে ছুটতে ছুটতে আখেরাত হারালাম!

জেগে ওঠার ডাক

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

জেগে ওঠার সময় এখন ঘুমাবার সময় নয়,
জেগে ওঠো হুংকার দিয়ে হে মুজাহিদ দুর্জয়!
মানবতা আজ বড় অসহায় খুঁজে ফেরে শুধু ঠাঁই,
এক চিলতে সুখ-শান্তি কোথাও যে আজ নাই।
দ্বীন-ধর্মের বড় দুর্দিন ভেজালের ছড়াছড়ি,
ভেজালকে আজ মুসলমানেরা আছে যে আঁকড়ে ধরি।
রাস্তা ভুলে গোমরাহীতে মানুষ হারায় পথ,
ভুলেছে রবের মহান বিধান আমল ও ইবাদত।
সমাজের নিকষ আঁধার নাশিতে হে মুজাহিদ ভাই,
এসো ছুটে আজ দৃঢ় পদে, ডাকছি মোরা সবাই।
যত যুলুমাত, অন্যায়-অসত্য করো সব মিসমার,
হে মুজাহিদ, রবের বান্দা, চিরসৈনিক দুর্বার!
অহি-র বিধান কায়েম করে তোল তাকবীর-রব,
চারিদিকে ফের ফিরে আসুক বিজয়ের উৎসব।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। **'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'** *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুলাই ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুলাই	১৫ মুহাররম	১৭ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	১৭ মুহাররম	১৯ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	১৯ মুহাররম	২১ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৫০	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	২১ মুহাররম	২৩ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৫১	০৫:১৭	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৭
০৯ জুলাই	২৩ মুহাররম	২৫ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫২	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	২৫ মুহাররম	২৭ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৫৩	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১৩ জুলাই	২৭ মুহাররম	২৯ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫৪	০৫:২০	১২:০৫	০৩:২৫	০৬:৫০	০৮:১৫
১৫ জুলাই	২৯ মুহাররম	৩১ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৫৫	০৫:২০	১২:০৫	০৩:২৫	০৬:৫০	০৮:১৪
১৭ জুলাই	০২ ছফর	০২ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৩:৫৭	০৫:২১	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৯	০৮:১৩
১৯ জুলাই	০৪ ছফর	০৪ শ্রাবণ	রবিবার	০৩:৫৮	০৫:২২	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৮	০৮:১৩
২১ জুলাই	০৬ ছফর	০৬ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৩:৫৯	০৫:২৩	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১১
২৩ জুলাই	০৮ ছফর	০৮ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:০০	০৫:২৪	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৭	০৮:১০
২৫ জুলাই	১০ ছফর	১০ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:০২	০৫:২৫	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৬	০৮:০৯
২৭ জুলাই	১২ ছফর	১২ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৩	০৫:২৬	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৮
২৯ জুলাই	১৪ ছফর	১৪ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০৪	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৪	০৮:০৭
৩১ জুলাই	১৬ ছফর	১৬ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:০৬	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৩	০৮:০৫

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	০	-১	০
গাযীপুর	+২	০	০	+১	০
শরীয়তপুর	+২	০	-১	-১	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০	-১	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৪	+৩	+৪
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	+১	০	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+৩	+২	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৪	+৫	+৪
মাদারীপুর	+৩	+১	০	০	-১
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+১	+১	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	-২	+১	+৫	+৪	+৬
ময়মনসিংহ	-৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	-১	+২	+৬	+৫	+৬
নেত্রকোণা	-৪	-১	+২	+১	+৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৭	+৫	+৪	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৯	+৫	+২	+৪	+১
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+২	+৩	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৪	+৪	+৬	+৪
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪	+৩
খুলনা	+৭	+৩	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+২	০	+১	০
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৫	+১	-২	-১	-২
পটুয়াখালী	+৫	০	-৩	-২	-৩
পিরোজপুর	+৬	+২	-১	-১	-১
বরিশাল	+৪	০	-২	-১	-৩
ভোলা	+৩	-১	+৪	-৪	-৪
বরগুনা	+৬	+১	-৩	-২	-৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৬	+৬	+৬
বগুড়া	+১	+৪	+৮	+৭	+৮
রাজশাহী	+৬	+৭	+৯	+৭	+৯
নাটোর	+৪	+৫	+৭	+৭	+৭
জয়পুরহাট	+২	+৫	+৯	+৯	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৮	+১১	+১০	+১১
নওগা	+৩	+৬	+১০	+৮	+১০

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	০	+৭	+১৫	+১২	+১৬
দিনাজপুর	+২	+৭	+১৩	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	-২	+৫	+১১	+৯	+১২
নীলফামারী	০	+৬	+১২	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	-১	+৪	+৮	+৬	+৯
ঠাকুরগাঁও	+২	+৮	+১৫	+১৩	+১৬
রংপুর	-১	+৪	+১০	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	-৩	+৩	+৯	+৭	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-২	-৩	-৩	-৪	-৪
ফেনী	-১	-৪	-৫	-৫	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২	-৩	-২
রাঙ্গামাটি	-৪	-৭	-১০	-৯	-১০
নোয়াখালী	০	-৩	-৫	-৪	-৫
চাঁদপুর	০	-২	-৩	-২	-৩
লক্ষ্মীপুর	+১	-২	-৩	-৩	-৪
চট্টগ্রাম	-১	-৬	-৯	-৮	-৯
কক্সবাজার	+১	-৬	-১২	-১০	-১৩
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-৭	-৭	-৭
বান্দরবান	-২	-৮	-১২	-৯	-১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৯	-৬	-২	-৩	-২
মৌলভীবাযার	-৭	-৬	-৩	-৪	-৩
হবিগঞ্জ	-৬	-৪	-২	-২	-২
সুনামগঞ্জ	-৭	-৪	-১	-২	০

সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

স্বদেশ

অবশেষে কুমির দিয়ে ব্যবসা বন্ধ হ'ল বাগেরহাটের খানজাহান আলী মাযারে

গত ১লা জুন বাগেরহাটের ঐতিহাসিক খানজাহান আলী মাযারের দীঘির সংরক্ষিত মহিলা ঘাট থেকে আনুমানিক ৭-৮ বছর বয়সী ফাতেমাকে কুমির টেনে নিয়ে যায়। পরেরদিন ভোরে শিশুটির মরদেহ ভেসে ওঠে দীঘির পূর্ব পার্শ্বে। এরপর জননিরাপত্তার স্বার্থে ৩ জুন প্রশাসন ও বন বিভাগের যৌথ দল মাযারের দীঘি থেকে একমাত্র নারী কুমিরটিকে উদ্ধার করে খুলনার বন্যপ্রাণী উদ্ধার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে স্থানান্তর করে।

উল্লেখ্য, শিশুটির মৃত্যুর প্রায় দুই মাস আগে এখানে একটি কুকুরকে আক্রমণ করেছিল কুমিরটি। তখন প্রশ্ন উঠেছিল লোকালয়ের একটি দীঘিতে এমনভাবে কুমির রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে। এর আগেও ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালে মাযারের দুই খাদেম কুমিরের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। প্রশাসনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল। তাদের মতে কুমিরকে কেন্দ্র করে মাযারের খাদেম ও কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের মানত, তাবীয বিক্রি ও অর্থ উপার্জনের মতো অনৈতিক ব্যবসা এবং কুসংস্কার স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে, মাযার-সংশ্লিষ্ট একটি অংশ সাড়ে ৬ শত বছরের প্রাচীন 'ঐতিহ্য' ধরে রাখার অজুহাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কুমিরটিকে পুনরায় দীঘিতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

['কালা পাহাড়' ও 'ধলা পাহাড়' নামে দু'টি নর ও মাদী কুমির ছেড়ে দিয়ে কবর ব্যবসায়ীরা বহু পূর্ব থেকেই এখানে বসে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করে যাচ্ছে। এই কুমির দু'টির কেরামতি নিয়ে এখানকার খাদেমরা বহু পুস্তিকা বিতরণ করে থাকে। তাতে ভুলে গিয়ে বহু মানুষ ধর্মের নামে এখানে দৈনিক শত শত মোরগ-মুরগী, গরু-খাসি ও টাকা-পয়সা মানত করে। এভাবে তারা ধর্মের নামে ভক্তদের পকেট ছাফ করে। সচেতন আলেমগণ সর্বদা এসবের প্রতিবাদ করে থাকেন। কিন্তু খাদেমরা সর্বদা প্রশাসনকে খুশী করেই কবর ব্যবসা চালিয়ে থাকে। দেশের প্রায় সকল মাযার এরূপ ব্যবসা চলছে। এখানেও সেটি চলছিল যুগ যুগ ধরে। আল্লাহ্র হাযার শোকর এবার এখান থেকে একটি মেয়ের জীবনের বিনিময়ে সেটি দূর হ'ল। পুনরায় যেন প্রশাসন দুর্বল না হয়ে যায়, আমরা আল্লাহ্র নিকট সেটাই প্রার্থনা করি। সাথে সাথে দেশের অন্যান্য মাযার থেকেও সকল প্রকার কুসংস্কার দূরীকরণের আহ্বান জানাই! (স.স.)]

দেশে চার মাসে ১১৮ কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার, খুন ১৭ জন

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে কন্যাশিশুদের প্রতি যৌন সহিংসতা ও হত্যার ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'আইন ও সালিশী কেন্দ্রে'র তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে ২০শে মে পর্যন্ত ১১৮ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং এর মধ্যে ১৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ধর্ষণচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যা করা হয়েছে তিন শিশুকে। এর মধ্যে ১৯শে মে রাজধানী ঢাকার মিরপুরের পল্লবীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলছাত্রী ৮ বছরের কন্যাশিশু রামিসা হত্যাকাণ্ড দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটিতেই শিশুরা তাদের প্রতিবেশী, আত্মীয় কিংবা ঘনিষ্ঠজনদের দ্বারাই সহিংসতার শিকার হয়েছে। অপরাধীরা শিশুদের অসহায়ত্বের সুযোগ নেয়। এই জঘন্য অপরাধের প্রধান কারণ হিসাবে অপরাধীদের বিচারহীনতা বা বিচারের দীর্ঘসূত্রিতাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বোপরি বিচারের নামে বিভিন্ন অজুহাতে লঘু দণ্ডই এসব পাপকে উস্কে দেয়। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তির বিস্তার, ইন্টারনেটে বিকৃত কনটেন্ট সমূহের সহজলভ্যতা এবং অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার মানসিকতা।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট ও ব্র্যাকের যৌথ গবেষণা অনুযায়ী দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারে ৭০ শতাংশ মামলায় আসামিরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে।

[এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পরিবারে ও সমাজে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করা অপরিহার্য (স.স.)]

দিনাজপুরে এক হাসপাতালে ৫ মাসে ৩৪৭ নরমাল ডেলিভারী

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ বেসরকারী হাসপাতালে যখন অপ্রয়োজনীয় সিজারের ঘটনা বাড়ছে, তখনই এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপযেলার ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। গত পাঁচ মাসে এই হাসপাতালে ৩৪৭টি শিশু স্বাভাবিক ডেলিভারীর মাধ্যমে এবং মাত্র ১৮টি শিশু অত্যন্ত যরূরী ও ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় সিজারের মাধ্যমে প্রসব করানো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের মতে হাসপাতালটির চিকিৎসক, নার্স ও দক্ষ ধাত্রীদের আন্তরিকতা, নিবিড় পরিচর্যা এবং প্রসব-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সঠিক সেবার কারণেই এই অসাধারণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বেসরকারী হাসপাতালে বা ক্লিনিকে সন্তান জন্মদানে যেখানে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়, সেখানে ফুলবাড়ী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এই সম্পূর্ণ নিরাপদ চিকিৎসাসেবা মিলছে বিনামূল্যে। নিবেদিতপ্রাণ সেবার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু হার কমানোর পাশাপাশি সরকারী স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

[আমরা এখানকার সংশ্লিষ্ট সকল চিকিৎসক ও সেবাকর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করছি। সাথে সাথে সরকারকেও এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স)]

বিদেশ

এআই যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে চীনে ১২ হাযার ডিগ্রি বাতিল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যাপক রদবদল করেছে চীন। প্রযুক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কর্মসংস্থানের কম সুযোগ থাকা কলা, মানবিক ও ভাষাবিষয়ক প্রায় ১২ হাযার 'সেকেলে' ডিগ্রি বাতিল করেছে। এটি চীনের মোট শিক্ষা কার্যক্রমের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বিপরীতে নতুন বৈশ্বিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৫ সালের মধ্যে 'এমবডিড ইন্টেলিজেন্স'-এর মতো ১০ হাযার ২০০টি নতুন কারিগরি ও স্নাতক ডিগ্রি চালু করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে টিকে থাকতে বিশ্বজুড়েই শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের হাওয়া লেগেছে। ইতিমধ্যে ভারত তাদের বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে সরাসরি এআই যুক্ত করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাজাখস্তান বিশেষ এআই শিক্ষা কৌশল বাস্তবায়ন করছে এবং স্পেন ও যুক্তরাজ্যও দ্রুত তাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ ভাবমূর্তির দেশ ইস্রাঈল

গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'নিরা ডাটা'র ১২৯টি দেশের ৪৬,৬৬৭ জনের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত 'গ্লোবাল কান্ট্রি পারসেপশন-২০২৬

র‍্যাঙ্কিং'-এর জরিপে বিশ্বের সবচেয়ে নেতিবাচকভাবে দেখা দেশের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ইস্রাঈল। গাযায় চলমান যুদ্ধ, ফিলিস্তীনীদের বাস্তুচ্যুতি, খাদ্য সংকট সৃষ্টি, পশ্চিম তীরে সহিংসতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগের কারণেই বিশ্বজুড়ে দেশটির এই চরম ভাবমূর্তি সংকট তৈরি হয়েছে। ইস্রাঈলের ঠিক পরেই অবস্থান করছে উত্তর কোরিয়া, আফগানিস্তান ও ইরান। এই জরিপের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক পতন। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে দেশটির স্কোর ৩৮ পয়েন্ট কমে গিয়ে বর্তমানে তারা রাশিয়া ও চীনের চেয়েও নীচে নেমে গেছে এবং বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি নেতিবাচক দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, বিশ্ববাসী এখন রাশিয়া ও ইস্রাঈলের পর যুক্তরাষ্ট্রকেও বিশ্বের অন্যতম প্রধান বৈশ্বিক হুমকি হিসাবে বিবেচনা করছে।

মুসলিম জাহান

মসজিদে নববীতে চালু হ'ল 'শিশু আতিথেয়তা কেন্দ্র'

মসজিদে নববীতে আগত মুছল্লীদের সেবার মান বাড়াতে মসজিদের উত্তর-পূর্ব চত্বরে স্থাপন করা হয়েছে 'চিলড্রেনস হসপিটালিটি সেন্টার' বা শিশু আতিথেয়তা কেন্দ্র। ২৬৮ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত, সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই কেন্দ্রে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কর্মীদের তত্ত্বাবধানে শিশুদের আদর-যত্নের মাধ্যমে শিক্ষা ও বিনোদনের চমৎকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে বিনোদন ও খেলার ছলে শিশুদের আনন্দঘন শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। কেন্দ্রটিতে মূলত ৩ থেকে ৯ বছর বয়সী কন্যাশিশু এবং ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী ছেলেশিশুদের রাখা যায়। এই চমৎকার উদ্যোগের ফলে আগত অভিভাবকেরা পবিত্র রিয়াযুল জান্নাহসহ মসজিদে নববীর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অত্যন্ত নিশ্চিন্তে ও একাগ্রচিত্তে ইবাদত করার সুযোগ পাচ্ছেন। দর্শনার্থী ও মুছল্লীদের সুবিধার জন্য কেন্দ্রটি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকে।

যেখানে সূদ আছে, সেখানে বরকত থাকতে পারে না

-এরদোয়ান

গত ৫ই জুন ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব ইসলামী অর্থনীতি সম্মেলনে দেওয়া এক ভাষণে বর্তমান বৈশ্বিক ঋণ সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। তিনি উল্লেখ করেন, ক্রমবর্ধমান এই ঋণ পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎকে এক বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় হিসাবে তিনি ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, উৎপাদনশীলতা এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর জোর দেন। সূদভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করে এরদোয়ান স্পষ্টভাবে বলেন, যেখানে সূদ আছে, সেখানে কোন বরকত থাকতে পারে না। তাঁর মতে অংশীদারিত্বমূলক ইসলামী অর্থনীতি কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই অত্যন্ত নিরাপদ এবং অধিকতর ন্যায়সংগত একটি অর্থনৈতিক মডেল। তাই যত দ্রুত বিশ্ববাসী ইসলামী অর্থনীতির এই শাশ্বত মূলনীতিগুলোকে আঁকড়ে ধরবে, আর্থিক সংকট প্রতিরোধ করে তত দ্রুতই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

[এই সাহসী উচ্চারণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ দেশে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে পারেননি। অতএব আমাদের পরামর্শ হ'ল ইসলামী অর্থনীতি কেবল তখনই সম্ভব, যখন তা মাযহাবী ফিক্বহের ধুম্রজাল থেকে মুক্ত হবে। অবশ্যই সেটি হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক অর্থনীতি। যার সুফল হিসাবে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর যুদে ইসলামী খেলাফতে যাকাত নেওয়ার মতো কোন লোক খুঁজে পাওয়া যেত না (দ্র. 'যাকাত ও ছাদাক্বা' বই; স.স.]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এবার ব্যাটারী ফুল চার্জ হবে ১ সেকেণ্ডেই!

লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারীর সীমাবদ্ধতা আমাদের সবার জানা। চার্জ হ'তে দীর্ঘ সময় লাগা এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধারণক্ষমতা কমে যাওয়া এই ব্যাটারীর একটি বড় সমস্যা। এই সীমাবদ্ধতা দূর করে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতালির ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষকরা বিশ্বের প্রথম কার্যকরী 'কোয়ান্টাম ব্যাটারী'র প্রটোটাইপ সফলভাবে প্রদর্শন করেছেন। এই অত্যাধুনিক ব্যাটারীর সবচেয়ে বড় চমক হ'ল– এর আকার যত বড় হয়, চার্জ গ্রহণের গতিও তত বেড়ে যায়। ফলে একটি সাধারণ ব্যাটারী চার্জ হতে যেখানে ১ ঘণ্টা সময় নেয়, সেখানে এর চেয়ে বড় একটি কোয়ান্টাম ব্যাটারী হয়তো মাত্র ১ সেকেণ্ডেই চার্জ হয়ে যাবে। এতে একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি পেট্রোল পাম্পে তেল নেওয়ার চেয়েও কম সময়ে পূর্ণ চার্জ করা সম্ভব হবে। এমনকি গবেষকদের মতে, স্মার্টফোন বা গাড়ি চার্জ করার জন্য ভবিষ্যতে কোন প্লাগ ছাড়াই লেজার বা তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ ব্যবহার করে দূর থেকেই 'ওভার দ্য এয়ার' পদ্ধতিতে এগুলো চার্জ করা যাবে। লিথিয়ামের মতো ক্ষতিকর রাসায়নিক না থাকায় এটি শতভাগ পরিবেশবান্ধব এবং সাধারণ ব্যাটারীর চেয়ে এর স্থায়িত্বও অনেক বেশী হবে।

এআইয়ের যুগে কেন হাতে লেখা যরূরী?

বিশ্বজুড়ে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষাবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইনসাইড হায়ার' পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, দেশটির প্রায় ৮৫ শতাংশ কলেজ শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনায় এআই ব্যবহার করছে। শিক্ষকেরা বলছেন, অনেক শিক্ষার্থী নিজেরা কোন পড়াশোনা না করেই হুবহু চ্যাটবটের লেখা জমা দিচ্ছে। এর ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্মের সৃজনশীলতা ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে। চাকরি বাজারে যখন এই তরুণেরা প্রবেশ করছে, তখন তারা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ছে। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে যেকোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে হ'লে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, যা এআই শিখিয়ে দিতে পারে না।

এই প্রেক্ষাপটে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জামীল জাকি হাতে লিখে অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি মূলত তিনটি কারণে অপরিহার্য। প্রথমত, এআই-এর লেখায় তথ্যের প্রাচুর্য থাকলেও গভীরতা ও মানবিক আবেগের অভাব থাকে, যাকে 'টেক্সট পলিউশন' বলা হয়। দ্বিতীয়ত, এআই-এর উপর অতি-নির্ভরশীলতা মস্তিষ্ককে অলস করে ফেলে, যাকে মনোবিজ্ঞানীরা 'কগনিটিভ সারেন্ডার' বা চিন্তার আত্মসমর্পণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তৃতীয়ত, একটি সাদা পাতায় নিজের চিন্তাকে শব্দে রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াই মানুষের বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়, স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখে।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজতর করলেও নিজস্ব চিন্তার ক্ষমতাকে তার কাছে বন্ধক রাখা কখনোই কাম্য নয়। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন, তেমনি সচল মস্তিষ্কের জন্য নিয়মিত হাতে লেখার চর্চা করা যরূরী।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দীর্ঘ ২৫ বছর পর উদ্ধার হ'ল বগুড়াস্থ নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উত্তরাঞ্চলীয় মারকায হিসাবে ১৯৯৪ সালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বগুড়া শহরের ঐতিহাসিক নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সটি গত ১২ই জুন ২০২৬ শুক্রবার দীর্ঘ ২৫ বছর পর দখলমুক্ত হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এদিন জুম'আর খুৎবা দেন। অতঃপর বাদ আছর থেকে এশা পর্যন্ত সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ ছহিমুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মোখলেছুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-আমীন, 'যুবসংঘে'র সভাপতি রামাযান আলী, বগুড়া পৌরসভার ২০নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জনাব রুস্তম আলী, মসজিদ কমিটির আহ্বায়ক শফীকুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী যেলাসমূহের দায়িত্বশীল, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। এছাড়া আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও বর্তমান সমাজকল্যাণ সম্পাদক অলী হাসান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

মুছল্লীদের উচ্ছ্বসিত আবেগ, আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় এবং দীর্ঘদিনের সংগ্রামের স্মৃতিচারণে পরিবেশ বারবার আবেগঘন হয়ে ওঠে। বহু প্রবীণ কর্মী, যারা এই মসজিদ কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জড়িত ছিলেন, তারা স্মৃতিচারণ করে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের ২৩শে জুন সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত ব্যক্তির চক্রান্তে কমপ্লেক্সটি অবৈধ দখলে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা, দায়িত্বশীলদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং সর্বস্তরের শুভানুধ্যায়ীদের দো'আ ও সমর্থনে এই প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় উদ্ধার হ'ল *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

ঈদুল আযহা পরবর্তী সাতক্ষীরা সফরে আমীরে জামা'আত

পবিত্র ঈদুল আযহার পরদিন ২৯শে মে শুক্রবার বাদ জুম'আ থেকে ৩রা জুন বুধবার পর্যন্ত ৬দিন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সপরিবারে সাতক্ষীরা সফর করেন। পথিমধ্যে কুষ্টিয়া শহরে চৌড়হাস মোড়ে রিযিয়া সাদ ইসলামিক সেন্টারে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলামের বাসায় যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা সভাপতি আলী মুর্তযাসহ অন্যান্যগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে রাত্রি ১১-টায় তাঁর জন্মস্থান বুলারাটি গ্রামে ভাগিনার বাসায় পৌঁছেন।

সেখানে অবস্থানকালে তিনি যেলার বিভিন্ন এলাকায় ঈদ পরবর্তী সভা সমূহে কর্মী ও শুভাকাংখীদের সাথে মিলিত হন। তিনি (১) ৩০শে মে শনিবার বাদ আছর যেলা শহরের বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে; (২) ৩১শে মে রবিবার বাদ মাগরিব নিজ গ্রাম বুলারাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; (৩) ১লা জুন সোমবার বাদ আছর বুলারাটি বায়তুল আমান জামে মসজিদে; (৪) বাদ মাগরিব মাহমূদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; (৫) ২রা জুন মঙ্গলবার বাদ আছর কলারোয়া থানা সদরের কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, (৬) অতঃপর বাদ মাগরিব সাতক্ষীরা সদরের পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মতবিনিময় সভা সমূহে যোগদান করেন।

প্রোগ্রামসমূহের তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুফলেহুর রহমান, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, পৌর এলাকার সাধারণ সম্পাদক শরীফুযযামান মুকুল, যেলা উপদেষ্টা ছদরুল আনাম প্রমুখ।

(৭) ৩০শে মে শনিবার বাদ এশা তিনি বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার অফিসে পরিচালনা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সেখানে মাদ্রাসার পরিচালক সীমান্ত আদর্শ কলেজের প্রিন্সিপাল আযীযুর রহমান, ভাইস প্রিন্সিপাল মহীদুর রহমান এবং অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফিরতি দিন ৩রা জুন বুধবার সকালে বুলারাটি থেকে রওয়ানা হয়ে মাঝখানে যশোর যেলার সাগরদাঁড়ির 'মধুপল্লী'তে যাত্রাবিরতি করেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী বা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩ ইং) পৈত্রিক জমিদারবাড়ী ও জাদুঘরসহ আম্রকাননে ঘেরা সুন্দর নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিদর্শন করেন।

উল্লেখ্য যে, কলিকাতা থাকাকালে ১৮ বছর বয়সে তিনি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন ও 'মাইকেল' নাম ধারণ করেন। ফলে কায়স্থ হিন্দু জমিদার পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। অতঃপর ভাগ্যান্বেষণে ফ্রান্স গিয়ে সেখান থেকে ফিরে কলিকাতায় অবস্থানকালে চরম অর্থকষ্টে তিনি মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

অতঃপর যশোর হয়ে রাজবাড়ীতে কনিষ্ঠপুত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের শ্বশুর রাজবাড়ী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি গাযী মোখতারের বাড়ীতে দু'ঘণ্টা বিরতি দেন। সেখানে তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মকবুল হোসেন, সেক্রেটারী

ইউসুফ আলী খান ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময় করেন। সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে রাত সোয়া এগারটায় মারকাযে ফিরে আসেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আগমন

১৬ই মে শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র আমীর ও বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফীকুর রহমান, এমপি ঢাকা-১৫ (মিরপুর-কাফরুল) অদ্য সকাল পৌনে ১০টায় দারুল ইমারতে আসেন এবং সাড়ে ১০টায় বিদায় নেন। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন রাজশাহী-১ গোদাগাড়ী-তানোরের এমপি এবং প্রেমতলী কলেজের সাবেক অধ্যাপক মুজীবুর রহমান, চাঁপাই-১ শিবগঞ্জের এমপি ড. মাওলানা কেরামত আলী, চাঁপাই-৩ সদরের এমপি নূরুল ইসলাম বুলবুল, সিরাজগঞ্জ-৪ উল্লাপাড়ার এমপি রফিকুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা।

সৌজন্য বৈঠকে ডা. শফীকুর রহমান সমাজ সংস্কার, বিশুদ্ধ ইসলামী দাওয়াত ও আদর্শিক নেতৃত্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দীর্ঘদিনের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি ২০০৫ সালে অন্যায়ভাবে আমীরে জামা'আতের কারাভোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন। তার দল সে সময় এ ব্যাপারে যথাযথ প্রতিকারমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারাকে তাদের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের 'সাংগঠনিক ব্যর্থতা' হিসাবে উল্লেখ করেন এবং বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানান।

তিনি দেশের একজন প্রবীণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মুরব্বী হিসাবে আমীরে জামা'আতের নিকট দো'আ, দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ কামনা করেন। পাশাপাশি তিনি অনুরোধ করেন যে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোন ভুল করলে তিনি যেন তা দ্বিধাহীনচিত্তে এবং প্রয়োজনে চাবুক মেরে সংশোধন করে দেন।

এসময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডা. শফিকুর রহমানকে জেলখানায় রচিত 'সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)', আম্মাপারার তাফসীর, নবীদের কাহিনী-১ ও ২সহ কয়েকটি গ্রন্থ হাদিয়া দেন। সাথে সাথে অন্য এমপিদেরকেও দেন। তিনি মতবিনিময়কালে স্পষ্টভাবে বলেন যে, প্রচলিত তাগূতী গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কখনই ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি তাদেরকে এই রাজনীতি পরিত্যাগ করে জনগণকে সঠিক ইসলামের পথে পরিচালনার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ৩রা জুলাই'২৫ উক্ত সংগঠনের নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজীবুর রহমানের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ৫ নেতা ও ২৫ জন অন্যান্য দায়িত্বশীল দারুল ইমারতে এসে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেন *(দ্র. আত-তাহরীক আগস্ট ২০২৫ সংখ্যা)*।

প্রশিক্ষণ

৬ই জুন শনিবার আড়ুয়াবর্ণী, চিতলমারী, বাগেরহাট : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার চিতলমারী থানাধীন আড়ুয়াবর্ণী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা ও খুলনা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক রবীউল ইসলাম, আল-'আওনের যুগ্ম-আহ্বায়ক জাবিদুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শায়খুল ইসলাম ও সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজনে ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ওবায়দুর রহমান।

সুধী সমাবেশ ও মাসিক ইজতেমা

১২ই জুন শুক্রবার নারুলী, বগুড়া : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন নারুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ ও মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ সহীমুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয মুখলেছুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মীযানুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-আমীন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রামাযান আলী, বগুড়া পৌরসভার ২০নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জনাব রুস্তম আলী, মসজিদ কমিটির আহ্বায়ক শফীকুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব অনুষ্ঠানের পূর্বে অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অত্র মসজিদে দীর্ঘ ২৫ বছর পর 'আন্দোলন ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে সবাই আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

১৩ই জুন শনিবার এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার এনায়েতপুর থানা সংলগ্ন বায়তুল আমান জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কোরবান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল মালেক, সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাঈমুর রহমান, 'সোনামণি'র পরিচালক মুসলিমুদ্দীন ও দারুত তাওহীদ আস-সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার পরিচালক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ।

তা'লীমী বৈঠক

৩০শে মে শনিবার নারায়ণপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা থানাধীন নারায়ণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার মাছীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বাগমারা-পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার এস.এম. সিরাজুল ইসলাম ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ক্বারী আয়নুল হক।

৩১শে মে রবিবার সারন্দী নিশুপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা থানাধীন সারন্দী নিশুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বাগমারা-পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার এস.এম. সিরাজুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ গত ৩-৫ই জুন পাবনা যেলার সদর থানাধীন চাঁদখার বাঁশতলা, দক্ষিণ কুঠিপাড়া, সাধুপাড়া, চাঁদমারী; ঈশ্বরদী থানাধীন সাহাপুর এবং ১১-১৪ই জুন জামালপুর যেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন বালিজুরী, বীর পাকেরদহ, মুসলিমাবাদ, পোড়াবাড়ী, চর লোটাবর, চর বয়ড়া; সরিষাবাড়ী থানাধীন ডিগ্রী পাঁচবাড়ী ও আরামনগর; মেলান্দহ থানাধীন মধ্য কাহেতপাড়া, দক্ষিণ ঘোষেরপাড়া, পাঠানপাড়া ও চারাইলদার এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থাপন

২৫শে এপ্রিল'২৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা : অদ্য 'ইতিহাস একাডেমি'র উদ্যোগে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক ২১তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' (হাফাবা)-এর গবেষণা বিভাগের ৪ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে হাফাবা গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব 'সমকালীন ইসলামী সংস্কার আন্দোলনসমূহের উত্থানে ওয়াহহাবী আন্দোলন এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের ভূমিকা: একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ' সিনিয়র গবেষণা সহকারী ড. নূরুল ইসলাম 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি-অগ্রগতিতে আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ানের অবদান', গবেষণা সহকারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ 'উমাইয়া খেলাফতের পতন ও আব্বাসী খেলাফতের উত্থানে মাওয়ালীদের ভূমিকা', গবেষণা সহকারী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ 'ফারসী ভাষায় ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে শাহ অলিউল্লাহ পরিবারের অবদান' শিরোনামে গবেষণাপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ইতিহাস একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিশিষ্ট লোকবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমাদ। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রফেসর এবং গবেষকগণ ৩টি অধিবেশনে ১৮টি সেশনে মোট ১৬০টি গবেষণাপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে প্রত্যেক প্রাবন্ধিককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

৮-৯ মে'২৬, হোটেল শেরাটন, ঢাকা : এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে গত ৮ ও ৯ মে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' (হাফাবা)-এর গবেষণা বিভাগের ৪ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন এবং ৩ জন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। হাফাবা গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব 'Islamic Policy of State Leadership: From Traditional Governance to an Ethical Pathway: Revisiting the Khilafah Model' (ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি : প্রচলিত শাসনব্যবস্থা থেকে নৈতিক শাসনব্যবস্থার পথ অনুসন্ধান : খিলাফত মডেলের পুনর্মূল্যায়ন)', সিনিয়র গবেষণা সহকারী ড. নূরুল ইসলাম 'জাতীয় শিক্ষাক্রমে সীরাত পাঠ অন্তর্ভুক্তিকরণ : একটি সমাজতাত্ত্বিক ও নৈতিক বিশ্লেষণ', হাফাবা গবেষণা সহকারী ও রাবির ফার্সী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ 'শেখ সাদীর গুলিস্তান ও বুস্তান গ্রন্থে সুশাসন ধারণা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ)' শিরোনামে গবেষণাপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

'Good Governance, Justice, and Ethical Leadership' শীর্ষক এই সম্মেলনটি ৮ই মে ঢাকাস্থ শেরাটন হোটেলে বিকাল ৪ ঘটিকায় মাধ্যমে শুরু হয়। এতে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মাদ সাদেক। অতঃপর ৯ই মে সকাল ১০ ঘটিকা থেকে ঢাকার আশুলিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টির নিজস্ব ক্যাম্পাসে ৫টি ভেন্যুতে ৬টি সেশনে মোট ১৬৮টি গবেষণাপ্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

৮-৯ মে'২৬, হোটেল ওয়েস্টিন, ঢাকা : অদ্য রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত Interpreting Islamic Tradition in contemporary context শীর্ষক ওয়ার্কশপে আগমন করেন আমেরিকার জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির খ্যাতনামা মুসলিম প্রফেসর জোনাথন এ.সি. ব্রাউন। বেঙ্গল মুসলিম রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইউকে কর্তৃক আয়োজিত এই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন হাফাবা গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এতে আরো আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দেশের এক ঝাঁক স্বনামধন্য মেধাবী গবেষক ও লেখক। উল্লেখ্য যে, যুবক বয়সেই জনাথন ব্রাউন ইসলাম গ্রহণ করেন। হাদীছ শাস্ত্রে ঈর্ষণীয় গবেষণার জন্য তিনি আরব ও পশ্চিমা বিশ্বে তুমুল জনপ্রিয়। তিনি The Oxford Encyclopedia of Islam and Law এর প্রধান সম্পাদক। ব্রাউনের লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থগুলো দুনিয়াব্যাপী ইসলামী স্কলারদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

প্রশিক্ষণ

১৪ ও ১৫ই মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ১৪ ও ১৫ই মে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর উদ্যোগে নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ মারকাযী জামে মসজিদের ২য় তলায় ২দিন ব্যাপী রাজশাহী জোনের 'আঞ্চলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ৯-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আ পর্যন্ত চলে। প্রশিক্ষণে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল, 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর ড. নূরুল ইসলাম এবং উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক

সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

অতঃপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও নওদাপাড়া মারকাযের মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (বিষয় : শিক্ষকতায় সততা, আমানতদারিতা ও সময়ানুবর্তিতা), ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের লেখক ও গবেষক মুহাম্মাদ রফীক (আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি), রাজশাহীর চারঘাট উপযেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক শাহ (প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ইংরেজী পাঠদান পদ্ধতি), রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক আব্দুল মান্নান (সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি ও তা নিরসনের উপায়), নওদাপাড়া মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ও 'শিক্ষা বোর্ড'-এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম (শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও কাউন্সেলিং), তাহেরপুর সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, বাগমারা, রাজশাহীর প্রধান শিক্ষক ডা. মনছূর আলী (শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা), 'শিক্ষা বোর্ড'-এর সাবেক সহকারী পরিদর্শক আব্দুন নূর, (কিভাবে আদর্শ শিক্ষক হবেন?), উপযেলা প্রাইমারী এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার, চারঘাট, রাজশাহীর ইনস্ট্রাক্টর মুহাম্মাদ আবু তাহের (শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও আনন্দদায়ক পাঠদান পদ্ধতি)।

প্রশিক্ষণে ৩০টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১৩৪জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে এমসিকিউ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)-এর শিক্ষক আব্দুর রহমান, ২য় স্থান অধিকার করেন হাট গাঙ্গোপাড়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা (রাজশাহী)-এর শিক্ষক ফুয়াদ হাসান ও ৩য় স্থান অধিকার করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ)-এর শিক্ষক আব্দুল বারী। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীসহ মোট ১০জনকে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার সাবেক সভাপতি মাস্টার সোহরাব আলী (৭০) গত ১০ই জুন রোজ বুধবার সকাল ৯-টায় গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গ্যাস্ট্রিক জনিত পেটের পীড়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও সাংগঠনিক সাথী রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর গোপালগঞ্জ পৌর গোরস্থান সংলগ্ন ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার চাচাতো ভাই এ্যাডভোকেট আজমাল হোসাইন। জানাযা শেষে তাকে উক্ত গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি ফরহাদ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক মুহাম্মাদ রেযওয়ানসহ যেলার দায়িত্বশীল, কর্মীবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

ATAB MEMBER Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭৩৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সন্তবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

প্রশ্নোত্তর?

ফৎওয়া হটলাইন : ০১৮০৫-৪৫৬৩৪৮
(বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)
লিখিত প্রশ্ন প্রেরণের ই-মেইল নং - tahreek@ymail.com

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : পিতা বা পিতামহের তালাক প্রদানকৃত স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি?

-খায়রুল ইসলাম, সঊদী আরব।

উত্তর : পিতার স্ত্রী (সৎ মা) অথবা দাদার স্ত্রী (সৎ দাদী)-কে বিবাহ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আল্লাহ বলেন, 'যে নারীকে তোমাদের পিতা বা দাদা বিয়ে করেছেন, তাদেরকে তোমরা বিয়ে করো না' *(নিসা ৪/২২)*। চাই তিনি তালাকপ্রাপ্তা হোন কিংবা তার স্বামী মৃত্যুবরণ করুন। পিতা ও দাদার স্ত্রীদের বিয়ে করা তাদের সাথে বিবাহচুক্তি (আক্বদ) হওয়া মাত্রই চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। পিতা বা দাদা তাদের সাথে সহবাস করুন বা না করুন *(শায়েখ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/২৭৪)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : কুরআন তেলাওয়াতের জন্য সবচেয়ে উত্তম ও অধিক ফযীলতপূর্ণ কোন সময় আছে কি?

-ইসমাঈল হোসাইন, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর : যে সময়ে ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি নিয়ে অধিক মনোযোগী হ'তে পারবে সে সময় কুরআন তেলাওয়াতের জন্য বেছে নিবে। যেমন সকালের নিরিবিলি পরিবেশ। তবে রাতের তেলাওয়াত উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'তাদের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যারা আল্লাহ্র আদেশের উপর সুদৃঢ়। যারা রাত্রিতে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সিজদা করে' *(আলে ইমরান ৩/১১৩)*। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই রাত্রি জাগরণ মনকে অধিক সংযত করে এবং তেলাওয়াত ও যিকরে অধিক সুদৃঢ় ও একাগ্র করে তোলে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল করুন। আল্লাহ তার সুফারিশ কবুল করবেন' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) রাতে ১০ আয়াত, ১০০ আয়াত বা এক হাযার আয়াত পাঠের বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুলক পাঠের ফযীলত বর্ণনা করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৯৮; মিশকাত হা/১২০১)*। ইব্রাহীম নাখঈ (রহঃ) বলতেন, 'তোমরা রাতের বেলা (কুরআন) তেলাওয়াত বা ছালাত আদায় করো, তা যদি একটি ছাগল দোহন করার সমপরিমাণ সময়ের জন্যও হয়' *(নববী, আত-তিবইয়ান পৃ. ৬৪)*। নববী বলেন, 'রাতের বেলার ছালাত ও তেলাওয়াতকে (দিনের বেলার চেয়ে) প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হ'ল তা আত্মিক একাগ্রতার জন্য সর্বাধিক সহায়ক এবং দুনিয়াবী ব্যস্ততা, মনোযোগ বিনষ্টকারী বিষয় ও দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর ঝক্কি-ঝামেলা থেকে অনেক দূরে। এছাড়া রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, ফজর ছালাতের সময় এবং ফজর ছালাত শেষে কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম *(ইসরা ১৭/৭৮; মুসলিম হা/৭৫৮)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : এক ব্যক্তি স্ত্রীকে এক তালাক দেওয়ার পর ফিরিয়ে নিয়ে ৫ বছর সংসার করেছে। পরে ঝগড়ার একপর্যায়ে দ্বিতীয়বার এক তালাক দেয়। অতঃপর ছয় মাস পরে আবারও তালাক দেয়। এমতাবস্থায় তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের হুকুম কী?

-শফীকুল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রশ্নমতে তিন তোহরে তিন তালাক প্রদান করায় তা তালাকে বায়েন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এখন আর বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক' *(তালাক ৬৫/১)*। এক্ষণে তিন তালাক হয়ে যাওয়ায় উক্ত নারীকে অন্যত্র বিবাহ করতে হবে। অতঃপর সেখান থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তালাক প্রাপ্তা হ'লে পূর্বের স্বামীর সঙ্গে তার পুনরায় বিবাহ হ'তে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। উল্লেখ্য যে, সমাজে প্রচলিত হিল্লা বিয়ে সম্পূর্ণরূপে হারাম *(আবুদাঊদ হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : আমি একটি হিমাগারে ৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম জমা দিয়েছি। শর্ত হ'ল সেখানে আলু সংরক্ষণ করলে ডেলিভারীর সময় আর কোন ভাড়া দিতে হবে না। কিন্তু যদি আলু সংরক্ষণ না করি তাহ'লে ৮ মাস পর ৮ লক্ষ টাকা ফেরত পাব। উক্ত পদ্ধতি কি শরী'আতসম্মত?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নয়নপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রথম শর্তটি সেবা/ভাড়ার বিনিময় হিসাবে সঠিক। তবে দ্বিতীয়টি সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ বিনিয়োগের বিনিময়ে পূর্ব নির্ধারিত হারে লাভবান হওয়া সূদ *(বায়হাক্বী, হা/১১২৫২, ইরওয়া হা/১৩৯৭-এর আলোচনা)*। আর এটি শর্তযুক্ত ঋণচুক্তি, যেখানে নির্দিষ্ট সময় পরে অতিরিক্ত অর্থ নিশ্চিত করা হয়েছে, যা সূদ। এমনকি ঋণের বিনিময়ে সাধারণ উপহার গ্রহণেও সতর্ক থাকতে হয়। যেমন আবূ বুরদাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি মদীনায় আসলাম এবং আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এমন এক ভূখণ্ডে আছ যেখানে সূদের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। সুতরাং কারো কাছে যদি তোমার পাওনা থাকে এবং সে তোমাকে এক বোঝা ঘাস বা বার্লি কিংবা এক আঁটি খড় উপহার দেয় তবে তা গ্রহণ করো না। কারণ সেটিও সূদের অন্তর্ভুক্ত *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৫১৪৫, ইরওয়া হা/১৩৯৭-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : অ্যালকোহলযুক্ত পারফিউম বা আতর ব্যবহার করা যাবে কি?

-মারূফ হাসান, রাজশাহী।

উত্তর : কোন সুগন্ধিতে যদি সংরক্ষণের (preservative)

উদ্দেশ্যে এমন অল্প পরিমাণ এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, যাতে মাদকতা আনে না বা নেশাজাতীয় প্রভাব বহন করে না, তাহ'লে তা ব্যবহার করা জায়েয। তবে যেসব পারফিউমে অধিক মাত্রায় অ্যালকোহল রয়েছে বলে জানা যায়, তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ যা মাদকতা আনে তা খাওয়া, পান করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, ব্যবহার করা সবই হারাম *(তিরমিযী হা/১২৯৫; মিশকাত হা/২৭৭৬, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : আমার নেছাব পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার আছে। কিন্তু আমার কাছে নগদ টাকা নেই। অন্যদিকে আমার স্বামীর যাকাতের নেছাব পরিমাণ সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় আমাকে স্বর্ণ বিক্রি করে যাকাত প্রদান করতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : প্রয়োজনে স্বর্ণ বিক্রি করে যাকাত আদায় করবে। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আর যদি তার নিজস্ব অর্থ না থাকে এবং তার পক্ষ থেকে তার স্বামী কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কেউ আদায় করতে না পারে, তবে সে ঐ অলংকার থেকে যাকাতের পরিমাণ অংশ বিক্রি করবে এবং তা থেকে যাকাত আদায় করবে' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৩৮)*। শায়েখ বিন বায (রহ.) একই মত পোষণ করেছেন *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/৮৫)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : দোকানঘর ভাড়া নেওয়ার আগে মালিককে সিকিউরিটি বা অগ্রিম যামানত হিসাবে টাকা জমা দেওয়ার প্রচলিত নিয়ম জায়েয কি?

-ছাকিবুল হাসান, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত নিয়ম জায়েয। মালিক যদি ভাড়াটিয়ার উপর এই শর্ত আরোপ করেন যে, তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যামানত প্রদান করতে হবে যা ভাড়ার মেয়াদকালীন সময়ে তার কাছে জমা থাকবে, তবে তা জায়েয। এটা এজন্য যে, ভাড়াটিয়া বকেয়া ভাড়া পরিশোধে অস্বীকৃতি জানালে তা যেন সেই অর্থ থেকে আদায় করা যায়। তবে যামানতদাতার অনুমতি ছাড়া মালিক তা নিজের ব্যক্তিগত কাজে বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারবে না। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'আর যদি বন্ধক রাখা বস্তুটি কোন বিক্রয়লব্ধ মূল্য, ঘরের ভাড়া কিংবা ঋণ ছাড়া অন্য কোন পাওনার বিপরীতে হয়ে থাকে এবং বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে তা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন, তবে তা জায়েয হবে' *(আল-মুগনী ৪/২৮৯)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : জুম'আর ফরয ছালাতের পর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কত রাক'আত ছালাত পড়া যায়?

-আব্দুল জলীল, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : জুম'আর ছালাতের পর সুন্নাতে রাতেবা হিসাবে সর্বনিম্ন দুই রাক'আত এবং সর্বোচ্চ ছয় রাক'আত ছালাত আদায় করা যায়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জুম'আর ছালাতের পর (মসজিদে) কোন ছালাত আদায় করতেন না যতক্ষণ না তিনি ফিরে আসতেন। অতঃপর তিনি বাড়িতে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করতেন' *(বুখারী হা/৯৩৭; মুসলিম হা/৮৮২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন জুম'আর ছালাত আদায় করে, সে যেন এরপর চার রাক'আত ছালাত পড়ে' *(মুসলিম হা/৮৮১; মিশকাত হা/১১৬৬)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : বর্তমানে অনেক মসজিদে মিম্বরের সামনে খতীবের খুৎবা দেওয়ার জন্য স্টান্ডসহ ডায়াস ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-রাক্বীবুল ইসলাম, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : এতে শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ এটি কোন ইবাদত বা সুন্নাতের বিকল্প নয়; বরং খতীবের সুবিধার্থে ব্যবহৃত একটি উপকরণ মাত্র। এতে খুৎবাকালীন সময়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ভর দেয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) খুৎবায় লাঠিতে ভর দিয়ে বা লাঠি হাতে রেখে খুৎবা দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১০৯৬; ইরওয়া হা/৬১৬)*। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'আর খতীবদের জন্য মুস্তাহাব (পসন্দনীয়) হ'ল, তারা যখন জুম'আর দিনে খুৎবা দিবেন, তখন তাদের সাথে একটি লাঠি থাকবে যার উপর ভর দিয়ে তারা খুৎবার জন্য দাঁড়াবেন। আর এটি এমন বিষয় যা আমরা (মদীনার প্রবীণ বিদ্বান ও তাবেঈদের করতে) দেখেছি এবং তাদের থেকে শুনেছি' *(আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা ১/১৫১)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : যৌথ পরিবারে দেবর বা ভাসুরের সাথে পর্দা বজায় রাখার শারঈ বিধান কি? একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে একত্রে থাকার কারণে পর্দার ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা আছে কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে কড়া পর্দার সাথে বসবাস করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহে ৯ জন স্ত্রী ও সময় বিশেষে ১১ জন স্ত্রী ও দাসী ছিল। সূরা আহযাব ৫৩ আয়াতে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর থেকে তিনি সবাইকে পর্দা মেনে চলার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে মহিলাদেরকে ৫৯ আয়াত অনুযায়ী জিলবাব অর্থাৎ ঢিলা পোষাক বা বোরক্বা পরিধানের আদেশ দেন। প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় তারা একইভাবে পর্দার সাথে বাইরে যাবেন। কারু সাথে কথা বলতে গেলে পর্দার মধ্যে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলবেন, নরম কণ্ঠে নয় *(আহযাব ৫৯; বিস্তারিত দ্র. 'পোষাক ও পর্দা' বই)*।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : চাচার পুত্র সন্তান না থাকলে ভাতিজারা কি চাচার সম্পত্তির অংশ পাবে?

-রওশন আহমাদ, দিনাজপুর।

উত্তর : ভাতিজারা সব অবস্থায় চাচার সম্পত্তির অংশ পায় না। তারা 'আছাবাহ' শ্রেণীর উত্তরাধিকারী। তাই নির্ধারিত অংশীদারদের অংশ দেওয়ার পর এবং তাদের চেয়ে নিকটবর্তী কোন পুরুষ আছাবাহ না থাকলে তারা অবশিষ্ট সম্পত্তি পায়। উদাহরণস্বরূপ যদি মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে, ছেলের ছেলে, পিতা, দাদা বা সহোদর ভাই জীবিত না থাকে তাহ'লে ভাতিজারা উত্তরাধিকার পেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নির্ধারিত অংশগুলো তাদের প্রাপকদের দিয়ে দাও।

অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকে, তা মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকটবর্তী পুরুষ আত্মীয়ের (আছাবাহর) জন্য' *(বুখারী হা/৬৭৩২, ৬৭৩৭; মুসলিম হা/১৬১৫)*। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির পিতা, ছেলে, ছেলের ছেলে বা সহোদর ভাই জীবিত থাকে তাহ'লে সাধারণত ভাতিজারা কোন অংশ পাবে না। অতএব শুধু ছেলে সন্তান না থাকলেই ভাতিজারা সম্পত্তি পাবে এ কথা ঠিক নয়। অন্যান্য উত্তরাধিকারী কারা জীবিত আছেন তার উপর হুকুম নির্ভর করবে।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : আমি একটি স্কুলে চাকরি করি। সেখানে আমরা কয়েকজন সহকর্মী মিলে যোহরের ছালাত জামা'আতে আদায় করি। এ অবস্থায় আমাদের জামা'আতের জন্য আযান ও ইক্বামত দেওয়া কি যরূরী?

-ইউনুস আলী, রংপুর।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় আযান ও ইক্বামত দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। একজন আযান ও ইক্বামত দিবে এবং আরেকজন ইমামতি করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয় এবং যে তোমাদের মধ্যে বয়সে বড় সে যেন ইমামতি করে' *(নাসাঈ হা/৬৩৫; ইরওয়া হা/২১৩)*। তবে ইতিমধ্যে আশেপাশে আযান হয়ে গেলে কেবল ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৪১৯)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : বিবাহের পূর্বে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং কয়েকবার শারীরিক সম্পর্কও হয়েছিল। পরে আমরা বিবাহ করি এবং বর্তমানে নিজেদের ভুল বুঝতে পারি ও তওবা করি। এমন পাপের কাফফারা স্বরূপ শুধু কি তওবা করাই যথেষ্ট হবে? না অন্য কোন শাস্তির হুকুম আমাদের উপর বর্তাবে?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : একনিষ্ঠভাবে তওবা করবে। এজন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে নিজ পাপের কথা অবশ্যই গোপন রাখবে। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*। সাথে বেশী বেশী নেক আমল করবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ গুনাহসমূহকে দূর করে দেয়' *(হূদ ১১/১১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রতিটি গুনাহের পরপরই একটি নেক আমল কর, তাহ'লে সেই নেক আমল পূর্বের গুনাহটিকে মিটিয়ে দিবে *(তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : আমি সুন্নাত অনুসরণে বাবরী চুল রেখেছি। কিন্তু স্ত্রী তা পসন্দ করে না। চুল কেটে ছোট রাখতে বলে? এক্ষণে আমার কি করা উচিত?

-মুহাম্মাদ সেলিম, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : পুরুষের চুল লম্বা রাখা জায়েয। কিন্তু এটিকে কোন বিশেষ সুন্নাত বা অধিক ফযীলতপূর্ণ ইবাদত মনে করা যাবে না। কারণ এটি রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, ইবাদতগত সুন্নাত নয়। নবী করীম (ছাঃ) যেমন কখনও তাঁর চুল লম্বা রেখেছেন আবার কখনো তা মুণ্ডনও করেছেন। তিনি চুল লম্বা রাখার মধ্যে কোন ফযীলত বর্ণনা করেননি এবং তা কাটার বা মুণ্ডন করার মধ্যেও কোন গুনাহ রাখেননি। তবে তিনি চুলের যত্ন নেওয়ার ও তা সুবিন্যস্ত রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার চুল রয়েছে, সে যেন তার যত্ন নেয়' *(আবুদাঊদ হা/৪১৬৩, সনদ হাসান)*। এক্ষণে লম্বা চুল রাখা পারিবারিক অশান্তির কারণ হ'লে চুল ছোট করবে।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : ইদ্দত পালনকালে মুখে ক্রিম বা ফেসওয়াশ ব্যবহার করা যাবে কি এবং ইদ্দত অবস্থায় এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে কোচিং বা পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার কারণে ইদ্দত পালনে কোন ত্রুটি হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, আজিমপুর, ঢাকা।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করবে। এ সময় ক্রিম বা ফেসওয়াশসহ সৌন্দর্য বর্ধক সকল প্রকারের কসমেটিক্স ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে *(আবুদাঊদ হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৩৩৩৪)*। অনুরূপভাবে নারী সেই স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত বা শোক পালন করবে যেখানে থাকা অবস্থায় তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে। সে সেই ঘর বাড়ি থেকে বের হবে না। তবে কোন বিশেষ প্রয়োজন বা নিরুপায় অবস্থা তৈরি হ'লে ভিন্ন কথা। যেমন অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে যাওয়া অথবা বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (যেমন রুটি, খাবার বা ওষুধ ইত্যাদি) ক্রয় করা; যদি তার পরিবারে বা আশেপাশে কোন সহযোগিতাকারী না পাওয়া যায় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৪৪০)*। এক্ষণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শরী'আত সম্মত পর্দা রক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় অবস্থান ও মেলামেশা পরিহার করে এবং প্রয়োজন শেষেই বাসায় ফিরে এলে ইদ্দতের ব্যাঘাত হবে না। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের তত্ত্বাবধান ও অনুমতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : ছালাতে রুকূ বা সিজদার সময় অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা অন্য কোন কারণে গলা থেকে মুখে কিছু উঠে আসলে ছালাতের হুকুম কি হবে? ছিয়ামরত অবস্থায় নীচের দিকে ঝুঁকলে বারবার এমন সমস্যা হ'লে ছিয়াম ভেঙে যাবে কি?

-নাদীয়া সুলতানা, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ছালাতরত অবস্থায় ঢেকুর, বমিভাব বা গলা থেকে খাদ্যের টুকরা মুখে চলে এলে তা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ফেলে দিবে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে এরূপ খাদ্যবস্তু বা দাঁতে থাকা খাদ্যকণা খাওয়া যাবে না। ছিয়ামরত অবস্থাতেও এরূপ খাদ্য মুখে চলে আসলে ছিয়াম নষ্ট হবে না। তবে মুখের ভিতর থেকে ফেলে দিবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৮৯; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৪৭)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পিতা ও মাতা যদি ভিন্ন ভিন্ন আদেশ দেন এবং তাদের দু'জনের আদেশই যদি শরী'আত সম্মত হয়, তাহ'লে সন্তানের জন্য কার আদেশটি

অগ্রাধিকার দেওয়া বা মান্য করা উচিত হবে?

-যাহিন ফারহান, রাজশাহী।

উত্তর : উভয়কে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদাচরণ কর' *(লোকমান ১৫)*। বিষয়টি যদি বৈষয়িক গুরুত্বপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে উভয়ের মধ্যে যার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বেশী তার আদেশ-উপদেশকে অগ্রাধিকার দিবে। মনে রাখতে হবে যে, পিতা-মাতাকে রাসূল (ছাঃ) মধ্যম দরজা বলেছেন *(তিরমিযী হা/১৯০০; মিশকাত হা/৪৯২৮)*। যাকে ভেঙে দিলে সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে সাধারণভাবে সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার সর্বদা অগ্রগণ্য। কেননা হাদীছে মাতার অধিকারকে পিতার অধিকারের চেয়ে তিন গুণ বেশী করা হয়েছে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৯১১)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে রাশিফল বা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিনোদন হিসাবে দেখে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিলেও যায় বলে মনে হয়। এগুলো পড়া বা শেয়ার করা যাবে কি?

-ছাবিত রায়হান, কুমিল্লা।

উত্তর : এগুলো বিশ্বাস করা এবং পড়া বা শেয়ার করা যাবে না। বরং গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৩০, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আবূদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নিজের উপার্জিত অর্থ কোন ভালো কাজে ব্যয় করতে বা দান করতে পারবে কি?

-তাহমীনা বেগম, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রী তার উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে স্বাধীন। আল্লাহ বলেন, পুরুষ যা উপার্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা উপার্জন করে, সেটা তার অংশ' *(নিসা ৩২)*। তবে স্ত্রী চাইলে তার স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। যেমন যয়নব (রাঃ) তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন *(মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪)*। পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আর তোমাদের উপর বাধ্যতামূলক হ'ল স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ করা' *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনে বা বছরে একবার সবাই মিলে ইস্তেগফার করার কোন বিশেষ ফযীলত আছে কি?

-রামীম, নীলফামারী।*

** রামীম অর্থ 'পচা-গলা'। এরূপ নাম রাখা হ'তে বিরত থাকুন। দ্র. 'মাসায়েলে কুরবানী, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় (স.স.)]*

উত্তর : এরূপ কোন বিধান শরী'আতে নেই। বরং সর্বাবস্থায় কুরআন-হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের মাধ্যমে মাইয়েতের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করবে। যেমন পিতা-মাতার জন্য দো'আ করবে, *'রব্বিরহাম্হুমা কামা রব্বাইয়া-নী ছগীরা'* (হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উপরে দয়া কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়ার সাথে প্রতিপালন করেছিলেন *(বনু ইস্রাঈল ২৪)*। এছাড়াও অন্যদের উদ্দেশ্যে *'রব্বানাগফিরলী ওয়ালিওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিলমু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব'* (হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল ঈমানদারকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে' *(ইব্রাহীম ৪১)*।

উল্লেখ্য যে, ধর্মের নামে যত বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রায় সবই মাইয়েতের উদ্দেশ্যে দিন-তারিখ ঠিক করে মাগফেরাত কামনার দোহাই দিয়ে হয়েছে। মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, ৩ দিনে তীজা, ১০ দিনে দাসওয়াঁ, ৪০ দিনে চল্লিশা সবই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এসব হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'মৃত্যু পরবর্তী শিরক ও বিদ'আত সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : বিতর ছালাত আগে পড়ে ফেললে পরে কি তাহাজ্জুদ পড়া যাবে? এক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের সময় বিতর পুনরায় পড়তে হবে কি?

-আব্দুল বারী, রাজশাহী।

উত্তর : বিতর ছালাত পড়ে নিলেও রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা যাবে। তবে সুন্নাত হচ্ছে রাতের শেষ ছালাত যেন বিতর ছালাত হয় *(বুখারী হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১২৫৮)*। এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রথম রাতে বিতরের ছালাত আদায় করেছে সে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করে আর বিতর পড়বে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এক রাতে দু'বার বিতর ছালাত নেই' *(আবূদাঊদ হা/১৪৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৬৭)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের ক্ষেত্রে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করার যে সামাজিক প্রথা রয়েছে, এটি কি জায়েয?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : ইসলামে সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করার কোন বিধান নেই। পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে ছেলে-মেয়ে কবীরা গোনাহগার হয়। কিন্তু তারা ত্যাজ্যপুত্র হবে না। কারণ মীরাছ হয় বংশীয় কারণে, সদাচরণের জন্য নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৫/২৮১)*। তাই সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা বা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ। বরং পিতা-মাতা একাজ করলে সন্তানের হক নষ্ট করা হবে, যা পরকালে নিজের নেকী থেকে তাকে পরিশোধ করতে হবে *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*। তবে সন্তান 'মুরতাদ' হ'লে কিংবা অন্যায়ভাবে পিতা বা মাতাকে হত্যা করলে সে তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে *(বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। এক্ষেত্রে অবাধ্য ছেলে-মেয়েকে পিতা-মাতার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে হবে এবং সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে হবে। কেননা পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি *(তিরমিযী*

হা/১৮৯৯) এবং পিতা-মাতার পদতলে সন্তানের জান্নাত *(নাসাঈ হা/৩১০৪)*। এখানে উভয়পক্ষকে নমনীয় হ'তে হবে। কেননা রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : বিবাহের সময় স্বর্ণ দিয়ে মোহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু কয়েক বছর পর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এখন স্বর্ণের পরিবর্তে টাকা দেওয়া যাবে কি?

*-*দ্বীপা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।*

*[*আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : উভয়ের সম্মতি থাকলে টাকা বা অন্য বস্তু দিয়েও মোহরানা পরিশোধ করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয় তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর *(নিসা ৪/৪; বাক্বারাহ ২/২৩৭)*। উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ইবনু কুদামাহ বলেন, 'স্ত্রী যদি তার অধিকারভুক্ত মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে পুরোটা বা কিছু অংশ মাফ করে দেয় অথবা গ্রহণের পর স্বামীকে দান করে, তবে সেটি জায়েয। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই' *(আল-মুগনী ৭/২৫৫)*। এক্ষণে স্বামী তালাক দিয়ে থাকলে উভয় পরিবারের আলোচনার মাধ্যমে মোহরানার সমাধান করবে। আর স্ত্রী খোলা করে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মোহরানার দাবী ছেড়ে দিবে বা স্বামীকে পূর্ণ মোহর বা আলোচনা সাপেক্ষে অধিকাংশ মোহর ফেরত দিবে *(মুগনী ৭/৩২৩-৩২৫)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : রানের উপর কুরআন মাজীদ রেখে তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-নিলুফার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এবিষয়ে সকল বিদ্বান একমত যে, সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআনের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখা এবং একে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র রাখা ও সংরক্ষণ করা ওয়াজিব *(নববী, আত-তিবইয়ান ১৬৪ পৃ.)*। তবে অসম্মানের নিয়ত ছাড়া কেউ রানের উপর কুরআন রেখে তেলাওয়াত করলে দোষ নেই।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : আমি একজন আলেমের নিকট থেকে শুনেছি যে, স্বামী-স্ত্রীর যেকোন একজন ছালাত আদায় না করলে বা অনিয়মিতভাবে করলেও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। উক্ত কথা সঠিক কি?

-উম্মে ছালেহা, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য তালাক দিতে হবে। আর ছালাত যারা নিয়মিত আদায় করে না এবং মাঝে মধ্যে আদায় করে তারা কবীরা গুনাহগার হবে কিন্তু কাফির হবে না। এক্ষণে কেউ যদি ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে এবং একেবারে ছেড়ে দেয় তাহ'লে সে কাফির হয়ে যাবে। যার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক সাময়িকভাবে স্থগিত হবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/২৭-২৮, ১২/২৪৬; মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫৫; ফিক্বহুল ইবাদত পৃ. ২২৮)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : এক ব্যক্তি বিবাহের তিন মাস পর স্ত্রীর গর্ভধারণ পরীক্ষা করাতে গিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্ত্রী ইতিমধ্যে প্রায় সাত মাসের গর্ভবতী। পরে স্ত্রী স্বীকার করেন বিবাহের পূর্বে তার অন্য এক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এ অবস্থায় উক্ত দাম্পত্য সম্পর্ক ও গর্ভস্থ সন্তানের বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি?

-বেলাল হোসাইন, জোরাগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কারো সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে গর্ভবতী হওয়া নারীকে বিবাহ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য কোনভাবেই এটি হালাল নয় যে সে অন্যের শস্যক্ষেত্রে নিজের পানি সেচন করবে। অর্থাৎ গর্ভবতী নারীদের বিবাহ করবে' *(আবূদাঊদ হা/২১৫৮)*। তবে না জেনে বিবাহ করে থাকলে ইচ্ছা করলে তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারে। তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সন্তান প্রসব করার পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা ঐ পুরুষের জন্য হালাল হবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৬/২৭৩-২৭৪)*। এ অবস্থায় প্রশ্নকারী চাইলে তাকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন। তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি এক নারীকে বিবাহ করে জানতে পারলেন তার স্ত্রী অন্যের দ্বারা গর্ভবতী। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট বিচার দেওয়া হ'লে তিনি উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন *(বায়হাক্বী হা/১৩৮৯৪; সাঈদ ইবনু মানছূর হা/৬৯৩)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : কেউ যদি দীর্ঘদিনের পুরনো কোন ঋণ পরিশোধ করতে চায়, তবে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করে কি অতিরিক্ত কিছু টাকা দেয়া বা নেয়া জায়েয হবে কি?

-বদরুল আলম, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : মুদ্রাস্ফীতি হ'লেও অতিরিক্ত অর্থ দেয়া বা নেয়া থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৪৬)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'যদি মুদ্রাটি তার নিজের অবস্থাতেই বহাল থাকে (অর্থাৎ আইনগতভাবে সরকার কর্তৃক বাতিল না হয়), তবে ঋণদাতার জন্য ঐ নির্দিষ্ট মুদ্রা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার অধিকার নেই। পরবর্তীতে সেটির মান বৃদ্ধি পাক বা হ্রাস পাক' *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৯/৭২)*। তবে শায়েখ আলবানী, শায়েখ বাসসাম সহ আধুনিক যুগের অনেক বিদ্বান মনে করেন, মুদ্রাস্ফীতির কারণে মুদ্রার মান কমে গেলে বর্তমান মুদ্রামান ধরে অর্থ দেয়া বা নেয়া জায়েয *(মাজাল্লাতু মাজমা'উল ফিক্বহিল ইসলামী ৯/২/৪৪৩; সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, টেপ ২৮৫)*। স্মর্তব্য যে, ঋণ প্রদানের সময় অতিরিক্ত গ্রহণের শর্ত করা যাবে না। মুদ্রাস্ফীতি হ'লে গ্রহীতার উচিৎ তা পরিশোধের সময় উত্তমপন্থা অবলম্বন করে তা পরিশোধ করা। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তার পাওনা উট দাবী করলে তিনি একই বয়সের উট খুঁজতে বললেন।

ছাহাবীগণ জানালেন, একই বয়সের উট নেই; বরং আরও উত্তম উট আছে। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তাকে সেটিই দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে ঋণ পরিশোধে উত্তম' *(বুখারী হা/২৩০৫; মুসলিম হা/১৬০১; মিশকাত হা/২৯০৬)*।

এছাড়াও পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির একজনের মজুরীবাবদ পাওনা টাকা দিয়ে একটি বকরী ক্রয় করে বহুদিন পর পাওনা চাইতে এলে তাকে ঐ বকরীর বদলে একটি আস্ত ছাগপাল দেওয়া হয়। এতে খুশী হয়ে আল্লাহ গুহার মুখ থেকে বিশাল পাথরখণ্ড সরিয়ে দেন এবং তারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বেরিয়ে আসেন *(বুঃ মুঃ হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়)*। অত্র ঘটনার মধ্যেও পাওনাদারকে উত্তমভাবে তার পাওনা পরিশোধ করার দলীল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না করে বাসর রাতে বা বৈবাহিক জীবনে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ কি? এছাড়া কখনো সক্ষম হ'লে পরিশোধ করবে এবং না পারলে মাফ হিসাবে গণ্য হবে এভাবে স্ত্রীর সাথে একমত হওয়া জায়েয হবে কি?

-আজমাল, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : অভিভাবকের অনুমতিতে এবং দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বর-কনে উভয়ের সম্মতিতে ঈজাব-কবূল হয়ে থাকলে স্বামী-স্ত্রী শারীরিক সম্পর্ক করতে পারবে। এজন্য বাসরের আগে মোহরানা পরিশোধ করা শর্ত নয়। তবে মোহরানা নগদ পরিশোধ করা সুন্নাত। যদিও মোহরানা বাকী রেখেও বিবাহ করা জায়েয *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩২০২)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। তবে তারা যদি তা থেকে খুশী মনে তোমাদের কিছু দেয় তাহ'লে তা তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর' *(নিসা ৪/৪; বাক্বারাহ ২/২৩৭)*। উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ইবনু কুদামাহ বলেন, 'স্ত্রী যদি তার অধিকারভুক্ত মোহর সন্তুষ্টচিত্তে পুরোটা বা কিছু অংশ মাফ করে দেয় বা গ্রহণের পর স্বামীকে দান করে তবে তা জায়েয। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই *(আল-মুগনী ৭/২৫৫)*। উল্লেখ্য যে, মোহরানা পরিশোধে তালবাহানা করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল- তোমরা যা দ্বারা মহিলার লজ্জাস্থান হালাল করবে তা আদায় করা' *(আবুদাঊদ হা/২১৩৯; ছহীহুল জামে' হা/১৫৪৭)*। যে মোহরানা পরিশোধ না করার নিয়ত করে বিবাহ করবে এবং মোহর পরিশোধ না করে মারা যাবে সে ক্বিয়ামতের দিন ব্যভিচারীর কাতারে দাঁড়াবে *(ছহীহুত তারগীব হা/১৮০৬ ও ১৮০৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : বাগানে ফল পরিপক্ক বা খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগেই গাছে থাকা অবস্থায় ফল বিক্রি করা জায়েয হবে কি?

-মোছতফা আবরার, নরসিংদী।

উত্তর : গাছের ফল বা জমির ফসল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাছের বা বাগানের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২১৯৪-৯৬; মুসলিম হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/২৮৪১)*। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বলতো, আল্লাহ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে'? *(বুখারী হা/২২০৮; মুসলিম হা/১৫৫৫)*। অতএব এরূপ অস্পষ্ট ও একপাক্ষিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। বরং গাছের ফল 'মুযারাবা' অংশীদারী চুক্তিতে বর্গা দিতে পারে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/২৫৩৪-৩৫; ইরওয়া ৫/২৯২, হা/১৪৬৯-এর আলোচনা 'মুযারাবা' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ জমির মালিক ও ফলের ক্রেতার মধ্যে লাভ-লোকসান অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসায়িক চুক্তি হ'তে পারে।

তবে বাগান লীজ দেওয়ার বিষয়টি আলাদা। ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম ও শায়েখ ওছায়মীনসহ একদল বিদ্বানের মতে, গাছে মুকুল আসার পূর্বেই যদি বাগান ভাড়া দেওয়া হয়, তবে তা জায়েয। তাদের বক্তব্য, এটিই ওমর (রাঃ)-এর অভিমত এবং এ ব্যাপারে কোন ছাহাবী তাঁর বিরোধিতা করেননি *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩০/১৫১-১৫২; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৬/২০৩-২০৮; ওছায়মীন, মাজমূ'ফাতাওয়া ৩/৮৪-৮৫)*। যেমন ওমর (রাঃ)-এর নিকট একজন ইয়াতীম ছিল। তিনি তার সম্পদগুলো তিন বছরের জন্য ভাড়া দিয়ে দেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩২৫৮, ২৩৭২১, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উসায়েদ বিন হুযায়ের মারা গেলে তার কিছু ঋণ ছিল। তখন ওমর (রাঃ) তার বাগানটি দু'বছরের জন্য ভাড়া দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩২৬০, ২৩৭২৩, সনদ যঈফ)*। আর কয়েক বছরের জন্য গাছ বা বাগান বিক্রয় নিষিদ্ধ মর্মে বর্ণিত হাদীছটির জওয়াবে বিদ্বানগণ বলেন, বাগানের ক্রেতা যদি গাছের দেখাশুনা, পানি সেচ থেকে শুরু করে সার্বিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে এটা হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। কেননা এটি জমি ভাড়া দেয়ার মতই *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৮৩-৮৪)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, বাগান ভাড়া নেওয়া জমি ভাড়া নেওয়ার মতই। কারণ বাগান চাষাবাদ করে ফল ফলানো হয়, যেমন জমি চাষ করে ফসল ফলানো হয়। সুতরাং দুনিয়ায় যদি কোন বিশুদ্ধ ক্বিয়াস থাকে তাহ'লে এটি সেটি *(আহকামু আহলিয যিম্মাহ ১/২৬৩-৬৪)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : ইসলামে ধর্ষণের শাস্তি কি এবং এ অপরাধ প্রমাণ ও বিচার করার শারঈ পদ্ধতি কি? এছাড়া আমাদের দেশে যেভাবে দীর্ঘসময় যাবৎ মামলার বিচার পরিচালিত হয়, ইসলামী বিচারব্যবস্থা এ বিষয়ে কি নির্দেশনা প্রদান করে?

-আশিক নূর, সুনামগঞ্জ।

উত্তর : ধর্ষণের শাস্তি যেনা-ব্যভিচারের শাস্তির অনুরূপ। তথা বিবাহিত হ'লে পাথর মেরে রজম করতে হবে ও অবিবাহিত হ'লে একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে *(মুসলিম হা/১৬৯০; মিশকাত হা/২৫৫৮)*। তবে পার্থক্য

হ'ল যেনায় লিপ্ত হ'লে উভয়ের উপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং ধর্ষণে লিপ্ত হ'লে কেবল ধর্ষকের উপর শাস্তি কার্যকর হবে, ধর্ষিতার উপর নয়। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী বিচারক ধর্ষিতাকে ক্ষতিপূরণের দণ্ড দিতে পারেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩৭৯; মিশকাত হা/৩৫৭২)*। ধর্ষণের শাস্তি কার্যকর করতে হ'লে চারজন সাক্ষী বা ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে অভিযোগ প্রমাণ করা, গর্ভবতী হওয়া বা ধর্ষক কর্তৃক স্বীকৃতির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হ'তে হবে *(বুখারী হা/৬৮৩০; মুসলিম হা/১৬৯১; মিশকাত হা/৩৫৫৭)*। উল্লেখ্য যে, এই শাস্তি প্রদান করবে সরকার।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : বিবাহের সময় আমার শ্বশুর ঘর সাজানোর কিছু জিনিসপত্র দেন। আমি তা গ্রহণ করতে রাযী ছিলাম না। কিন্তু আমার পিতা-মাতা সেগুলো গ্রহণ করে আমার ঘরে রেখে দেন। এখন আমি সেগুলো ফেরত দিতে চাইলে পিতা-মাতা কষ্ট পান এবং আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন। তারা বলেন, সমাজে এসব দেওয়া-নেওয়া প্রচলিত রীতি। এ অবস্থায় শরী'আতের দৃষ্টিতে আমার করণীয় কি?

-আক্বীল হাসান, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রীর পিতার পক্ষ থেকে উপঢৌকন বা উপহার গ্রহণ করা জায়েয। কারণ এর মাধ্যমে উভয় পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা একে অপরকে উপহার দাও এবং তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে' *(বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৯৪; ইরওয়া হা/১৬০১)*। তবে শ্বশুরকে চাপ দিয়ে বা যে কোন মাধ্যমে ইঙ্গিত দিয়ে হাদিয়া নেওয়া যাবে না। বরং পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য জামাতারও উচিৎ শ্বশুর-শাশুড়ীকে হাদিয়া প্রদান করা। অতএব প্রাপ্ত হাদিয়া ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সুযোগ থাকলে শ্বশুর-শাশুড়ীকে কিছু হাদিয়া দিবে।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : বোরক্বা ছাড়াও কি নারীদের পক্ষে শরী'আতসম্মত ফরয পর্দা পালন করা সম্ভব? সম্ভব হ'লে কি ধরনের পোষাক পরিধান করলে পর্দার বিধান আদায় হবে?

-এম শামসুয্যামান, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : বোরক্বা ছাড়া পর্দা হ'তে পারে। তবে ঢিলা ও কালো বোরক্বা পর্দার জন্য সবচেয়ে সহায়ক পোষাক। আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/২৬)*। মূলত অশালীন ও যৌন উদ্দীপক যেকোন পোষাক পরিধান করা হারাম *(মুসলিম হা/২১২৮, মিশকাত হা/৩৫২৪)*।

নারী-পুরুষের পোষাক এমন হবে যাতে নিম্নোক্ত চারটি মৌলিক মূলনীতি থাকবে। যথা : (১) দেহের গোপনীয় স্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট না হওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। (২) ঢিলেঢালা, ভদ্র ও মার্জিত হওয়া *(আ'রাফ ৭/২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। (৩) অমুসলিমদের সদৃশ না হওয়া *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৪) অহংকার প্রকাশ না পাওয়া *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, ৪৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩৮১)*।

এছাড়া আরো কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন : (১) হিজাব বা পর্দা যেন পুরো শরীর আবৃতকারী হয়। (২) এটি যেন ঘন বা মোটা কাপড়ের হয়, যার বাহির থেকে ভেতরের অংশ দেখা না যায় (স্বচ্ছ না হয়)। (৩) পোষাকটি যেন আকর্ষণীয় সাজসজ্জা বা অলঙ্করণে জমকালো না হয়, যা পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (৪) সুগন্ধি মাখানো না হয়। (৫) এটি যেন লোক দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জনের পোষাক না হয়। (৬) পুরুষদের পোষাকের সদৃশ্য বা অনুকরণে না হয়। (৭) এতে যেন কোন প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতি না থাকে *(আলবানী, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা পৃ. ৫৪-৬৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/১৪০; বিস্তারিত দ্র. 'পোষাক ও পর্দা' বই)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতের পূর্বে যে সকল আহলে কিতাব মৃত্যুবরণ করেছে তারা কি সকলেই জাহান্নামী হবে?

-জাবেদ ওমর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতের পূর্বে যারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের নবীর তথা আল্লাহ্র কিতাবের অনুসারী ছিল তারা জাহান্নামী হবে না। বরং তারা পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন, ইহূদী, নাছারা ও ছাবেঈদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/৬২)*। তবে যারা আসমানী কিতাবের কথা জানার পরেও শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তারা জাহান্নামী হবে *(মুসলিম হা/২০৩, ৯৭৬)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের পরেও যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি তারা জাহান্নামী' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : কারো থেকে মাঝে মাঝে অহংকার প্রকাশ পেলে সেজন্য কি সে জাহান্নামী বলে গণ্য হবে? অহংকারীরা কি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : না, কখনও কারো মাঝে অহংকার প্রকাশ পেলে তাকে জাহান্নামী বলে গণ্য করা যাবে না। তবে কেউ যদি অহংকার করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তাহ'লে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ রাসূল (ছাঃ) অহংকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'অহংকার হ'ল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা' *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*। অতএব কখনও অহংকারের প্রকাশ ঘটলে দ্রুত তওবা করা, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং বিনয় অবলম্বন করা উচিত। অহংকারকে হালকা গুনাহ মনে করা যাবে না; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অহংকার প্রকাশ পেলেই তাকে জাহান্নামী বলে গণ্য করা

যাবে *(নববী, শরহ মুসলিম ২/৯১)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : ছহীহ হাদীছ জানার পর যারা বিদ'আতী আমলে লিপ্ত হন তাদের পরিণতি কি হবে?

-মাহবূব, দিনাজপুর।

উত্তর : বিদ'আতীদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে জানিয়ে দিব? (দুনিয়াবী জীবনে) যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমলই করে যাচ্ছে' *(কাহফ ১০৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয় প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত ও প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫)*। নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে, 'প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' *(নাসাঈ হা/১৫৭৮)*। বিদ'আতীর আমল কবুল হয় না *(বুখারী হা/৩১৮০)*। সে হাউয কাওছারের পানি পান করা হ'তে বঞ্চিত হবে *(মুসলিম হা/৪২৪৩)*। বিদ'আতীর উপর আল্লাহ এবং ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত বর্ষিত হয় *(বুখারী হা/৩১৮০)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : জেনে বা না জেনে চুরি করা বস্তু ক্রয় করা যাবে কি?

-আনোয়ারুল হক, খুলনা।

উত্তর : জেনেশুনে চোরাই মাল খরিদ করা নিষিদ্ধ। তবে অজ্ঞাত অবস্থার কথা ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন, 'পাপ এবং অন্যায়ের কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : অনেক বক্তা গানের সূরে ওয়ায করে থাকেন। এটা কি জায়েয?

-আব্দুল্লাহ, নাটোর।

উত্তর : গানের সূরে বক্তব্য দেয়া ঠিক নয়। বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা ও জাহান্নাম থেকে ভয় দেখানো। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মানুষকে ডাক তোমাদের প্রভুর রাস্তায় প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে'... *(নাহল ১৬/১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) যখন জুম'আর খুৎবা দিতেন, তখন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত। তাঁর কণ্ঠ উঁচু হ'ত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত। যেন তিনি সেনাবাহিনীকে কোন নির্দেশ দিচ্ছেন' *(মুসলিম হা/২০৪২; মিশকাত হা/১৪০৭)*। সূর দিয়ে বক্তব্য দিলে মানুষ সূর শুনবে। কিন্তু কোন উপদেশ গ্রহণ করবে না। অবশ্য কুরআনের আয়াতসমূহ সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরেলা কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেনা, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী হা/৭৫২৭, মিশকাত হা/২১৯৪)*। সাবধান থাকতে হবে বক্তৃতার উদ্দেশ্য যেন দুনিয়া উপার্জন না হয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অতদিন ক্বিয়ামত হবে না, যতদিন না এমন একদল লোক বের হবে যারা তাদের যবান দিয়ে খাবে, যেমন গাভী তার জিহ্বা দিয়ে খায়' *(আহমাদ হা/১৫৯৭; মিশকাত হা/৪৭৯৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : বিবাহযোগ্য যুবতী মেয়ে ঘরে রেখে হজ্জে গেলে নাকি হজ্জ কবুল হবে না। এ কথা কি সত্য?

-আবুল কালাম, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা যুবতী মেয়ে ঘরে থাকার সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হজ্জের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'কা'বা গৃহে যাতায়াতের যার সামর্থ্য রয়েছে তার উপর হজ্জ পালন করা ফরয' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : মাযার কেন্দ্রিক মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মারিয়াম, বরিশাল।

উত্তর : মাযার কেন্দ্রিক মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ এর উদ্দেশ্যই হ'ল শিরকের প্রতি মুছল্লীদের প্রলুব্ধ করা ও তাদেরকে মাযারমুখী করা। জানা-অজানা কবর ও ভুয়া কবর নিয়েই বহু স্থানে মাযার নাম দিয়ে নযর-নেয়ায ও ওরসের জমজমাট ব্যবসা চলছে। আর এইসব স্থানে দ্বীনদার মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য বানানো হয় মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুফরীর উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা ক্বোবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল, যা 'মসজিদে যেরার' নামে খ্যাত *(তওবা ৯/১০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে সেই মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ যুগের এইসব মসজিদ শিরকের উদ্দেশ্যে নির্মিত। অতএব এখানে ছালাত জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪০০) : মসজিদের ভিতরে বিশেষ করে ছালাতরত অবস্থায় আঙ্গুল ফুটানো যাবে কি?

-কামরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম

উত্তর : জামা'আত চলাকালে এথেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ এতে মুছল্লীদের খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম শো'বা বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের পাশে ছালাতরত অবস্থায় আঙ্গুল ফুটালে তিনি ছালাত শেষে আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, তোমার ধ্বংস হোক তুমি ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটালে? *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৩৫৮; ইরওয়া হা/৩৭৮)*। তবে ছালাতের মধ্যে উঠা-বসা করতে যদি কোন অঙ্গ আপনা থেকেই ফুটে যায়, সেক্ষেত্রে কোন দোষ নেই।

সংশোধনী

মাসিক আত-তাহরীক মে ২০২৬ সংখ্যার ২৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে মুনাফিকূন ৬৩/৯ আয়াতের স্থলে সূরা জুম'আহ ৬১/৯ আয়াতটি যুক্ত হবে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত *-সম্পাদক*।

PRESIDENT HOMES LTD.

PRESIDENT GROUP
Way to enjoy in touch..

find your DREAM HOME

BASHUNDHARA

PROJECT NAME :
President Dokkhina

PROJECT LOCATION :
Plot-3260, Road-15, Block-M
Bashundhara R/A, Dhaka-1229

LAND ORIENTATION :
3 Katha & South Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+06 (07 storied building)

FLAT SIZE :
1550 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
06 Nos

JOLSHIRI

PROJECT NAME :
President Khonikaloy (Lake View)

PROJECT LOCATION :
Plot-018, Road-513, Sector-11
Jolshiri Abashon

LAND ORIENTATION :
5 Katha & South Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)

FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
08 Nos

book now

LAND WANTED

for joint venture development

AT ANY PRIME LOCATION
IN DHAKA CITY

JOLSHIRI

PROJECT NAME :
President Noor Ashiyana

PROJECT LOCATION :
Plot-043, Road-506, Sector-16
Jolshiri Abashon

LAND ORIENTATION :
5 Katha & East Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)

FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
08 Nos

PROJECT NAME :
President Halim's Dream

PROJECT LOCATION :
Plot-065, Road-304, Sector-11
Jolshiri Abashon

LAND ORIENTATION :
5 Katha & South Facing

BUILDING HEIGHTS :
G+M+08 (09 storied building)

FLAT SIZE :
2850 sft (single unit)

NUMBER OF UNITS :
08 Nos

01711-722 301 | 01711-750 638

www.president-group.com | www.presidenthomes.net

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 10, July 2026

Bangladesh EYE HOSPITAL Rajshahi Ltd.
Eye Care, We Care

বাংলাদেশ আই হসপিটাল রাজশাহী লিমিটেড

চোখের যত্নে বিশ্বস্ত ঠিকানা

বাংলাদেশের স্বনামধন্য চক্ষু হাসপাতাল 'বাংলাদেশ আই হসপিটাল'-এর নতুন শাখা এখন রাজশাহীতে

এখানে সকাল ৮-টা থেকে রাত ৯-টা পর্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত রোগী দেখছেন প্রায় ২৫-৩০ জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চোখের সকল জটিল ও সাধারণ সমস্যার জন্য এখানে রয়েছে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ চক্ষু চিকিৎসা সেবা।

সেবাসমূহ

ছানি (ফ্যাকো) অপারেশন, গ্লুকোমা চিকিৎসা, রেটিনা ও ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি, কর্নিয়া ও চোখের সংক্রমণ, শিশুদের চোখের রোগ ও স্কুইন্ট (ট্যারা), অকুলোপ্লাস্টিক (Oculoplastic) সেবা (চোখের পাতা, চোখের চারপাশ ও টিয়ার ডাক্ট), চশমা ও কনট্যাক্ট লেন্স এবং চোখের সকল আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিত করতে আমাদের রয়েছে সর্বাধুনিক মেশিনারিজ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশ এবং সাশ্রয়ী খরচে মানসম্মত চিকিৎসা।

যোগাযোগ

আই টেন টাওয়ার, এয়ারপোর্ট রোড, আম চত্বর রাজশাহী
মোবাইল : ০৯৬৪৩১২৩১২৩

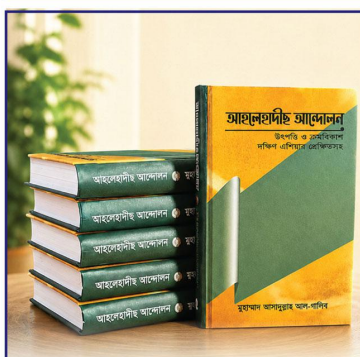

আহলেহাদীছ আন্দোলন

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ; দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষিতসহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ফিরিয়ে আনতে ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা এক নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এই মহান আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং আক্বীদা ও মূলনীতি সম্পর্কে গ্রন্থটিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায় এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের এক প্রামাণ্য চিত্র এতে সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। একজন সচেতন মুসলিমের আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক খোরাক মেটাতে এবং নির্ভেজাল ইসলামের সঠিক পথ চিনতে বইটি আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

আজই অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫-৯৫৮৮২২